চর্য্যা-সূক্ত

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

চর্য্যা-সূক্ত

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রকাশক
শ্রীঅজিতকুমার ধর
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস
সৎসঙ্গ, দেওঘর, বিহার

প্রকাশকাল
প্রথম সংস্করণ ঃ
১১ই কার্ত্তিক, ১৩৭০
তৃতীয় সংস্করণ ঃ
১লা পৌষ, ১৪০৫

মুদ্রক
কৌশিক পাল
প্রিন্টিং সেন্টার
১৮বি, ভুবন ধর লেন
কলিকাতা ৭০০ ০১২

CHARYYA-SUKTA
by *Sri Sri Thakur Anukulchandra*
3rd Edition, December 1998

ভূমিকা

মানুষের ব্যষ্টিগত জীবন সমষ্টিগত জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাই বৃহত্তর পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি, সামঞ্জস্য ও সম্প্রীতি স্থাপন ব্যষ্টিজীবনের পক্ষে অপরিহার্য্য। এই সঙ্গতি, সামঞ্জস্য ও সম্প্রীতি স্থাপনের বেলায় বিশেষ ক'রে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে তা' সত্তাপোষণী হয়। কারণ, পরিবেশ যদি অবক্ষয়ী চলনে চলে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেই চলনে চলায় পরিবেশেরও কোন লাভ নেই, ব্যষ্টির নিজেরও কোন লাভ নেই। সত্তার ক্ষুধা, অস্তিত্বের আকূতি তাতে মেটে না, বরং আত্মসংরক্ষণই দুরূহ হ'য়ে ওঠে। তাই ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনের মর্ম্মমূলে চাই সাত্বত সম্বেগ ও আত্মিক বন্ধন। এই সাত্বত সম্বেগ ও আত্মিক বন্ধনের জাগৃতির জন্য চাই তারই প্রতীক-পুরুষ অর্থাৎ ইষ্ট এবং তাঁর প্রতি প্রাণঢালা নিষ্ঠা, অনুরাগ ও আনুগত্য। সমাজ-জীবন ও সঙ্ঘ-জীবনকে যদি আমরা সংহত ও শক্তিশালী ক'রে সুসংগঠিত ক'রে তুলতে চাই, তার প্রথম ও প্রধান উপাদান হ'লো এইটি। এর ব্যাপক প্রতিষ্ঠা, সঞ্চারণা ও সম্প্রসারণার জন্য চাই ঐ আদর্শে উদ্বুদ্ধ আচরণশীল সংগঠন-কর্ম্মী। 'চর্য্যা-সূক্ত' গ্রন্থে শ্রীশ্রীঠাকুর অমনতর কর্ম্মীদের অবশ্য-পালনীয় আচার-আচরণ ও চলন-চর্য্যা সম্বন্ধে বিশদ নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এই পুস্তকে ইষ্টানুপ্রাণনা, সংহতি, সহযোগিতা, সমবেদনা, পারস্পরিকতা, অনুসন্ধিৎসু সেবা, দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যবোধ, আত্মবিশ্লেষণ, আত্মনিয়ন্ত্রণ, তপস্যা, জ্ঞানগবেষণা, সদভ্যাস-গঠন, প্রত্যাশাশূন্যতা, সহনশীলতা, লোকনিয়ন্ত্রণ, যোগ্যতার জাগরণ, বৈশিষ্ট্যানুগ পোষণ, মৈত্রী সংস্থাপন, বিরোধনিরাকরণ, অসৎ-নিরোধ, প্রেরণা-আশা-ভরসা-সাহায্য-দান, লোকচরিত্রনির্ণয়, লোক-সংগ্রহ, লোকচর্য্যা, লোকপরিচালনা, শাসন, তোষণ, সংশোধন, ঋত্বিকীপালন, লোকস্বার্থী চলন, কর্ম্মীর লক্ষণ, ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু, যাজকের আত্মপ্রস্তুতি ও কর্ম্মপরিক্রমা, নিয়মশৃঙ্খলা পালন, ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উজ্জীবন, কর্ম্মীগণের পারস্পরিক সঙ্গতি, সৌজন্য, সাধুতা, কুশলকৌশলী চলন ইত্যাদি অগণিত বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

পূর্ব্বেই আভাস দিয়েছি, জগতের কল্যাণের জন্য চাই কতকগুলি আপনভোলা, ইষ্টসর্ব্বস্ব, তপপ্রাণ, ঋদ্ধচরিত্র, যাজনজৈত্র, লোকমঙ্গলব্রতী, অক্লান্তকর্ম্মা, ঊর্জ্জী অসৎ-নিরোধী পরাক্রমসম্পন্ন দীপ্ত দেবমানব। তাঁদের কাজ হ'লো স্বীয় দৃষ্টান্ত, প্রেরণা ও প্রবোধনায় ব্যক্তিগুলিকে প্রবৃত্তিমুখী, ভ্রান্তিবিলোল, অপকর্ষী চলন থেকে উদ্ধার ক'রে তাদিগকে অপ্রমাদী, উৎকর্ষী, ইষ্টনিষ্ঠ, সাত্বত চলনে অভ্যস্ত ক'রে

কল্যাণতপা ক'রে তোলা। এই নবজীবনের দীক্ষার মাধ্যমে মানুষকে সব দিক্-দিয়ে সুদক্ষ ক'রে তুলতে হ'লে সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় নিয়ে নিরন্তর জীবনের প্রতি স্তরে, প্রতি পর্য্যায়ে, প্রতি ক্ষেত্রে তাদের মনোবিজ্ঞানসম্মত বিহিত বাস্তব সেবাসম্পোষণা, সাহায্য ও প্রণোদনা জুগিয়ে চলতে হবে। জনজীবন যাতে ঐক্যবদ্ধ, উন্নতিমুখর ও সুসংহত হ'য়ে ওঠে, তার জন্য যেমন একাদর্শপ্রাণতার বান ডাকিয়ে তুলতে হবে, তেমনি যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যের বিবর্দ্ধন, সংহতি-সন্দীপী সামাজিক-বন্ধন, পারস্পরিক সেবা-বিনিময় ইত্যাদিও প্রস্ফুরিত ক'রে তুলতে হবে। ঐ দেবদক্ষ কর্ম্মীদের নিজেদের ভিতর হীনম্মন্যতামুক্ত, আত্মাভিমানরহিত, আত্মস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাবর্জ্জিত, ইষ্টৈকলক্ষ্য বান্ধববন্ধন ও স্বার্থসম্বদ্ধতা যত বৃদ্ধি পাবে, তাঁদের প্রভাবে জনসমষ্টিও তত একটি অচ্ছেদ্যমমত্বদীপ্ত যৌথ পরিবারের মত প্রীতি-প্রাণতায় স্ফাটিক্ সংগঠনে সংগঠিত হ'য়ে উঠবে। এর পরিপন্থী অর্থাৎ সংহতি ও সত্তাসম্বর্দ্ধনার বিরোধী চিন্তা ও চলনকে সমাজ থেকে সর্ব্বপ্রযত্নে তিরোহিত ক'রে দিতে হবে। এমনটা যদি হয়, তবে মানব-বিবর্ত্তন এক নবতর অধ্যায়ে উপনীত হবে। তারই অগ্রসাধক হ'লেন পুরুষোত্তম-পতাকাবাহী ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু, যাজক, হোতা ও উদ্গাতৃবৃন্দ। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের কম্বুকণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন—যাতে তাঁরা অনির্ব্বাণ সাধনার হোমানল জ্বেলে সমগ্র মানবসমাজকে এক ইষ্টীপূত, সর্ব্বতোমুখী-অভ্যুদয়-সমৃদ্ধ, প্রীতিপ্রবুদ্ধ, দ্যুতিদীপ্ত, মিলিত মহাজীবনের মহিমায় সমুদ্ভাসিত ক'রে তোলেন। তাঁর প্রতিটি কথার ভিতর-দিয়ে এক উত্তুঙ্গ প্রেরণার জ্বলন্ত জ্যোতি বিচ্ছুরিত হ'য়ে চলেছে।

পরমপিতার নিকট প্রার্থনা করি—এই অমোঘ প্রেরণা আমাদের জীবনে সফল হ'য়ে উঠুক, মঙ্গল-নেশায় মাতোয়ারা হ'য়ে উঠি আমরা, সবার অন্তরবাহিরের যতকিছু রিক্ততা ও বেদনা বিদূরিত ক'রে ব্যথাহারী পরম দরদীর প্রাণে একটু শান্তি দিই! বন্দে পুরুষোত্তমম্।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সৎসঙ্গ, দেওঘর
৮ই কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৭০
ইং ২৫/১০/১৯৬৩

আমার কথাগুলি যদি তোমার-
শুধুই কথা-চিত্রেরই খোরাক মাত্র হয়-
করায় বা আচরণের ভেতর দিয়ে
পৌঁছিয়ে যদি-
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পার-
তবে-
পাওয়া যে তোমার
উপন্যাসই রয়ে যাবে -
তা কিন্তু অতি নিশ্চয়—

তোমারই "আমি"
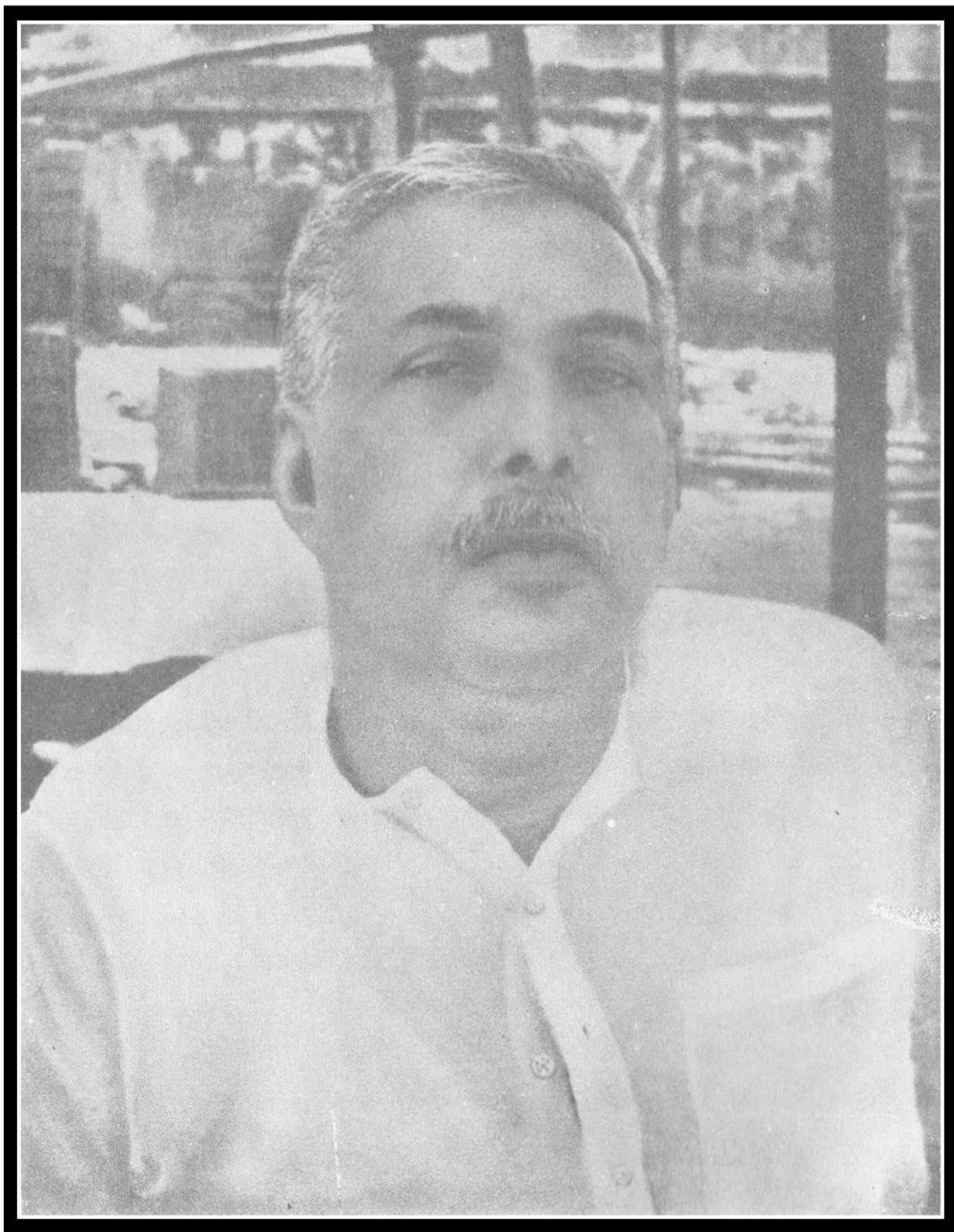
ঋত্বিক্ ও সৎ-অনুধ্যায়ী কর্ম্মীদের আচরণীয় সপ্তশীল

১. অদম্য আত্মোৎসর্জ্জনী কৃতিদীপ্ত ইষ্টার্থপরায়ণতা।

২. সম্ভ্রমাত্মক আপ্যায়নী চলন ও অনুচর্য্যা-নিরতি।

৩. বাক্য-ব্যবহারের প্রাণবন্ত সঙ্গতি।

৪. নৈষ্ঠিক যজনশীল আচরণ-প্রবুদ্ধ যাজন-উন্মাদনা ও ইষ্টীপূত লোককল্যাণ-কর্ম্মে অদম্য উদ্যম।

৫. সংবর্দ্ধনা ও সংহতি-সন্দীপী কৃতি-আবেগ।

৬. কুশল-কৌশলী সুদক্ষ নিয়ন্ত্রণ।

৭. অসৎ-নিরোধী পরাক্রম, ইষ্টার্থী ক্লেশসুখপ্রিয়তা ও বৃত্তিস্বার্থে নিরাশিতা ও নির্ম্মমতা।

দেবভিক্ষা

ওগো
ভিক্ষা দাও—!
ঝাঁঝাল ঝঞ্ঝার
পিশাচী জৃম্ভণ সুরু হ'য়েছে,
বাতুল ঘূর্ণী বেভুল স্বার্থে
কলঙ্ককুটিল ব্যবচ্ছেদ
সৃষ্টি ক'রতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে,

প্রেত-কবন্ধ কলুষ
কৃষ্টিকে বেতাল আক্রমণে
বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছে,
অবদলিত কৃষ্টি
অজচ্ছল অশ্রুপাতে
ভিক্ষুকের মত
তাঁ'রই সন্তানের দ্বারে
নিরর্থক রোদনে রুদ্যমান,

অলক্ষ্মী-অবশ প্রবৃত্তি-শাসিত
বেদস্মৃতি—
ঐ দেখ—
মর্ম্মান্তিকভাবে নিষ্পেষিত,
ত্রস্ত দোধুক্ষিত দেবতা
আজ নতজানু—
তোমাদেরই দ্বারে

তোমাদেরই প্রাণের জন্য
তোমাদেরই প্রাণভিক্ষায়

তোমাদেরই সত্তার
সম্বর্দ্ধনার জন্য
ব্যাকুল হ'য়ে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছেন ;

কে আছ এমন দরদী আর্য্য-আত্মজ সন্তান!—
তাঁ'কে মানুষ ভিক্ষা দেবে—
তাঁ'কে অর্থ ভিক্ষা দেবে—
সব হৃদয়ের সবটুকু উৎসর্গ ক'রে
তোমাদেরই জন্য
সেই দেবোজ্জ্বল প্রচেষ্টাকে
সার্থক ক'রে তুলতে?

যদি থাক কেউ
ওগো ধী-ধুরন্ধর উৎসর্গপ্রাণ
নিরাশী নির্ম্মম!
এস—
উৎসর্গ কর—
আত্মাহুতি দাও—
জীবন-নিঙ্গড়ানো
যা'-কিছু সঙ্গতি
তাঁ'কে দিয়ে সার্থক হ'য়ে ওঠ,
নিজকে বাঁচাও,
মানুষকে বাঁচাও,
কৃষ্টিকে বাঁচাও,

আর, বাঁচাও

দুর্দ্দশাদলিত মহা-ঐশ্বর্য্যশালিনী

আর্য্যস্তন্যদায়িনী

পরমপবিত্রা ভিখারিণী

মাতা ভারতবর্ষকে,

ধন্য হও,

নন্দিত হও,

ঈশ্বরের অজচ্ছল আশীর্ব্বাদকে

মাথা পেতে লও,

শান্ত হও,

শান্তি দাও,

অস্তি ও অভ্যুত্থানকে

অনন্তের পথে

অবাধ ক'রে রাখ ;

স্বস্তি! স্বস্তি!! স্বস্তি!!!

সংগঠন

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ-অনুধ্যায়িতা
যেখানে এক
ও সক্রিয়-নিয়মন-তৎপর,
একতা বা সংহতির সম্ভাব্যতা সেখানেই। ১।

যেখানে সুকেন্দ্রিকতা নাই,
সক্রিয় আভিজাত্য-অনুধ্যায়িতা নাই,
পরাক্রমী সহযোগিতা নাই,
সংহতির কথা সেখানে
হাস্যোদ্দীপক। ২।

প্রিয়পরমকে পালন-পরিচর্য্যায়
পোষণ-পরিপুষ্ট ক'রে তোল,—
দয়া
দীপ্ত পরিক্রমায়
তোমাতে
বর্ষণ-পরিস্রোতা হ'য়ে উঠবে। ৩।

উন্নত হও,
কিন্তু সৎ, সুধী ও সুন্দর হও—
অসৎনিরোধী পরাক্রম নিয়ে ;
লোকপ্রিয় হ'য়ে চল। ৪।

দেখ, বোঝ, কর—
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে,

বিহিত সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,
দক্ষ বোধিদীপনায়,
মিলনদিব্য ক্রিয়ায়। ৫।

অবিবেকী অনুচর্য্যা
অস্বস্তিরই
পোষাকী পাচক। ৬।

তোমার ধারক-পালক যিনি—
তুমি যতই কুৎসিত হও না কেন—
শিষ্ট-শুভ পরিচর্য্যায়
তাঁ'কে পরিপালন ক'রো,
পালনধৃতি
তোমাকে
পরিত্যাগ ক'রবে কমই। ৭।

বোধ-বিবেক-বিধায়িত
পরাক্রমী প্রেষ্ঠনিষ্ঠার সহিত
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগসম্পন্ন
সঙ্গতিশীল সুতৎপর যা'রা—
তা'রাই লোকজীবনের ধৃতিদূত। ৮।

আগে নিজে সংগঠিত হও—
সর্ব্বতোভাবে,
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়,
অনুশীলনী আত্ম-বিনায়না নিয়ে,
একানুধ্যায়ী অন্বিত সক্রিয় সার্থকতায়,—
তবে সংগঠন ক'রতে যেও,
নয়তো, ঐ সংগঠন-কণ্ডূতি তোমার
অঘটন ঘটাতে
কমই কসুর ক'রবে। ৯।

সুকেন্দ্রিক সক্রিয় তৎপরতায়
নিজেকে আগে
সংগঠন ক'রে তোল,
ব্যক্তিত্ব সংগঠিত হ'য়ে উঠুক
অমনি ক'রে—
বাক্যে, ব্যবহারে, চলনে, চরিত্রে ;
সার্থক-সম্বর্দ্ধনী তৎপরতায়
সাত্ত্বিক পোষণ-প্রভাবে
তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ
সংঘটক বা সংগঠক হ'য়ে উঠবে। ১০।

যে
কোন বিষয় বা ব্যাপারকে
সুসঙ্গত অন্বয়ী তৎপরতায়
সংঘটন ক'রে তুলতে পারে—
সুনিষ্ঠ আদর্শ-প্রাণন-নিবন্ধনায়,
সে কিন্তু বাস্তব সংগঠক ;
আর, কোন ব্যাপার বা বিষয়ের
প্রস্তুত ভূমিতে দাঁড়িয়ে
নিবিষ্টতা নিয়ে
তা'র কর্ম্ম-পরিচালন ক'রতে
যে পারে,—
সে কিন্তু সংগঠক নাও হ'তে পারে,
বরং তৎ-কর্ম্ম-নির্ব্বাহী সেবক সে,
—যে সেবা-সৌকর্য্যের ভিতর-দিয়ে
নন্দিত প্রসাদ উপভোগ ক'রে
আত্মপ্রসাদের বাহবায়
নিজেকে হয়তো সংগঠক ব'লে মনে করে সে ;
তাই, যদি সংগঠক হ'তে চাও,—

তবে, বিষয় বা ব্যাপারকে
সার্থক সঙ্গতিতে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে
শুভ-বিনায়নে
উপযুক্ত ভূমি প্রস্তুত কর---
যে-ভূমির পরিচর্য্যায়
আদর্শানুগ পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে
প্রতিপ্রত্যেকে
স্বতঃ-অর্জ্জনে
প্রসাদনন্দিত হ'য়ে উঠতে পারে,
আর, ঐ অভ্যস্ত কৃতি-দীপনাই হ'চ্ছে—
তোমার সংগঠনতত্ত্ব। ১১।

স্বার্থ ও মান যেখানে যেমন
দলও সেখানে ততই তেমনতর—
ব্যতিক্রম ও বিপর্য্যয় নিয়ে। ১২।

সংহতি ও সহযোগিতার
মৌলিক মান্ত্রী তুকই হ'চ্ছে
পূরয়মাণ আদর্শ-পুরুষে
সক্রিয় অচ্যুত অনুরাগ,
আর, উৎকর্ষী অনুলোম-পরিণয়ের ভিতর-দিয়ে
বিধিমাফিক উপযুক্ত
জৈবী-সংস্থিতির উদ্ভাবন। ১৩।

সর্ব্ব-সঙ্গতির সহিত
তোমরা দুইজনেও যদি
একই উদ্দেশ্যে
প্রার্থনানিরত কৃতিসম্বেগে
চলৎশীল থাক,

ঈশ্বর তা' মঞ্জুর ক'রবেন,
আর, প্রিয়পরমে আকৃষ্ট অনুবেদনা নিয়ে
তাঁ'র নামে দু'তিনজনও যদি
সংহত হ'য়ে ওঠে,—
প্রিয়পরম কিন্তু সেখানে তা'দেরই মধ্যে। ১৪।

দশে মিলে কাজ কর—
তা' তো খুব ভালই,
কিন্তু এই দশের সাথে যেন
শিষ্ট সঙ্গতি থাকে,
পরস্পর পরস্পরের
দরদী অনুকম্পায়
পরস্পরকে দেখে, শোনে, করে—
এমনতর কৃতিবান্
দশটিই যদি থাকে,
অমরার
সুদীপ্ত স্বস্তি-আবাহন
সবাইকে
শান্তিদীপ্ত ক'রে তুলতে পারে ;
ব্যতিক্রম যেখানে যেমনতর
বিচ্ছিন্নতাও এসে থাকে সেখানে তেমনি। ১৫।

দশে মিলে যদি কাজ কর—
দরদী সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য নিয়ে,
তৎপরতা
সুষ্ঠু অভিসারে
তোমাদিগকে
অভ্যর্থনা না-ক'রেই
থাকতে পারবে না,

কৃতি যদি
সমাধান শিষ্ট হ'য়ে ওঠে
আচার-ব্যবহার,
চালচলন-তৎপরতার
বীচিদীপনা নিয়ে,
তখন তা'
সার্থকতার সুরসঙ্গতিতে
সবাকেই সন্দীপ্ত ক'রে থাকে ;
এতটুকু ব্যতিক্রম যেখানে,—
কৃতি-পরাক্রমও সেখানে
তত ঢিলে হ'য়েই থাকে কিন্তু। ১৬।

যেখানে সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ানুধ্যায়িতার সহিত
অন্তরাস-আকূত অনুচর্য্যী অবদানপ্রবণ
অনুবর্ত্তনার অভাব,
সংহতি ও সংগঠন সেখানে হেঁয়ালি—
অনাসৃষ্টির আহুতি ছাড়া
আর কিছুই নয়কো। ১৭।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ, কৃষ্টি
ও সত্তাসঙ্গত সদাচারকে
অবজ্ঞা করাই
প্রথম অরিষ্ট-লক্ষণ,—
তোমার পরিবার, সম্প্রদায়, সমাজ, রাষ্ট্র ও দেশের
ভাঙ্গনের কর্কশ হুঙ্কার ;
অমনতর চ'ললে,
তোমার যা'-কিছু যে আকম্পিত হ'য়ে
ভাঙ্গনে আত্মবিলয় ক'রবে,—
তা' অতিনিশ্চিত। ১৮।

স্বার্থগৃধ্নু হীনম্মন্যতার খাতিরে
হামবড়াইয়ের প্ররোচনায়
সংহতিকে সৃজন ক'রো না,
ইষ্টানুগ শ্রেয়চেতী হ'য়ে
সংহতিকে
প্রীতিনিবদ্ধ, বজ্রকঠোর ক'রে তোল,
অনুবীক্ষী সন্ধিৎসা-তৎপর
সুসংহত বোধি-তাৎপর্য্যে
পূর্ব্বাপর বিবেচনা ক'রে
তোমাদের পন্থা ও চলনকে
দৃঢ়দীপ্ত ক'রে তোল,
উপযুক্ত সঙ্গতি-সমভিব্যাহারে
শক্তি, সামর্থ্য, পরাক্রম
উচ্ছল হ'য়ে রইবে। ১৯।

এমনতর কোন সংহতি ক'রতে যেও না,—
যে-বাহানায় প'ড়ে
ইষ্টার্থী আনুগত্য শ্লথ হ'য়ে উঠতে পারে,
বা ধর্ম্মানুগ ভূমি,
যেমন যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি—
এগুলি বিশ্লিষ্ট হ'য়ে উঠতে পারে,
তা'র মানেই হ'চ্ছে এই—
স্বল্পদৃষ্টি প্রবৃত্তি-প্ররোচিত সংহতির ফলে
সঙ্ঘমেরু যদি বিশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে,
সেখানে সঙ্ঘ-ব্যক্তিত্ব
খান-খান হ'য়ে যাবে,
তোমার সৃষ্টিকেই তুমি
বিদীর্ণ ক'রে ফেলবে। ২০।

ঠিক মনে রেখো,
গণ-সংহতি ও সম্বর্দ্ধনার মৌলিক উপাদানই হ'চ্ছে—
ঈশ্বরপ্রাণতা, ধর্ম্ম-পরিপালন,
পূর্ব্বপূরয়মাণ জীবন্ত ইষ্ট বা আদর্শে নিষ্ঠা,
সৎমন্ত্রে সক্রিয় তপ,
ধর্ম্ম, আদর্শ ও কৃষ্টিপ্রাণতায়
প্রতিটি জনের
বৈশিষ্ট্যপালী ব্যক্তিস্বাতন্ত্রী
সম্বর্দ্ধনী সত্তা-সংহতি—
যে-অনুপ্রাণনায়
পরস্পর পরস্পরের স্বার্থে
সশ্রদ্ধ অবদান-আকূতিপ্রবণ হ'য়ে
সহযোগী অনুশীলনে
পরস্পর পরস্পরকে
উৎকর্ষমুখর ক'রে তোলে। ২১।

কেন্দ্রায়িত হও,
সংহতি-সম্বেগকে দৃঢ় ক'রে ফেল,
উচ্ছ্বসিত ক'রে তোল,
প্রতিটি কর্ম্মের ভিতর
ঐ কেন্দ্রস্বার্থকে অনুসন্ধান কর,
বাস্তবে ঐ স্বার্থকে উপচয়ী ক'রে তোল—
সংহতির সুতাল তালিমে,
সুসঙ্গত বোধায়নী তাৎপর্য্যে ;—
সার্থকতা বিস্ফুরিত বিপ্লবে
অভিনন্দিত ক'রে তুলবে তোমাকে। ২২।

তোমাদের একনিষ্ঠ,
বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ শ্রেয়, ধর্ম্ম

ও কৃষ্টি-অনুধ্যায়িতা,
প্রীতি-অবদান-অনুচর্য্যা,
তপানুশীলন,
পারস্পরিক শুভ-জৃম্ভণী সক্রিয় অনুবেদনা,
ও স্বস্তি-অনুচলনী চর্য্যা,
ঐ শ্রেয়ানুগ প্রথা-পালন,
ঐতিহ্যোপসেবন,—
এর ভিতর-দিয়েই
সমবেত ইচ্ছার উদ্ভব হ'য়ে থাকে ;
আর, এই সমবেত ইচ্ছা যত সুনিষ্ঠ,—
সংহতিও তত দৃঢ় হ'য়ে ওঠে,
আর, দৃঢ় সংহতিই শক্তির আধার। ২৩।

আদর্শে একত্বানুধ্যায়ী হও,
সঙ্ঘস্বার্থ বা সমষ্টিস্বার্থে সংহত হও,
পরাক্রমে সমর্থন কর তা'কে,
একবাক্যে, একত্বপদবিক্ষেপে
বাস্তবায়িত ক'রে তোল তা'কে,
বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার প্রশ্রয় দিও না—
বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অব্যাহত রেখে,
ইষ্টার্থ-পরিণতির প্রকৃষ্ট পন্থানুসরণে
অনুকম্পী সহযোগিতায়
নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থকে উপেক্ষা ক'রেও ;
শক্তি ও সম্বৃদ্ধির অধিকারী হবে। ২৪।

তোমার বৈধানিক বিধানের
পারস্পরিক স্বার্থান্বিত
অনুকম্পী পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে,
পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে,

যেমন তোমার সত্তা
অস্মিতায় সজাগ হ'য়ে রয়েছে,—
সুকেন্দ্রিক আদর্শদীপনায়
তেমনি পরিবেশের প্রতিপ্রত্যেকে
পারস্পরিক অনুকম্পী সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
যতই নিবিড়ভাবে সংহত হ'য়ে উঠবে—
পারস্পরিক প্রীতি-সম্বদ্ধতায়
সমষ্টি-ব্যক্তিত্বের উৎসারণায়,
প্রত্যেকের ভিতর তেমনি ক'রে
সমষ্টিসত্তা সজাগ হ'য়ে চ'লবে—
তদনুকম্পী অস্মিতা নিয়ে,
পারস্পরিক স্বার্থ-সম্বোধনার
সক্রিয় অভিদীপনায়। ২৫।

উদ্বুদ্ধ ধর্ম্ম বা আদর্শপ্রাণতার ভিতর-দিয়ে
আপূরয়মাণ আদর্শপুরুষে
অনুরাগোদ্দীপ্ত হ'য়ে
সদ্দীক্ষ শাসনতান্ত্রিকতায়
তৎপরিপূরণে
পরস্পর পরস্পরকে নিজ স্বার্থ-বিবেচনায়
অটুট সম্বৰ্দ্ধনী
পারস্পরিক সানুকম্পী সেবা-সহযোগিতায়
মানুষ সংস্থ হ'য়ে
সক্রিয় শ্রমোৎকর্ষী
উপচয়ী সম্বৰ্দ্ধনায়
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমে যতই চলে,—
—তা' অন্তরেই হোক আর
বাহিরেই হোক,—

রাষ্ট্র, সমাজ বা সম্প্রদায়ের
স্বাভাবিক সহানুভূতি-উদ্দীপ্ত প্রকৃতিতে
শান্তি তখনই অচ্যুত গৌরবমণ্ডিত হ'য়ে
বসবাস ক'রতে থাকে,
আর, এই অনুষ্ঠানকে অগ্রাহ্য ক'রে
শান্তির বাণী ব'লে বুক ফাটিয়ে
গাল বাজিয়ে যতই চল না কেন—
শান্তি সুদূরে তখনও। ২৬।

কা'রও প্রতি যদি
অন্যায়ভাবে অত্যাচার করা হয়—
কিংবা কেউ বিশেষ বিপন্ন বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়—
এবং তা'র ক্ষতিপূরণী দায়িত্ব যখন
স্থানীয় পরিবেশের প্রতিপ্রত্যেকে
সহৃদয়ী সানুকম্পায়
সান্ত্বনা ও সেবানুচর্য্যার সহিত গ্রহণ করে
স্বতঃস্বেচ্ছায়,—
তা' হ'তেই বোঝা যায়—
ইষ্টার্থদীপন সহযোগী সংহতি
তা'দের ভিতর
দৃঢ় বাস্তবতা নিয়ে বসবাস ক'রছে কেমনতর ;
আর, এর খাঁকতি যেখানে যেমন—
রাষ্ট্রসংস্থার হস্তক্ষেপও
সেখানে তেমনি প্রয়োজন। ২৭।

তোমরা পুরুষোত্তম-প্রীতিসূত্রে
তোমাদের দ্বারাই সংহিত হ'য়ে ওঠ,
তোমাদের জন্যই তা' হোক,
আর, তা' তোমাদেরই হোক,

আর, এই হওয়াটা সার্থক ক'রে তোল
ঐ পুরুষোত্তমের
সন্ধিত-অনুধ্যায়িনী অনুক্রিয় তৎপরতায় ;
স্বর্গের আবির্ভাব হোক—
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে অনুরঞ্জিত ক'রে
পারস্পরিক সন্ধিত-সক্রিয় অনুবেদনায়
সমষ্টিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ;
এমনি ক'রেই
ক্রমিক তৎপরতায়
অনন্তের পথে এগিয়ে যাও। ২৮।

যিনি আগ্রহ-অনুকম্পা নিয়ে
লোকের সাত্বত অনুচর্য্যায়
রাগসন্দীপী অনুনয়নে
নিজেকে উৎসর্জ্জিত ক'রে
আত্মপ্রসাদ-উদ্দীপ্ত হ'য়ে চ'লেছেন,—
তাঁ'র সেবা যদি তুমি না কর
তুমি কি পাপদুষ্ট হ'য়ে উঠবে না?
যিনি তোমার ধারণপালনী রক্ষণায়
ব্যস্ত সন্দীপনা নিয়ে
নিষ্ঠা-প্রসাদ-উদ্দীপ্ত,
তিনি তো করুণাস্রবা,
করুণাময়ের মূর্ত্ত প্রতীক তিনি ;
করুণাই যদি চাও—
করুণাময়ের পরিচর্য্যা-নিরত হ'য়ে চল। ২৯।

ইষ্ট, সদ্‌গুরু বা সৎ-আচার্য্যের
সেবানন্দিত স্বস্তিকে
সম্বৃদ্ধ ও সুচারু ক'রে

সর্ব্বতোভাবে যা'তে নিষ্পন্ন ক'রতে পার,
সে ব্রতকেই গ্রহণ কর—
সন্দীপনী সঞ্চারণ নিয়ে,
কৃতকৃতার্থ হ'য়ে ওঠ তা'তে,
আত্মপ্রসাদ-উচ্ছল হ'য়ে
তাই-ই উপভোগ কর ;
এই এমনতর ক'রে তাঁ'কে গ্রহণ
তোমার গ্রহদোষগুলিকে
অনেকখানি প্রশমিত ক'রে তুলবে,
বোধ-দ্যোতনই বিভূতিতে
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে অনেকখানি,
রেহাইও পাবে অনেকটা ;
তুমিও স্বস্তি-অনুরঞ্জিত হবে—
স্বস্তি-পরিবেষণ ক'রে সবাইকে। ৩০।

পূরয়মাণ ইষ্টে সুকেন্দ্রিক হও,
সহজ-নিষ্ঠ হও,
বৈশিষ্ট্য-সংরক্ষী আচারসম্পন্ন হও—
বাক্যে, কর্ম্মে ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে
সবারই সাথে,
সানুকম্পী সহযোগপূর্ণ সেবানুচর্য্যায়
পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে ওঠ—
এক কথায়, এক চলনে, এক আবেদনে,
এক সমর্থনে, এক জোটে—
এমনি ক'রেই সংহতি লাভ কর সবাই ;
এই পারস্পরিক সেবানুচর্য্যা নিয়ে
ইষ্টার্থ-চলনায় যতই সংহতি লাভ ক'রবে,
শক্তি লাভ ক'রবে তত—
ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগতভাবে,
সম্মানিতও হবে তেমনি,

খতাবেও লোকে তেমনি তোমাদিগকে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে ;
নয়তো, তোমাকে
ও তোমার পরিবেশ নিয়ে সবাইকে
অবজ্ঞা ক'রবে, বিদ্রূপ ক'রবে,
তাচ্ছিল্যে অবদলিত ক'রবে,
জীবন-যাপন ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠবে
তা'দের ইতর বাক্যে, ইতর ব্যবহারে,
ব্যক্তিত্ব নিয়ে বৈশিষ্ট্য তোমার
অমর্য্যাদার অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে ;
তাই বলি,
এখন ওঠ, জাগ, সাবধান হও,
বাক্য, ব্যবহার ও সেবানুকম্পী অনুচর্য্যায়
নন্দিত ক'রে তোল সবাইকে
ইষ্টার্থী পরিবেষণে—
মহিমা গৌরব-মুকুটে
গরীয়ান অভ্যর্থনায়
পূরণ-প্রসাদী হ'য়ে চ'লবে। ৩১।

তোমার বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ,
শ্রেয়ার্থপরায়ণ, সৎ-সন্দীপী,
সুসঙ্গত প্রসার ও প্রাবল্যকে
সঙ্কুচিত ক'রে
মানুষের সংহতি ও সম্বর্দ্ধনাকে
ক্ষুণ্ণ ক'রতে যেও না ;
প্রত্যেক ব্যষ্টি, গণ, দেশ ও রাষ্ট্রকে
পরিপ্লাবনে
সংহত ও সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলে
প্রতিপ্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যবান ব্যষ্টির
আপূরণী দায়িত্বে
প্রত্যেককেই কর্ম্মঠ অভিদীপনায়

দায়িত্বশীল ক'রে তোল,
শান্তি
স্বস্তির আবহাওয়া নিয়ে
দিগন্তে প্রসারিত হোক,
যোগ্যতায় অভিদীপ্ত হ'য়ে উঠুক সবাই,
অধ্যবসায়ী উৎপাদন-প্রস্তুতি
প্রচুর হ'য়ে উঠুক ;
কাউকে খণ্ডিত ক'রতে যেও না;
বিভক্ত ক'রতে যেও না,
বিচ্ছেদে বিসদৃশ ক'রতে যেও না,
কৃতিত্বে কৃতার্থ হ'য়ে ওঠ অমনি ক'রেই। ৩২।

ভেদ বা বিভাগ প্রকৃতির সর্ব্বত্রই
স্বতঃই বিরাজমান হ'য়েও
সত্তার সত্ত্ব যেমন একই,—
তেমনি ব্যষ্টিতে-ব্যষ্টিতে ভেদ থাকলেও
পূরয়মাণ ইষ্ট বা আদর্শে
ভেদ রাখতে যেও না,
আবার, আদর্শকে ভাগ ক'রে
রাষ্ট্রকেও বিভক্ত ক'রে ফেলো না,—
তা'তে দ্রোহ কিন্তু
দুর্দ্দান্ত চলনেই চ'লতে থাকবে ;
যে-ই হোক, যা'ই হোক, যেমনই হোক,
আদর্শ বা ইষ্টানতি প্রতিটি ব্যষ্টিরই
তা'র আভিজাত্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়েও
যেন এককেন্দ্রিকতায় চলে,
তা'তে পারস্পরিক স্বার্থ ও সহযোগিতা
স্বতঃ হ'য়েই চ'লতে থাকবে—
বিভেদের বিক্রমকে বিদীর্ণ ক'রেও,
সংহতির এই হ'চ্ছে তাক ও তুক। ৩৩।

যখনই দেখছ—দেশ বা সমাজ
নানা দলে টুকরো টুকরো হ'য়ে চ'লছে—
বিপর্য্যয়ী হিংসার অভিসার নিয়ে,
ঠিক বুঝো—
জীবনে পরম স্বার্থ যা'
তা'কে সবার ভিতর
সঞ্চারিত ক'রে তুলতে পারনি,
তা'কে প্রভাবিত ক'রে তুলতে পারনি,
বৈধী-বিনায়নে
সক্রিয় ক'রে
তুলতে পারনি তা'কে—
যা' সত্তাকে
ব্যষ্টি ও সমষ্টির সহিত
বিধৃত ক'রে রাখে—
অকাট্য প্রীতিবন্ধনে,
যা'র ফলে—
অজচ্ছল টুকরোতে
যদি বিভক্তই হ'য়ে যায়,
কিছুতেই ফয়দা আসবে না তা'তে,
মরণপন্থী শাতনদীপনা
প্রবৃত্তির কামলোলুপতায়
তথায় প্রভাব-বিস্তার ক'রে চ'লেছে ;
সংশোধন কর, সাবধান হও,
সঙ্গতিশীল সন্দীপনায়
প্রতিটি ব্যষ্টিকে বিনায়িত ক'রে
সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
তা'দিগকে একায়িত ক'রে তোল—
ব্যাপ্তির বিমল দ্যোতনায় ;

হাসতে থাক,
আর, সে-হাসিতে
তোমার অন্তর-দেবতা
হাস্যোদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠুন। ৩৪।

জাতিকে যদি সর্ব্বতোভাবে
উন্নতই ক'রে তুলতে চাও,
প্রথমেই তোমরা ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে ওঠ,
ইষ্টীতপা হও,
তা'রপর নির্দ্ধারণ কর—
কোন্-কোন্ খাদ্যে, কেমনতর পোষণে
কী পরিবেশের ভিতর-দিয়ে
কোন্ নিয়মনে
জনগণের স্বাস্থ্য, আয়ু, মেধা, যোগ্যতা,
বল, বোধি, বর্ণ, বিবাহ, জনন, যৌনজীবন,
অন্তর্দৃষ্টি, দূরদর্শন, দূরশ্রবণ ইত্যাদি
সম্পুষ্ট ও সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে ;
শুধু নির্দ্ধারণ নয়,
সেগুলিকে বাস্তবভাবে
প্রয়োগও করা চাই,
আর, তা'র জন্য প্রয়োজন—
এক-আদর্শবান,
সুসঙ্গত বহুধা-প্রতিভাশালিনী বুদ্ধিসম্পন্ন
সুনিয়ন্ত্রিত মস্তিষ্কযুক্ত
সন্ধিৎসা-সন্দীপ্ত প্রতিভাবান লোকগুচ্ছ,
তাই, তা'দিগকে সংগ্রহ ও সুসংহত ক'রে তোল
এবং সুপরিকল্পিত পথে অগ্রসর হও। ৩৫।

তোমার অন্তর্নিহিত ঝোঁক বা প্রবণতা
শ্রেয়কেন্দ্রিক সার্থকতায়
বিনায়িত হ'য়ে

যেমনতর সক্রিয় সম্বেগশালী হ'য়ে উঠবে—
সত্তাপোষণী সম্বেদনা নিয়ে,
সংহত সংহতিতে,
অদম্য উৎসাহে,
পরিবেশের প্রতিপ্রত্যেকের
ঐ সত্তাপোষণী ঝোঁককে
অন্বিত তৎপরতায়
নিয়ন্ত্রিত ও বিনায়িত ক'রে
কেন্দ্রার্থ-পরিষেবণায়—
শত সংঘাতের ভিতরেও
দক্ষকুশল তৎপরতায়
সেগুলিকে সাত্ত্বিক অনুধায়নী অনুক্রমণায়
সুযুক্ত সঙ্গতিশীল ক'রে,—
তা' পরিবেশের প্রতিপ্রত্যেককে
তদনুগ চলনে অনুপ্রাণিত ক'রে
পুরুষানুক্রমিকতার ভিতর-দিয়ে
জনন-তাৎপর্য্যে
জাতির প্রতিটি বৈশিষ্ট্য-অনুক্রমণায়
তেমনতর রূপেই
রূপায়িত হ'য়ে উঠতে থাকবে ;
জাতিগঠনের মূল মন্ত্রই হ'চ্ছে ঐ,
একে অবজ্ঞা ক'রে,
ঐ অন্তর্নিহিত আবেগকে উপেক্ষা ক'রে—
সেগুলিকে সার্থক অন্বিত সঙ্গতিতে
বিনায়িত না ক'রে—
যদি জাতি-গঠন ক'রতে চাও,—
ব্যর্থ হবে কিন্তু,
সমাধানহারা ব্যতিক্রমবিদ্ধ ছন্নতায়
জাতি ও দেশের আবহাওয়া

বাত্যাকম্পিত ঘূর্ণি-বেঘোরে
আত্মবিলয় ক'রতে বাধ্য হবে
আদর্শ-অনুবেদনী শ্রেয়কেন্দ্রিক
তৎপরতা হ'তে
নিজেকে বঞ্চিত ক'রে। ৩৬।

ঈশ্বর-অনুধ্যায়িতার সহিত
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ যিনি,
গণ-যন্তা যিনি,
তাঁতে সর্ব্বতোভাবে অনুরাগ-উদ্দীপ্ত নিষ্ঠায় সুনিবদ্ধ থাক,
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী কৃষ্টিকে
সর্ব্বতোমুখীন উদ্গাতিশীল ক'রে
তা'র অনুশীলনে যোগ্যতাকে
সর্ব্বতোভাবে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল,
আত্মকৃষ্টির আপোষণী যা'-কিছুকে গ্রহণ ক'রে
নিজের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা ও পুষ্ট ক'রে চল,
পারস্পরিক সক্রিয় সহযোগ-সম্বদ্ধ হ'য়ে
সমবেত জীবন-চলনাকে
সলীল ও উচ্ছল ক'রে তোল,
সংহতিকে অটুট ক'রে তোল,
অসৎ-নিরোধী সংস্থা অর্থাৎ চমূ-ব্যূহকে
সর্ব্বদা সর্ব্বতোমুখীন প্রস্তুতিতে
সুব্যবস্থ ক'রে তোল ;
এগুলির মধ্যে যা' যত পার, ক'রে চল—
ক্রম-পদবিক্ষেপে
যোগ্যতার অভিযানে,
কিন্তু ঐ আপূরয়মাণ আদর্শে
অনুরাগ-উদ্দীপ্ত সক্রিয় নিষ্ঠা হ'তে
কখনও বিচ্যুত হ'য়ো না,

তাহ'লে সবই ক্রমবর্দ্ধনায়
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠতে থাকবে
তোমাদের জীবনে, চরিত্রে,
সমবেত-সম্বর্দ্ধনার বিবর্ত্তনী অভিযানে,
এই-ই হ'চ্ছে মোক্তা নিয়ন্ত্রণী তুক। ৩৭।

কোন বিশেষ শক্তিকেন্দ্র থেকে
সুদূরপ্রসারী শক্তি-সরবরাহ—
যেমন বৈদ্যুতিক শক্তি
বা তজ্জাতীয় শক্তির সরবরাহ
আপাত-সুবিধাজনক হ'লেও
এমন সময় আসতে পারে,
যখন সংঘাতের উদ্ধত আঘাত
তা'কে ভেঙ্গেচুরে ছারখার ক'রে
লহমায় সেই সুবিধার
একদম খতম ক'রে দিতে পারে,
এমন-কি, চক্রবৃদ্ধিহারে
দুর্দ্দশার উল্লম্ফী অভিযান সৃষ্টি ক'রে
তা' চরম দশায় পর্য্যবসান লাভ ক'রতে পারে ;
তা'র চাইতে তোমাদের গবেষণা
এমনতর ইন্ধন সৃষ্টি করুক—
যে-ইন্ধন প্রতিটি গ্রামে
এমন-কি, প্রতিটি পরিবারে
সহস্র শক্তি উৎপাদন ক'রে
ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্যান্য যা'-কিছুর
সৎ-বিনায়নে উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
স্বতঃ-দায়িত্বশীল ক'রে
প্রতিটি কেন্দ্রকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে
চলন্ত রাখতে পারে ;

এমন-কি, আপদে অমনতর গোটাকতক যদি
ধ্বংসও হয়,
তাহ'লে এমনতর ব্যবস্থা রাখা ভাল—
যা'তে সেই ধ্বংসকেও
তা'র পারিবেশিক শক্তি-সরবরাহ হ'তে
অতি সত্বর আপূরিত করা যেতে পারে ;
এগুলি হবে গণ-পরিবার, গ্রাম
বা সমবেত গ্রাম্য-সংস্থার
একটা নিজস্ব সম্পদ্,
আর, যান-বাহন, চলাচল ইত্যাদির
সুগম-সংযোগও
অমনতর যতই ক'রে তুলতে পার—ততই ভাল ;
মোটকথা, আদর্শ, সংহতি
ও ধর্ম্মানুচর্য্যী কৃষ্টির সঙ্গে চাই
যোগ্যতার সম্বর্দ্ধনী অভিযান—
প্রতিটি ব্যষ্টিতে
প্রতিটি পরিবারে
প্রতিটি গ্রামে
প্রতিটি গ্রাম্য সমবেত সংস্থায়—
অবিচ্ছিন্ন অনুকম্পী অনুবেদনশীল
পারস্পরিক পরিচর্য্যা নিয়ে,
স্বতঃ-সন্ধিৎসায়
স্বতঃ-দায়িত্বে স্বতঃ-অনুচর্য্যায় ;
ঈশ্বরই আদর্শ,—প্রেরিত পুরুষ,—গুরুপুরুষোত্তম,
আর, সংহতিই হ'চ্ছে ঈশ্বরীয়—
স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যানুধায়ী
পারস্পরিক অনুকম্পী সমাবেশ। ৩৮।

জীবনের সংহতি-উপাদান যা',
যা' মানুষকে পোষণপ্রবৃদ্ধ ক'রে তোলে,
তা'কে যত সহজ বিকিরণে
প্রাঞ্জল ক'রে ধ'রতে পারবে,
মানুষ অন্তরাসীও হ'য়ে উঠবে তা'তে
তত সহজেই—
তা'র সত্তাপোষণী আকৃতি নিয়ে
সম্বেগ-অভিদীপ্ত চলনে ;
তা'কে নিভিয়ে দিয়ে বা আবৃত ক'রে
যদি সংহতির আহ্বানে মানুষকে আমন্ত্রিত কর,—
সে-সংহতি এককেন্দ্রিক সার্থকতায়
কখনই সংহত হ'য়ে উঠবে না,
ভেজাল রকমারি নিয়ে
নানা রকমারি অভিব্যক্তিতে
বিচ্ছিন্ন গুচ্ছ সৃষ্টি ক'রতে-ক'রতেই চ'লবে ;
তাই, বৈশিষ্ট্যপালী, পূরণপোষণী আদর্শে
অনুবদ্ধ হ'য়ে
তাঁ'কেই প্রদীপ্ত ক'রে ধর,
যা'তে মানুষের বোধপ্রণালীগুলি
সুসঙ্গত তাৎপর্য্য নিয়ে
তাঁ'তেই নিবদ্ধ হ'য়ে ওঠে,—
সংহতি স্ফুটনসম্বেগে জমাট বেঁধে উঠবে—
অন্তর্নিহিত গুণ ও কর্ম্মের প্রদীপ্ত বিকিরণ নিয়ে ;
ঐ একানুধ্যায়ী সত্তাধারণী পোষণপ্রবৃদ্ধির
আপূরণী যা', তা'ই-ই ধর্ম্ম,
আর, ধর্ম্মের কেন্দ্রই হ'চ্ছে—
সেই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ যিনি। ৩৯।

জনগণ যেখানে একাদর্শমুখী নয়—
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিতে সশ্রদ্ধ-আনতিবিহীন,
অথচ নানা গুচ্ছ, দল ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত,
পরস্পরের প্রতি পরস্পর
সহযোগ ও সহানুভূতিপ্রবণ তো নয়ই—
বরং স্বার্থসন্ধিক্ষু বিরুদ্ধাচরণপ্রবণ,
কর্ম্মে কৃতী হওয়ার চাইতে
প্রাপ্তি, নামযশের প্রলোভনই যা'দের অধিক,
নিষ্ঠা ও চরিত্রে নিজেদের অশ্রদ্ধ
ও অসংযত চলন সত্ত্বেও
অন্যের কুৎসিত সমালোচনায় সুপটু যা'রা,
যত্ন, শ্রম, যোগ্যতার সৌকর্য্য
অবহেলাদলিত হ'য়েও
প্রতিষ্ঠার ধান্ধা প্রভূত যেখানে,
আদর্শ বা কৃষ্টিকে পরিবেষণ
বা প্রতিষ্ঠা করার চাইতে ঔদ্ধত্যপূর্ণ দাম্ভিকতা
বা দৈন্যগ্রস্ত হাতকচলানির প্রয়াসপ্রবণ যা'রা—
অথচ সংহতি-ভাঙ্গা কুৎসিত কদাচার-পরায়ণতায় সুদক্ষ,
প্রবৃত্তির ব্যভিচারী উল্লম্ফন যেখানে আকৃতিপূর্ণ,—
তা'রা বিচ্ছিন্ন, ব্যভিচারী, কদাচারপূর্ণ,
সংহতিহারা, প্রবৃত্তিপরতন্ত্রী, আত্মঘাতী
—এটা অতিনিশ্চিত ;

যা'দের আদর্শ নাই—
তা'দের একমত হওয়ার প্রবৃত্তি
ক্রূর ও অসংযত,
যা'ই করুক না তা'রা—
কৃতার্থী কৃতকার্য্যতা তা'দের অনেক দূরেই,
আত্মঘাতী মরণমন্ত্রে দীক্ষিত জনগণ
সর্ব্বনাশের সুপরিবেষণী পদক্ষেপে

ক্রমশঃই যে এগিয়ে চ'লেছে
তা' কিন্তু অতিনিশ্চিত ;
প্রজ্ঞাবান উদ্গাতা যদি কেউ থাক—
এমনতর দেখলেই সজাগ হ'য়ে ওঠ,
আদর্শানুপ্রাণিত সংহতিতে
সম্বদ্ধ ক'রে তোল সবাইকে,
জীবনমন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে তোল,
সহযোগী সহানুভূতিতে
প্রাণবান হ'য়ে উঠুক সকলে,
সার্থক সমাবেশে
সমন্বয়ে সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক ব্যষ্টি ও সমষ্টি,
চরিত্রের চৌম্বক আকর্ষণে
সংহত ক'রে তোল সবাইকে,
'সংগচ্ছধ্বং, সংবদধ্বং,
সংবো মনাংসি জানতাম্'—মন্ত্রে
—পুরুষোত্তমে সুনিষ্ঠ সম্বেদনাদীপ্ত
তোমারই জীবনবেদীতে সমবেত হ'য়ে
সবাই পাঞ্চজন্যে তাঁরই জয়গান করুক। ৪০।

পূরয়মাণ গুরুপুরুষোত্তমের
জীবন ও বাণীর ভিতর-দিয়ে
সত্তাপোষণী কৃষ্টি বা শিক্ষার
প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়,
আর, সেই প্রাণকেই
প্রবুদ্ধ ও ক্রিয়াবন্ত ক'রে রাখেন
সেই ইষ্টার্থপরায়ণ সংহত চরিত্র
প্রোজ্জ্বলা বোধিসম্বুদ্ধ তাঁ'রই অনুবর্ত্তী যাঁ'রা—
সার্থক ক'রে তাঁদের জীবন সব দিক-দিয়ে,

সম্বুদ্ধ, সংহত প্রবৃত্তির
অনুচর্য্যা-প্রোজ্জ্বল পরিক্রমার ভিতর-দিয়ে,
যা'র ফলে, গণমণ্ডল
সেই এক অদ্বিতীয়তে
লক্ষ্য-নিবদ্ধ ক'রে এগুতে থাকে সক্রিয়ভাবে
পূরয়মাণ গুরুপুরুষোত্তমের অনুচর্য্যায়—
যা'র যা' সম্বল
ও বৈশিষ্ট্যানুগ উৎক্রমণী জীবনপূর্ত্তি নিয়ে,
তাঁ'তেই সার্থক হবার আগ্রহ-আকূতিতে,
তাঁ'কে উপচয়ী ক'রবার ঈপ্সায়
যোগ্যতাকে প্রবর্দ্ধিত ক'রে
আত্মপোষণাকে উপচিয়ে
ঐ তাঁ'তেই প্রতুল হ'য়ে উঠতে ;
আর, এর ভিতর-দিয়েই আসে সুকেন্দ্রিকতা,
পারস্পরিক সাহচর্য্য,
সংহতি,
পরার্থপরতার ভিতর-দিয়ে
আত্মস্বার্থকে সলীল ক'রে তোলবার
অধিগমনী আগ্রহ ;
উৎক্রমণী শান্তি
উৎকর্ষী বংশী-নিনাদে
সবারই অন্তঃকরণের ভিতর
সুর-তরঙ্গে
ছন্দায়িত সাগ্নিক সঙ্গীতে
গেয়ে ওঠে—
"স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি"! ৪১।

ইষ্ট পুরুষোত্তম-অনুধ্যায়ী সুসঙ্গত বোধি-তৎপর
আপূরয়মাণ মহান বা মহৎ যাঁ'রা,

তাঁ'দের প্রতি অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা
পরিবেষণ ক'রতে যেও না,
গণ-সংহতি ক্ষুণ্ণ হ'য়ে ওঠে তা'তে ;
তুমি যদি লোকহিতী হও—
একনিষ্ঠ আপূরয়মাণ মহাত্মা যাঁ'রা
তাঁ'রা তোমার গণহিতী বার্ত্তা ও কর্ম্মকে
সমর্থন ক'রবেনই নিশ্চয়,—
যদি তা' বৈশিষ্ট্যপালী বিবর্ত্তন-সম্বুদ্ধ হ'য়ে থাকে,
আর, তাঁ'দের ঐ সমর্থনের ফলে
তাঁ'দিগেতে শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে
সংহতি লাভ ক'রেছে যা'রা
তারা তাঁ'রই সমর্থনকে শক্তিশালী ক'রে
তোমার বিবর্ত্তন-সম্বুদ্ধ গণহিতী উদ্দেশ্যকে
মূর্ত্ত ক'রে তুলতে
প্রবল প্রচেষ্টাপরায়ণ হবেই কি হবে ;
আর, ঐ অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা পরিবেষণ ক'রে
মানুষকে যদি বিচ্ছিন্ন ক'রে তোল,
তুমি চোখ রাঙ্গিয়ে
হয়তো এখন তা'দের দমন রাখতে পারবে,
কিন্তু একটা অসৎ-সংহতি দানা বেঁধে
একদিন এমনই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ক'রবে,
যে, সম্প্রদায়, সমাজ, রাষ্ট্র পর্য্যন্ত
বিপর্য্যস্ত হ'য়ে উঠবে,
প্রবৃত্তির গর্ব্বেপ্সাপূর্ণ পরিচলন
ব্যতিক্রম-বিধ্বস্ত হ'য়ে
সর্ব্বনাশকেই আমন্ত্রণ ক'রবে,
তুমি হারাবে সব ;
প্রবৃত্তি-প্ররোচিত, আত্মঘাতী, অবিবেকী যা'রা
তা'রাই মহতের বিরুদ্ধে

অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার ধুয়ো তুলে
মানুষকে সংহত ক'রতে চায়,
যা'রা মহৎ-সংহতির বিরোধী—
তা'দের পক্ষে ওগুলি খুব মুখরোচক
ও দীপন তাৎপর্য্যবাহী ;
তাই, গণকে যদি ভাল্ ক'রতে চাও,
সমাজকে যদি ভাল ক'রতে চাও,—
মহৎ ও মহানে শ্রদ্ধাপরায়ণ হও,
তাঁ'দের পরিবেষণ ও পরিচর্য্যা কর—
বৈশিষ্ট্যপালী বিবর্ত্তন-ব্যত্যয়ী যা'রা
তা'দিগকে নিরোধ ক'রে,—
যা'র ফলে, মানুষ
অসৎকে অতিক্রম ক'রতে পারে। ৪২।

জাতীয় সংগঠনের মূল কেন্দ্রই হ'চ্ছেন—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ দ্রষ্টাপুরুষ,
তিনি
প্রেরিত-প্রেরণাপ্রবুদ্ধ পুরুষোত্তম,
সত্য ও সমাধানের মূর্ত্ত প্রেরণা ;
সব্যষ্টি গণজীবন যত তৎপরতা নিয়ে
তড়িৎ উদ্যমে
তাঁ'তে সম্বদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারবে,—
গণজীবন পারস্পরিক অনুবন্ধনায় সর্ব্ব সুসঙ্গতিতে
উদ্গমন-তৎপর হ'য়ে উঠবে ততই,
আর, তাঁ'রই অনুপ্রেরক যাঁ'রা,
যাঁ'রা নিজের জীবনকে তৎস্বার্থান্বিত ক'রে
স্বভাবকে তদনুগ উচ্ছল দীপনায়
বিনায়িত ক'রে চলেছেন—উদ্যমী তাৎপর্য্যে,—
তাঁ'রাই স্বভাব-ঋত্বিক্,
সব্যষ্টি গণজীবনের উন্নতির অগ্রদূত,

তাঁ'দের মধ্যে আবার
বৈশিষ্ট্যানুক্রমে কেউ গণ-উদ্বেলক,
অর্থাৎ, তাঁ'রা
লোককল্যাণের পরিপন্থী বিশেষ-বিশেষ ব্যতিক্রমে
নিরাময়ী সৌকর্য্যে
গণদৃষ্টিকে আকর্ষণ ক'রে
সক্রিয় বিনায়নী ব্যবস্থায়
তা'দিগকে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলে থাকেন—
অসৎ-নিরোধী উদ্দাম উদ্দীপনায় ;
আবার, ঐ বৈশিষ্ট্যানুক্রমে
কেউ-কেউ উদ্বোধক,—
যাঁ'রা তাঁ'র মতবাদের স্বাভাবিক সুব্যাখ্যায়
বোধন-সৌকর্য্যে
মানুষকে তদর্থপরায়ণ ক'রে
তৎকর্ম্মনিরত ক'রে তুলে থাকেন ;
তাই, এই উদ্বেলক ও উদ্বোধক দুই-ই
গণ-উৎক্রমণী অভিযানে অপরিহার্য্য,
আর, এরা পরস্পর পরস্পরেরেই অনুপূরক,
আবার, বিশেষ-বিশেষ ব্যষ্টিতে এই দুই-ই
সমন্বয়ী তালে চলৎশীল,
আর, বস্তুত তাঁ'রাই
গণ-নেতৃত্বে গণ্য হ'য়ে থাকেন,
তাঁ'দের বাক্য, আচার, ব্যবহার,
সুকেন্দ্রিক সন্দীপনাময় কর্ম্ম
মানুষকে উদাত্ত অনুবেদনায় উদ্দীপ্ত ক'রে
সক্রিয় সন্দীপনায়
যোগ্যতায় জীবন্ত ক'রে তুলে থাকে,
গণজীবনে ধর্ম্মদাতা তাঁ'রাই,—
যা'র ফলে, দেশে থাকে না দুঃখ,
থাকে না দৈন্য, থাকে না আক্রোশ,
থাকে না ব্যভিচার,

থাকে না দুরদৃষ্টের দুরতিক্রম্য পরিহাস,
ক্রমদীপনায় এগুলি তিরোহিত হ'য়ে
আসে শান্তি, আসে স্বস্তি,
আসে অসৎ-নিরোধী পরাক্রমী স্বধা,
অর্থাৎ আত্মধৃতি। ৪৩।

উৎকর্ষী জন্মনিয়ন্ত্রণ হ'চ্ছে—
জাতিগঠনের মুখ্য ভিত্তি,
যা'তে উৎকর্ষী জন্মনিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
পারিবারিক সুশৃঙ্খল, সার্থক সহযোগিতায়
উৎকর্ষী চলনে, সম্বর্দ্ধনী জন্মে
উৎকর্ষী প্রজ্ঞার আবির্ভাব হয়,—
বিবাহবিধির তেমনতর সংস্কারই হ'চ্ছে—
জাতিগঠনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান। ৪৪।

যে-কোন মানুষ
যেমনতর পরিবার-পরিজনের ভিতর
নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিপালিত হয়—
সেই পরিবার-পরিজনের কৌলিক ধরণে
তা'র অন্তঃকরণ অনেকখানি বিম্বিত হ'য়ে ওঠে,
ফলে, প্রকৃতিও ঐ ধরণেই
ধারণা লাভ করে
বা ভাবিত হ'য়ে ওঠে,
তাই, সন্তানসন্ততি-সহ নিজেকে,
নিজ পরিবারকে বা কাউকে
যদি উন্নতই ক'রতে চাও—
প্রকৃতি-পরিপোষণী উন্নত পরিবার
ও পরিবেশ-সাহচর্য্যে
মানুষ হ'তে বা ক'রতে চেষ্টা ক'রো—
শ্রদ্ধান্বিত চলন নিয়ে। ৪৫।

পুরপরিকল্পনার কয়টি প্রতি-পূরক

শহর, নগর বা পুর-পরিকল্পনা
যা'ই কর
বিশেষভাবে নজর রেখো—
পরিস্রুত জল-বায়ু-আলোর
সমঞ্জসা সংস্থিতির সহিত
স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, যোগাযোগ-ব্যবস্থাকে
সুচারু রেখে
জলনিকাশ, পয়ঃপ্রণালী,
আর, বসতিস্থাপনে সুষ্ঠু দূরত্ব,
দুশমন-নিরোধী ব্যবস্থিতি,
শিক্ষা, বাণিজ্য, খাদ্য, কৃষি,
শ্রম ও গোচারণের উপযুক্ত ব্যবস্থাতে,
তা'র সাথে আরো নজর রেখো—
নির্ম্মাণগুলি যেন একঘেয়ে না হয়,
একঘেয়ে নির্ম্মাণ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে
অনেকটা একঘেয়ে ক'রে তোলে,
আর, তা'তে মানুষ কুশল বিচিত্রতায়
দক্ষ হ'য়ে উঠবার
খোরাক পায় কম। ৪৬।

নগর, গ্রাম বা পল্লী-সংস্থাপনে
পটী-তাৎপর্য্য-সহ চতুর্ব্বর্ণের
এমনতর সমাবেশী ব্যবস্থিতিতে
বসতি নির্ণয় ক'রো
শ্রদ্ধাব্যঞ্জক দূরত্ব বজায় রেখে—

যা'তে পরস্পর পরস্পরের
সহযোগী সৌকর্য্যে
সমুন্নত হ'য়ে উঠতে পারে,
পরিবেশের প্রতিটি প্রতিক্রিয়া
অন্বিত ক'রে
উদ্বোধন-প্রবুদ্ধিতে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে প্রত্যেককেই,
দিশেহারা আত্মকেন্দ্রিকতায় নিমজ্জিত হ'য়ে
কর্ম্ম ও বোধি-প্রাখর্য্য
স্থবির হ'য়ে না ওঠে তা'দের,
আদানে-প্রদানে ভাব-বিনিময়ে
উদ্বোধনায়
কর্ম্মকুশল ব্যবহার ও চারিত্রিক সমাবেশে
স্বভাবতঃই শিক্ষিত হ'য়ে ওঠে প্রত্যেকে,
প্রত্যেকেরই সম্পদ্ ও স্বার্থ হ'য়ে ওঠে
প্রত্যেকে—
নিজেদের বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রেখে
অন্যের বৈশিষ্ট্য-সংরক্ষী হ'য়ে,
তা' যদি না কর,—
জাতি নিঝুম হ'য়ে প'ড়বে
সম্বর্দ্ধনার ক্রম-বিদায় অভিনন্দনে। ৪৭।

জাতির ঐতিহ্য, প্রথা ও সংস্কারগুলি
কৃষ্টির অনুচর্য্যায়
সংস্কৃতি লাভ ক'রে
অন্বিত সঙ্গতিতে
আদর্শে যত সুসঙ্গত হ'য়ে ওঠে—
সার্থক বিন্যাসে,

শ্রদ্ধাবিধৌত পবিত্রতার
পূত তর্পণায়,
ধর্ম্ম ও কৃষ্টিতে বিনায়িত হ'য়ে,—
জাতীয় জীবন ততই সংহতি লাভ ক'রে
পরাক্রম-প্রদীপ্ত সমবেত সদনুভাবিতায়
ব্যষ্টি-সহ সমষ্টিকে
বিবর্ত্তন-বিভূতির আত্মপ্রসাদে
উদ্ভাসিত ক'রে তোলে—
বৈশিষ্ট্যের শিষ্ট-সম্বর্দ্ধনায়
স্বতঃশাসিত হ'য়ে। ৪৮।

যা' দিয়ে সব যা'-কিছুকে ভেঙ্গেচুরে
ক্রমান্বয়ে সার্থক সঙ্গতিশীল ক'রে তুলবে—
বাস্তবে, বোধে, কর্ম্মে,—
তা'কে ভাঙ্গতে যেও না,
ক্রম-অনুপাতিক তা'কে বিন্যাস কর,
সঙ্গতিশীল অর্থনায় বুঝে নাও—
কোনপ্রকার বিকৃতি না ঘটিয়ে,—
তবে তো বুঝবে, জানবে!
আর, সেই বুঝ ও জানা দিয়ে
যা'-কিছুকে
সার্থক সঙ্গতিশীল বিন্যাসে
বোধ ক'রবে, জানবে ;
তা'র প্রয়োজনীয়তা
সপরিবেশ তোমার জীবনে
পরিস্থিতি হ'তে পরিস্থিতির জীবনে
প্রতিপ্রত্যেককে নিয়ে
সুবিন্যাস-তাৎপর্য্যে
কী, কেমনতর—

তা' অনুধাবন ক'রে বের ক'রতে পারবে ;
আর, এই চলনে
প্রাজ্ঞপুরুষ হ'য়ে উঠবে তুমি,
নয়তো, ছন্নবিদ্যায় বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠা ছাড়া
উপায়ই থাকবে না। ৪৯।

পার তো—
অস্তিত্বের দাবীতে দাঁড়াও—
স্বীয় ঐতিহ্যের স্থণ্ডিলে
নিজেকে প্রসারণশীল ক'রে—
আত্মিক সন্দীপনাকে
হোমাগ্নির বিপুল উচ্ছলায়
উদ্ভাসিত ক'রে তুলে—
নিজের ঐতিহ্য, প্রথা,
কুলাচার ও ধর্ম্মাচরণকে
নিজের সত্তার শুভসঙ্গতিতে
সুদৃঢ়ভাবে বেঁধে নিয়ে ;
একটুও স্খলিত হ'য়ো না তা' হ'তে—
ব্যক্তিত্বের বিভোল উচ্ছলায়
বিভৃত হ'য়ে—
প্রতিপ্রত্যেকে,—
উদ্দীপ্ত মার্ত্তণ্ডের মত সব যা'-কিছুকে
কিরণফলকে সুদীপ্ত ক'রে—
ব্যক্তিত্বের রশ্মি-বিচ্ছুরণায় ;
বীর্য্যশালী হও, পরাক্রমী হও—
ঊর্জ্জী উন্মাদনায়
নিজের অস্তি ও স্বস্তির সম্বর্দ্ধনার
হোমদীপনী তাৎপর্য্যে ;

ওঠ,
দাঁড়াও,
একটুও দেরী ক'রো না,
স্মরণ কর—
তোমার পিতৃকুল,
স্মরণ কর—তোমার মাতৃকুল,
স্মরণ কর—
তোমার অসৎ-নিরোধী তৎপরতা,—
যে পরাক্রম-অনুরঞ্জনা
একদিন
সমস্ত পৃথিবীকে
অনুরঞ্জিত ক'রে তুলেছিল ;
নিজেদের ওজোদীপ্তিকে—
নিজেদের বৈধী-বিনায়নাকে—
নিজেদের সাত্বত তপকে
উদ্দীপ্ত
উচ্ছল ক'রে নিয়ে
প্রকৃতির বাস্তব কৃতিতে
নিজেরা উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠ ;
প্রত্যেকে বোধ করুক—
তোমার তুমিকে,
তোমাদের তুমিকে,
তোমাদের আমিকে ;
গর্জ্জমান উল্লোল তর্জ্জনায়
জেগে ওঠ—
প্রতিটি চিন্তায়,
প্রতিটি কর্ম্মে,
প্রতিটি পারদর্শিতার ভিতর-দিয়ে,—

তোমার নিজের
তোমার জাতির
ও পরিবেশের যা'-কিছুকে
ঐ বীর্য্যে
উৎসবান্বিত ক'রে ;
কেন?
পারবে না?
তুমি যে-তিমিরে আছ—
সে-তিমির তোমার পক্ষে কি
নিগূঢ় অন্ধকার নয়কো?
নরক নয়কো?
বর্দ্ধনার কুঠার-সংঘাত নয়কো?
তাই বলি,—
এখনও জাগ, সংহত হও,
সুসন্দীপ্ত হও,
তোমাদের প্রসাদ হ'তে
কেউ না বঞ্চিত হয়,
প্রাণন-রঞ্জনায় প্রত্যেককে
এমনতরভাবেই উদ্দীপ্ত ক'রে তোল,
আর, অন্তর-চক্ষুতে তাকিয়ে দেখ—
শুভসন্দীপনা
স্বস্তি নিয়ে ঐ অদূরেই
তোমাদের জন্য অপেক্ষা ক'রছে ;
জেগে ওঠ, ক'রে চল—
কৃতি-উৎসারিত নন্দনা নিয়ে,
করাই পাওয়ার জননী,
প্রকৃতভাবে হওয়াই হ'চ্ছে—
বিভব-বিভূতি,
আর, ঈশ্বর-ঐশ্বর্য্যই ঐ
ধারণপালনী সম্বেগ-সন্দীপ্ত
অনুবেদনী অনুচর্য্যা। ৫০।

তোমরা যদি ইষ্টার্থপরায়ণ না হও,
জীবনকে ইষ্টীতপা ক'রে নিয়ন্ত্রিত না কর,
তোমাদের ঐ ইষ্টীতপা অনুবেদনা
প্রীতি-বিভায় উৎসারিত হ'য়ে
জীবনবর্দ্ধনী অনুশ্রয়ী সম্বেগ নিয়ে না চলে,—
তাহ'লে তোমাদের সংহতি
একটা আত্মস্বার্থ-প্রলুব্ধ যান্ত্রিক সংগঠন ছাড়া
আর কিছুই হ'য়ে উঠবে না,
প্রত্যেককেই ঐ আত্মস্বার্থ-সংক্ষুধ
শোষক ক'রে তুলবে,
এই সক্রিয় শোষণ-প্রবণতা
পরস্পরের ভিতর চারিয়ে গিয়ে
প্রত্যেককেই অমনতর ক'রে তুলবে,
প্রত্যেকেই বাঁচতে চাইবে
প্রত্যেককেই শোষিত ক'রে,
ফলে, তা'দের প্রত্যেকে হ'য়ে উঠবে
প্রত্যেকের পক্ষে সজীব কর্কটকের মতন,
হত হবে সেও,
হত ক'রবে অন্যকেও ;
কিন্তু ঐ ইষ্টীতপা অনুবেদনায়
নিরাশী, নির্ম্মম, উপচয়ী
তদর্থী ক্লেশসুখপ্রিয় উদ্যমী অনুবেদনা নিয়ে
যদি কোন সংগঠন সৃষ্টি হয়,
তা' হবে জৈবী-সংগঠনের মতন,—
তোমার শারীরিক বিধানে যেমন
উপাদান-অন্বিত প্রতিটি কোষ
আলাহিদা হ'য়েও
যোগনিবদ্ধ হ'য়ে
নিজের বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে

পরস্পর পরস্পরের অনুবেদনায়
বিহিত ক্রিয়ার ভিতর-দিয়ে
একটা বিধানের সৃষ্টি ক'রে ফেলেছে,—
যে-বিধানে উৎকীর্ণ হ'য়ে উঠেছে—
জীবনসম্বেগ,
প্রাণন-আকৃতি,
আত্মবিন্যাসী অনুবেদনী সুসঙ্গত সমঞ্জসা
অন্বয়ী অনুকম্পা,
সুবিন্যস্ত কোষরাশি—
পরস্পর পরস্পরকে
বাঁচিয়ে রাখার আকৃতি নিয়ে,
একটা আকণ্ঠ আগ্রহের ভিতর-দিয়ে
সক্রিয় হ'য়ে ;
আর, ঐ যোগাবেগ প্রেমঘন হ'য়ে
কোষ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাত্ত্বিক নিবদ্ধতায়
সুকর্ম্মা ক'রে তুলেছে যেমন প্রত্যেককে,—
ঐ সংগঠনেও তেমনি হ'য়ে উঠবে ;
এতে পরস্পর পরস্পরের শোষক হ'য়ে উঠবে না,
পরস্পর পরস্পরের জীয়ন্ত কর্কটকের মত
হ'য়ে উঠবে না,
হবে
পরস্পর পরস্পরের পরিপালক, পরিপোষক,
পরিপূরক,—
যা'র ফলে, ঐ সংহত বিধান
স্বতঃ-সুবিধায়নায় সন্দীপ্ত হ'য়ে
বর্দ্ধনার সলীল লাস্যে
হাসি ফুটিয়ে তুলবে প্রত্যেকেরই অন্তরে—
নন্দনার আলাপ-স্পন্দনায়,
কর্ম্মের কুশল-তাৎপর্য্যে,

বোধির দক্ষকুশল চাতুর্য্য-নৈপুণ্যে,
আর, এমনতর যে সঙ্ঘ বা সংহতিতে
ঐ ইষ্টার্থদীপনা
যত প্রবল হ'য়ে উঠে চলে
তা'র আয়ুষ্কালও তেমনি নিরূপিত হ'য়ে চলে
বলিষ্ঠ গঠনের ভিতর-দিয়ে ;
নয়তো, জাহান্নমের আকণ্ঠ আকর্ষণে
ঐ যান্ত্রিক সংগঠনের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য
তা'রই দন্তুর ব্যাদানে
আত্মবিলয় ক'রে থাকে,
দুঃখ-ক্লেশ, দারিদ্র্য, অকালমৃত্যু
লোলজিহ্বায় ঘুরে বেড়ায়
শৃগাল, শকুনী, গৃধিনীর মত ;
ভেবে দেখ,
বোঝ,
যা' ভাল বিবেচনা কর—তা'ই কর ;
ঈশ্বর বিধিস্বরূপ,
বিধান-বিনায়নায় তিনি বিধাতা,
তিনি ধাতা,
তিনিই ধৃতি,
তিনিই বল,
তিনিই বীর্য্য,
সুসঙ্গত সমাহারী সম্বেদনার ভিতর-দিয়ে
তিনিই শক্তি,
তিনিই পরাক্রম। ৫১।

হিন্দুই হো'ক, মুসলমানই হো'ক,
খ্রীষ্টানই হো'ক—
বিশেষতঃ এই ভারতের হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান,
আর, যে-ই হো'ক না কেন,—

প্রত্যেকেরই রক্ত সেই একই ভাণ্ডারেরই
বিভিন্ন গোত্রেরই অবতারণা ;
ধর্ম্ম মানুষকে উৎসারণায় উদ্বুদ্ধ করে,
মানুষকে একতানে আবদ্ধ করে,
ধ'রে রাখে তা'র সত্তা
কৃষ্টির পথে, সত্ত্ব-সম্বর্দ্ধনায়, ধৃতি-বিনায়নায়,
—ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যেতে থাকে
একটা সার্থক-সমন্বয়ী সম্বর্দ্ধনী উৎসারণায় ;
ধর্ম্ম রক্তকে কলঙ্কিত করে না,
সংহতিকে ভেঙ্গে ফেলে না,—
বরং সে পরম একত্বে উন্নীত ক'রে রাখে
সবাইকে—
প্রত্যেকটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বজায় রেখে
বৈশিষ্ট্যপালী উৎসারণী অভিনন্দনে,—
পরম সত্তানুপূরক সহযোগিতায়
পারস্পরিক আত্মনিয়ন্ত্রণে
শ্রমে—প্রস্তুতিতে—
উপচয়ী পরিপোষণী পরিপূরণে,
এই রক্ত-সংহতিতে যা'রা সংঘাত আনে—
সম্বর্দ্ধনাকে যা'রা প্রবঞ্চিত করে—
সর্ব্বনাশা আত্মস্বার্থী, আত্মম্ভরি অভিযান নিয়ে
মিথ্যার মুখে একটা সত্যের মুখোস-পরা
বিচ্ছেদী, বিকল্পনী বিদ্রোহ ও বিপ্লবের
উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করে,—
ভুলে যায় তা'রা
বা ইচ্ছা ক'রেই সে-চক্ষু আবৃত করে
যে
প্রেরিতপুরুষ প্রত্যেকেই প্রত্যেকের
আধ্যাত্মিক রূপান্তরীণ পরিক্রমা,—

সেই পরমপুরুষেরই
একই বাণীবাহী যন্ত্রস্বরূপ,
কোন একেরই নিন্দা মানে—
প্রত্যেকেরই অবদলন ;
যা'রা এই বিচ্ছেদের বাণীবাহী
তা'রা কি ধ্বংসের দূত নয়?—
শয়তানের পূজারী নয়?—
রক্তের গ্লানি নয়?
সৎ-ত্ব বা সতীত্বের ধর্ষী নয়?—
যদি মানুষ হও,
সত্তাকে যদি ভালই বাস,
ঈশ্বরের জীবন্ত বেদীর সম্মুখে
সম্বর্দ্ধনার পূজারী হওয়াটাকেই যদি
শ্রেয় মনে কর,
সার্থকই যদি হ'তে চাও ঈশ্বরে,
তুমি হিন্দুই হও—
মুসলমানই হও—
খ্রীষ্টানই হও—
আর, যে-ই হও না কেন—
কিছুতেই এ ব্যভিচারকে
বরদাস্ত ক'রবে না,
প্রাণের আকণ্ঠ ক্ষমতা দিয়ে নিরোধ ক'রবে
তা'র প্রতিটি পদক্ষেপকে,
যে রক্তকে অবজ্ঞা করে
সে ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করে,
যে ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করে
সে ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে,
সর্ব্বান্তঃকরণে এই রক্তদ্রোহী,
ধর্ম্মদ্রোহী, ঈশ্বরদ্রোহী অভিযানকে
অবদলিত ক'রে তোল ;

হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান,
শিখ, জৈন, আর যে-ই হো'ক, যা'ই হো'ক,
সবাইকে আমরা চাই—
যা'রা ঈশ্বরকে মানে,
পূরয়মাণ আদর্শপুরুষদিগকে মানে,
গোত্রকে অর্থাৎ পিতৃপুরুষকে মানে,
ঈশ্বরের একত্বে যা'রা বিশ্বাসী,
একায়তনী সমাবেশে যা'দের শ্রদ্ধা আছে,
সম্বর্দ্ধনী বৈশিষ্ট্যপালী আত্মনিয়ন্ত্রণে
যা'রা প্রবুদ্ধ ;
সেই একেরই ঘরে সমাবেশ হ'য়ে
পারস্পরিক সহযোগিতার সহিত
প্রত্যেককে উন্নত ক'রে
জীবনে, সম্পদে, সেবা ও সাহচর্য্যে
আমরা বাঁচতে চাই—বাড়তে চাই,
দুনিয়ায় স্বাধীনভাবে বিচরণ ক'রে
স্বস্তি-সম্বোধি নিয়ে
জীবনকে উপভোগ ক'রতে চাই,
খেয়ে-প'রে উপচয়ে
উপচয়ী সম্বর্দ্ধনায়
যোগ্যতাকে আরোতর উদ্দীপ্ত ক'রে
আমরা বাঁচতে চাই—
বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে ধৃতি-তান্ত্রিকতায়—
পালনে-পোষণে-পূরণে সম্বৃদ্ধ ক'রে ;
পরস্পর পরস্পরের সেবা-সম্বর্দ্ধনাকে
উপভোগ ক'রে
দ্যুতি-উদ্দীপ্ত হ'য়ে
আমরা বাঁচতে চাই—বাড়তে চাই,
জীবনকে উপভোগ ক'রতে চাই ;

যা'রা এ-চাওয়ায় বিপর্য্যয় আনে,
ব্যাঘাত আনে,
বিধ্বস্তি নিয়ে আসে,
বিক্ষোভ নিয়ে আসে,
ভঙ্গুর ক'রে তোলে একে—
তা'দিগকে নিরোধ ক'রতে চাই
স্তব্ধ ক'রতে চাই
নিরস্ত ক'রতে চাই—
তা'দের প্রতিটি অগ্রসরকে ব্যাহত ক'রতে
চাই আমরা ;
দূরে কেন, সে তো বেশী দিন নয়—
যে-দিন হিন্দু-মুসলমানের মিলিত চক্রান্তে
বাংলার নবাব সিরাজকে মসনদচ্যুত ক'রে
মৃত্যুমর্দ্দনে বিমর্দ্দিত ক'রে তা'কে
ইংরেজকে সাহায্য ক'রে
তা'দের হাতে দেশকে তুলে দিয়েছিলাম,
সে পুণ্যই হো'ক আর পাপই হো'ক—
তা'দের আওতার ভিতরে দাঁড়িয়েও
হিন্দু মুসলমানকে ছাড়েনি,
মুসলমানও হিন্দুকে ছাড়েনি,
সেই না-ছাড়াই কি আজকে
এমন আত্মঘাতী বিপ্লবেও
ক্রূর উদ্দীপনা সৃষ্টি ক'রেছে?—
ব্যভিচারের বীভৎস লীলার
পৈশাচিক নাচনে মত্ত ক'রে তুলছে মানুষকে?
আমাদের জানা ছিল—
মুসলমান হিন্দুকে ত্যাগ ক'রতে পারবে না,
হিন্দুও মুসলমানকে ত্যাগ ক'রতে পারবে না,

যে-মতবাদের যে-ই পূজারী হো'ক না কেন
যে-কোন আশ্রমের যে-ই হো'ক না কেন—
তা'রা পরস্পর পরস্পরের সতীর্থ,
আজকার এদিনে
সন্দেহসঙ্কুল হৃদয় যদিও—
সে-জানাটা ক্ষতবিক্ষত যদিও—
কিন্তু বুঝ এখনও উঁকি মারে,
প্রচেষ্টা এখনও এমন দিন আনতে পারে—
যা'তে আমরা সবাই সেদিনকে
'স্বাগতম্' ব'লে ডেকে অভিনন্দন জানাতে পারি। ৫২।

জীবনীয় সেবাসন্দীপনী পরিচর্য্যায়
যা'র যেমন অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠা
হোমদীপ্ত হ'য়ে আছে—
সৎসন্দীপনায় কৃতিতপা তাৎপর্য্যে,—
ভাগ্যদেবীও সেখানে স্মিতবদনা তেমনতরই ;
ভজনদীপিকা যেখানে যেমন—
ভগবানও সেখানে সেমনি স্ফূর্ত্ত। ৫৩।

যদি কেউ তা'র গুরু বা প্রিয়পরমের
ঊর্জ্জী কল্যাণপ্রসূ
ও সেবাচর্য্যায় আগ্রহ-উদ্দীপ্ত না হয়,—
সে তা'র গুরু বা প্রিয়পরমকে
কখনও ভালবাসে না,
বরং বিপরীত বিপাকবুদ্ধিসম্পন্ন,
তা'র অনুসরণ করাই
কদর্য্য শয়তানকে অনুসরণ করা। ৫৪।

প্রীতি-বিশাসিত হও—
কৃতিশীল সুবীক্ষণী তাৎপর্য্য নিয়ে

শুভ-সন্দীপনায়
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে,
সবাইকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল,
—এমনি ক'রেই
প্রাজ্ঞ ও শিষ্ট
অশেষ জীবনের
অধিকারী হও। ৫৫।

অন্যের যন্ত্রণা বা বিদ্বেষের
কারণ না হ'য়ে
যে-দায়িত্বশীল অনুবর্ত্তন,—
তা'তেই আছে বাস্তবভাবে
ছন্দানুবর্ত্তিতা
বা প্রিয়-অনুবর্ত্তিতা। ৫৬।

মেরে কিংবা কাউকে বিক্ষুব্ধ ক'রে
বড় হ'তে যেও না,
সে-বড়ত্বে আত্মপ্রসাদ থাকে না
আশীর্ব্বাদও থাকে না ;
তাই, বরং গ'ড়ে,
সংগঠিত ক'রে
সংবর্দ্ধনশিষ্ট ক'রে বড় হও—
সাবধানতার সন্ধিৎসু চক্ষু নিয়ে,
ঐ গড়ন, সংগঠন,
বর্দ্ধনার মুক বিজলী ভাষার কৃতি-বিভাসন
তোমাকে বড় ক'রে তুলবে। ৫৭।

মানুষকে সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল,
শিষ্ট ক'রে তোল—
প্রত্যেককে নিষ্ঠানন্দিত ক'রে

দ্যুতিমণ্ডিত প্রীতি-পরিচর্য্যা দিয়ে,
তোমার সম্বর্দ্ধনা নির্ভর ক'রছে কিন্তু
তোমার পরিবেশের উপর। ৫৮।

তোমার বাক্য ও ব্যবহার দ্বারা
কা'রও উদ্বেগের সৃষ্টি ক'রতে যেও না,
বা দেশ-চলতি মঙ্গলামঙ্গলের চিহ্নস্বরূপ
যেখানে যে-সংস্কার বিদ্যমান—
তা'কে অবজ্ঞা ক'রে
মানুষের মনকে বিচলিত ক'রতে যেও না,
কারণ, ঐ উদ্বেগ বা বিচলিত অবস্থাই
মানুষের সুসম্বেগকে
ব্যাহত ক'রে তুলতে পারে,
বরং উপযুক্ত ব্যাখ্যায়
সত্যকে উদ্ঘাটন ক'রে
মানুষকে প্রবুদ্ধ ক'রতে চেষ্টা কর,
যা'তে ঐ বোধ হ'তেই মানুষ
স্বতঃই নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে পারে। ৫৯।

তোমাকে
যেমনতর ক'রে যা' ব'ললে
তোমার ভাল লাগে না—
অন্যের প্রতিও
তেমনতর ক'রতে যেও না,
তা' করা মানেই হ'চ্ছে
পরস্পরের ভিতর
একটা বীতরাগ সৃষ্টি করা,—
যে-বীতরাগ থাকলে
সংহতিকে
দানা বাঁধতে দেয় না,

সুসংন্যস্ত হ'তে দেয় না,
ধৃতিকৃতিহারা হ'য়ে সবাই
অবলীলাক্রমে
অবনতির কোলে
গা ভাসিয়ে দিতে বাধ্য হয়,
তাই সাবধান! ৬০।

যে তোমাকে
যেমনতর পরিচর্য্যা ক'রে থাকে—
নিষ্ঠানিপুণ তৎপরতায়
সহজ তাৎপর্য্যে
দরদভরা গরজ নিয়ে—
সে কিন্তু তোমার দরদী তেমনতর,
ঐ তোমার স্বস্তিই
তা'র পরিচর্য্যার লাভ। ৬১।

যে-ব্যাপারেই হো'ক
তোমার শুভার্থী যিনি বা যাঁ'রা
ব্যস্ত ব্যগ্রতা নিয়ে থাকেন বা চলেন,
তুমি বিশেষ ক্ষিপ্র-তৎপরতা নিয়ে
তা'র বা তাঁ'দের ঐ ব্যস্ত ব্যগ্রতার
প্রশমন-তৎপর হ'য়ে চ'লো—
শুভ-সার্থকতায় ;
তোমার ব্যথায় ব্যথিত যা'রা
তা'দের ব্যথা-প্রশমনে বিমুখ হ'য়ো না ;
অনুকম্পীরা প্রস্বস্তি লাভ ক'রবে,
তুমিও তৃপ্তি পাবে তা'তে। ৬২।

নিঃস্বার্থ প্রীতি-পরিচর্য্যাই
প্রাপ্তির আধান ;

তা'ই-ই তোমার স্বার্থ হো'ক—
পরিচর্য্যায় মানুষকে পরিতৃপ্ত ক'রতে,
তোমার ঐ সহৃদয়ী ধৃতিচর্য্যা
মানুষকে স্বস্থ ক'রে তুলুক,
আর, তাদের হৃদয়ের
স্বতঃ-উৎসারিত প্রীতি-অবদানই
তোমার প্রাপ্তির আধান
অর্থাৎ আধার হো'ক। ৬৩।

ধৃতিমান হও—
সত্তার শিষ্ট অনুচর্য্যায়,
তোমার আওতায় যা'কে পাও—
তা'র প্রয়োজনমত পরিচর্য্যা ক'রো,
নিজেকে পরিতৃপ্ত ক'রে তোল,
এই তৃপণ-দীপ্তি
সবদিকে বিচ্ছুরিত হ'য়ে
তোমাকে
তৃপণার বিগ্রহ ক'রে তুলুক,
স্বস্তির তো এই পন্থা। ৬৪।

মানুষকে অসৎ ক'রে তুলো না,
তা'তে অসুবিধা হবে তোমারই বেশী ;
আত্ম-পরিচর্য্যা তো ক'রবেই,
কিন্তু পরিবেশকে পরিচর্য্যা ক'রে
যতক্ষণ পর্য্যন্ত সুস্থ, শিষ্ট, সবল ও কৃতী
ক'রে না তুলছ,—
ক্ষতি কিন্তু তোমারই,
সার্থক সম্বৃদ্ধি লাভ ক'রবে না কিছুতেই। ৬৫।

অন্যায় যে করে
তা'র কথাও শোন—
সমীচীন নজর রেখে,
অন্যায় যে সহ্য করে
তা'কেও বিহিত বিবেচনার সহিত
দেখ—
সমীচীনভাবে,—
যা'তে সে কিছুতেই
আপদ্‌গ্রস্ত না হ'য়ে ওঠে,
যা'কে যেমন পরিচর্য্যায়
শিষ্ট ও সহজ রাখা যায়—
সেদিকে নজর রেখো,
ত্রুটি ক'রো না,
তোমার অনুচর্য্যী কৃতিসম্বেগ
ও নিষ্ঠানন্দিত তাৎপর্য্যে
বিহিত দক্ষতার সহিত স্বতঃ-সন্দীপনায়
যা'তে নিরাকৃত হয়—
ঐ সমস্ত বেদনা, অবজ্ঞা ও বিকৃতি ;
সার্থকতা নিয়ে
যতই ফিরবে তুমি—
অন্বিত অর্থও
তোমাকে সুষ্ঠু ক'রে তুলবে
তেমনতর। ৬৬।

নিটোলভাবে আত্ম-পরিচর্য্যা কর—
বোধদীপ্ত কৃতিচলন-পটু হ'য়ে,
আর, পরিবেশকেও সঙ্গে সঙ্গে
অমনি ক'রে তোল,
তুমি পটু না হ'লে
পরিবেশ কী ক'রে

পটু হ'য়ে উঠবে—
তোমার পরিচর্য্যায়?
নিজে পটু হও,
অন্যকেও পটু ক'রে তোল। ৬৭।

তুমি যা'র বা যা'দের
পোষণ, পূরণ ও স্বস্তি-পরিচর্য্যার জন্য
ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে চল,—
তোমার প্রীতি সেখানে
তা'কে এড়িয়ে থাকতে পারে না কিছুতেই ;—
তা'র ফলে,
তা'রাও তোমাতে
অন্তরাসী হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
আর, মর্য্যাদা-সংরক্ষণী তৎপরতাও তা'দের
হ'য়ে থাকে তেমনি পরাক্রমপ্রদীপ্ত। ৬৮।

যা' হ'তে
বা যা'র সাহায্যে পাও—
তা'কে যদি পরিচর্য্যা না কর,
তোমার প্রাপ্তি যে সহজেই মূঢ় হ'য়ে উঠবে
তা' কি ভেবে দেখেছ?
আর, তুমি যা'র কাছে
কখনও কিছু পাওনি,
সে যদি বিব্রত হ'য়ে থাকে,—
যথাশক্তি তুমি তা'কে সাহায্য ক'রতে
কিছু দিতে
কসুর ক'রো না। ৬৯।

দেওয়া, পরিচর্য্যা
ও তৃপ্তিপ্রদ ব্যবহার

মানুষের দেবার প্রবৃত্তিকে
উস্‌কে তোলে—
অনেকক্ষেত্রেই—
তা'দিগকে অনুকম্পাশীল ক'রে,
কিন্তু ওদের অভাবে
ওটা নিথর হ'য়ে ওঠে,
মানুষের অন্তঃস্থ অনুকম্পা
উচ্ছল দীপনায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে না,
তাই, যদি মানুষকে চাও—
যেমন পার—যথাসম্ভব দিও,
যখন যেমন প্রয়োজন
পরিচর্য্যা ক'রো,
তৃপ্তিপ্রদ আচার-ব্যবহার ক'রে,
সত্তায় তুমি এমনতরই হও,
বিভব
বিভূতি নিয়ে
লোকসঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
তোমাকে শুভসন্দীপ্ত তৃপ্তিতে
নন্দিত ক'রতেই আসবে,
আর, সহ্য-ধৈর্য্য-অধ্যবসায়
শিষ্ট ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
তোমাকে আদর-অনুকম্পায়
উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলবে ;
এই দেওয়া-নেওয়ার ভিতর-দিয়েই
অনুকম্পার উৎপত্তি হ'য়ে থাকে,—
তা' যেখানে যেমনতর
তেমনি রকমে। ৭০।

ঠকায় কিন্তু সাধুত্ব নেইকো—
আছে বেকুবত্ব,

নিজে ঠকায়
বা ঠগ্‌বাজি চলনে চলায়
মানুষের অন্তরে
সৎ-সন্দীপনা আসে না ;
ইচ্ছা হয়—
যেমন পার দাও—
কোন প্রত্যাশা না রেখে,
কিন্তু দেখো—
কোনমতেই না ঠ'কতে হয়,—
তা' তুমিও যেমন,
যা'কে দিচ্ছ সে-ও তেমনি। ৭১।

মানুষের বেদনার কথা শোন,
অনুকম্পাশীল হও,
অন্তরের দ্যোতন স্মৃতিকে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল,
সে স্বস্থ অনুভব করুক,
উপযুক্ত কৃতি-সম্বেদনাকে
দীপ্ত ক'রে তোল,
সে সুস্থির দিকে
এগিয়ে চলুক,
স্বস্তি পা'ক,
সুস্থতায় সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠুক। ৭২।

দরদীর মত
অনুকম্পাশীল
পারস্পরিক পরিচর্য্যার
ভিতর-দিয়েই তো
পরস্পর পরস্পরকে সহ্য করে,
পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে ওঠে ;

ক'রবে না কিছু—
যা'তে মানুষের বুকে স্বস্তি আসে,
শান্তি-তৃপ্তি আসে,
অথচ ঐক্যের গলাবাজি ক'রবে,
তা'তে কি ঐক্য আসে—
না, ঐক্য হয়?
তাই সও, বও,
প্রত্যেকের আপদ্-উদ্ধারণ হও,
দরদীর মত আঁকড়ে ধর,
পরিচর্য্যা কর,
স্বার্থ হ'য়ে ওঠ
পরস্পর পরস্পরের,—
ঐক্য আপনিই আসবে। ৭৩।

যে
নিষ্ঠানিপুণ, দরদী,
শ্রমপ্রিয়, পরিচর্য্যী নয়কো—
যে-নিষ্ঠানিপুণ-অনুবেদনা
মানুষকে পরাক্রমী ক'রে তোলে,—
যে মানুষকে
অনুকম্পার অনুবেদনায় নয়কো,
বেদনা-সন্দীপ্ত চারিত্রিক
আকুল অনুবেদনায় নয়কো,
সহানুভূতিতে নয়কো,—
দাবীর মহড়ায়
নানাপ্রকার ভঙ্গী-তাৎপর্য্যে
নিংড়িয়ে আদায় ক'রতে চায়,
আপদ্-বিধ্বস্ত ক'রে
উৎকণ্ঠায়
আত্মবিকারের আনত সন্দীপনায়
বেফাঁসে ফেলে

ছিন্নভিন্ন তাৎপর্য্যে
বিকৃত কঠোরতায় দুইয়ে নিতে চায়,
লোকে কি তা'কে ভালবাসতে পারে?
—না, তা'র প্রতি অনুকম্পাশীল হ'তে পারে?
যদি উপায় থাকে—
তা'ও কি লোকে
তা'র প্রতি
নিজের হাত এগিয়ে দিয়ে
অবলম্বন হ'তে চায়?
তা' চায় না,
এমন কেউ কমই আছে ;
যদি পেতে চাও,
শ্রমপ্রিয় নিরতির সহিত
পরিচর্য্যা কর,
তা'র অন্তরের তৃপ্তিকে
ফুটন্ত ক'রে তোল,
তা'কে পরিতৃপ্ত ক'রে তোল,
তোমার চাহিদার আপূরণে
সে তা'র বিহিত মত
না ক'রেই থাকতে পারে না,
সেই পাওয়াই কি প্রস্বস্তির নয়
তোমার পক্ষে? ৭৪।

বর্ব্বর প্রেমিক হ'তে যেও না,
পরিচর্য্যাহারা প্রণয়ভঙ্গিমা নিয়ে
চ'লো না,
তা'তে কৃতার্থও হ'তে পারবে না,
উন্নতির দিকে চলারও
উদাহরণ হ'য়ে উঠতে পারবে না ;
তীব্র, সুদক্ষ, সন্ধিৎসাপূর্ণ দর্শনের সহিত

বিহিত ব্যবস্থা কর,
আর, কৃতকার্য্যতায় কৃতী হ'য়ে ওঠ,—
কৃতার্থতা তোমাকে
সন্দীপ্ত ক'রে তুলবে,
আর, সিদ্ধকাম হওয়ার দরুন
আনন্দও পাবে তেমনি,
তোমার বিভূতি
অন্তর-উচ্ছল প্রশংসায়
সকলেই উপভোগ ক'রবে। ৭৫।

তোমার বৈশিষ্ট্য
যে-আচার-আচরণে
শিষ্ট ও সুন্দর থাকে—
অন্য বৈশিষ্ট্যে
তেমনি আবার
এক-আধটু ব্যতিক্রম থাকে ;
যদিও
জীবনীয় তৎপরতা সবারই সমান,
কিন্তু পরিচর্য্যা
যা'র যেমন খাপ খায়—
ভাবে—কাজে—হৃষ্ট উদ্দীপনায়
কৃতার্থতার অর্থ বহন ক'রে—
তেমনিভাবে
সবারই বৈশিষ্ট্য অনুসরণ ক'রে
বিহিত পরিচর্য্যা করাই শ্রেয়,
একজনেরটা
অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া—
বিধাতার বিধি নয়কো ;
জীবনীয় তাৎপর্য্যে যা'তে ভাল থাক,
মানুষ যাতে ভাল থাকে,

পরিবেশের অন্য যা'-কিছু
শিষ্ট-সুন্দর থাকে—
তা'ই করাই তো ভাল ;
এই ভালর কৃতিসম্বেগে
নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্যের সহিত
ঈশ্বরের অঞ্জলি হ'য়ে ওঠ,
তুমি তাঁ'রই প্রসাদ হও,
আর, সেই প্রসাদে
সবাই প্রসাদদীপ্ত হ'য়ে উঠুক। ৭৬।

তুমি যে হও, আর যা'ই হও,—
সবারই শুভচর্য্যী হ'য়ে চল,
অন্ততঃ এতটুকুও তোমার
জীবন-অভিযান হ'য়ে থাকুক ;
বিপন্ন যে, তা'র কাছে যাও,
তা'কে সাহস দাও,
সুসন্দীপ্ত ক'রে তোল,
বিপন্মুক্ত ক'রতে বদ্ধপরিকর হ'য়ে
অমনতরই কৃতি-চলনে চ'লতে থাক—
কোন প্রত্যাশা না রেখে ;
দেখবে, ঐ বিপন্ন যে
সে যখনই সুপন্ন হ'য়ে উঠবে,
তা'র ঐশী অভয় হস্ত,
বিষ্ণু-বিক্রমী হৃদয় স্পন্দন
ঐ ব্যাপন-দীপনা
ক্রম-পরিস্রবণায় দৃঢ় দীপ্তি নিয়ে
পরিচর্য্যায় তোমাকে প্রসন্ন ক'রে
তোমার ও সবার সঙ্কট মোচনের জন্য
সুসন্দীপ্ত হ'য়ে চ'লতে থাকবে—
শুভঙ্কর তৎপরতায়,

শুভ-সন্দীপনী শিবসুন্দর অনুকম্পা নিয়ে ;
ঐ শুভ-সম্বেগই ঐশী হস্ত ;
আর, অমনতর পরিচর্য্যা যদি না কর,
স্বতঃ-অনুকম্পার ঐ শুভ আবাহন হ'তে
বঞ্চিত থাকবে কিন্তু ;
অস্তিত্বের অনাবিল আশ্রয়—
ঐ শুশ্রূষা,
ঐ সঙ্কটমোচনী অনুচর্য্যা,
ঐ আদর্শনিষ্ঠ
ধারণ-পালন-পোষণ-সম্বেগসিদ্ধ
অনুচর্য্যী কৃতিচলন,
ঐ অস্তিত্বেরই সাত্বত অভিদীপনা ;
বল—"শুভমস্তু"। ৭৭।

যখনই বুঝবে,
তোমার লোকচর্য্যী
শিষ্ট পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
ইষ্টার্থ-নিবিষ্ট নন্দনায়
তোমার উন্নতি বিস্তার লাভ ক'রছে—
ভ্রান্তিকে এড়িয়ে
নিষ্ঠাতৎপর অনুকম্পা নিয়ে,
সেই তো হ'চ্ছে তোমার জীবনের
শুভানুধ্যায়ী আনন্দপ্রদীপ ;
বিশ্বস্তি-নন্দনায় ধ'রে নিতে পার—
তোমার জীবন-চলন যদি
অমনি তাৎপর্য্য নিয়ে চ'লতে থাকে ক্রমশঃ
আরো-আরোর পথে,
তোমার উন্নতি সেখানে
অঢেল হ'য়েই চ'লতে থাকবে—
যদি অপকর্ম্মের অনুবেদনায়
তা'কে নিষ্প্রভ ক'রে না তোল। ৭৮।

যা'র জন্য যা' ক'রবে বা ক'রছ—
তা'র প্রতি যদি তোমার
সক্রিয় আগ্রহ-উচ্ছল উদ্দীপনা না থাকে,
এক-কথায়,
সর্ব্বতোভাবে তা'র প্রতি
যদি অনুকম্পী দরদী না হও,
আর, যা'তে সে আত্মচেতনায়
উন্নতি-উচ্ছল-সম্বেগী হ'য়ে চলে—
এমনতর ক'রে
তা'কে যদি তুলতে না পার,—
তাহ'লে তুমি কী ক'রে
তা'র পরিচর্য্যা ক'রবে—
শিষ্ট সম্বেদনা নিয়ে,
সাত্বত সঙ্গতিশীল তৎপরতায়,
উচ্ছল উন্নতিশীল অভিগমনে?
ঠিক জেনো—
এই গ্রহণ-আগ্রহ,
এই ঊর্জ্জী দীপনা,
এই দরদী বেদনাই হ'চ্ছে
উন্নতির পরম-অনুচর্য্যী উন্মাদনা—
যে-বিষয়েই বল,—
—যা' থাকলে
উন্নতিতে অবাধ হ'য়ে
চ'লতে পারা যায়—
বোধবিৎ পরিচর্য্যা নিয়ে,—
মন্দকে এড়িয়ে
শুভসন্দীপনায় সচ্ছল হ'য়ে। ৭৯।

মানুষকে সাহায্য কর,
তোমার সাধ্যে যেমন কুলায়—
সমীচীনমত তা'কে দিও ;
কিন্তু সজাগ থেকো—
অনুনয়ী তাৎপর্য্যে তা'র জন্য ক'রতে,
ভবিষ্যতে যদি তুমি
কাউকে কোনপ্রকার সাহায্য দিতে না পার—
বিশেষতঃ কোন লোকবিশেষকে,—
সে যেন দুঃখিত না হয়,
তা'র ব্যর্থ কামনা বা ব্যর্থ আশা
তোমা হ'তে না-পাওয়ার জন্য
কুণ্ঠিত ও ভ্রষ্ট না হ'য়ে ওঠে ;
তাই বলি,—দাও—
সমীচীন সতর্কতা নিয়ে,
ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখো,
না দিতে পারলে সে যেন
ভগ্নহৃদয় না হ'য়ে ওঠে—
এমনতর অনুনয়ী কথা ব'লে
প্রীতি-তাৎপর্য্যে,
যেন সে বিক্ষুব্ধ না হ'য়ে ওঠে,
যেমন তোমার প্রত্যাশা ব্যাহত হ'লে
তুমি বিক্ষুব্ধ হও—
যদি না বোঝ,—
তেমনতর সে না হয়—
বুঝে-সুঝে তেমনি ক'রে
যা' ক'রবার তা' ক'রো,
তাই ব'লে—তোমার কৃতিপ্রসাদ হ'তে
কেউ যেন বঞ্চিত না হয়—
তা'ও নজর রেখো। ৮০।

যা'দের সত্তার সঙ্গতির বাঁধ যেমন—
তা'দের তেমনি ক'রেই পরিচর্য্যা ক'রো,
একসা' ক'রে চ'লো না,
তাহ'লে তা'দের উন্নতি, উদ্দীপনা
বিধ্বস্তই হ'য়ে উঠবে ;
কে কোথায় থাকে—
কা'র কেমনতর নিষ্ঠা-অভিনিবেশ—
তা' দেখে-শুনে ব্যবস্থা ক'রো,
তা'তে সবারই ভাল হবে ;
যেভাবে যা'র যেমনতর ভাল হয়—
ঐ পদ্ধতিমাফিক যদি না চল—
তবে কা'রো ভাল করা
দুরূহই হ'য়ে উঠবে,
ভাল সন্দীপনাই
তোমাকে বিব্রত ক'রে তুলবে ;
তাই, যে যেমনভাবে
যেমনতর রকমে
তোমাতে নিবিষ্ট হ'য়ে
তোমার দিকে এগিয়ে আসে—
কেমনতর চর্য্যামুখর হ'য়ে—
তা' দেখে হিসাব ক'রে চ'লো—
তা'র সঙ্গে
তুমি কেমনতর ব্যবহার ক'রবে
শিষ্টসাধু সিক্ত তাৎপর্য্যে ;
এর ভিতর-দিয়ে
অনেকেরই মঙ্গল ক'রতে পারবে তুমি,
অন্যথা অধঃপাতেরও পথ
খুলে দিতে পারবে,
এমন-কি—
নিজের ভাইবোন—
ছেলেমেয়েদের প্রতিও কিন্তু এমনতরই ;

এক-কথায়,
যা'র ক'রবে—
তা'র যা'তে ভাল হয়,
তুমি তেমন ক'রেই চ'লতে থাক—
তৃপণ-অনুকম্পা নিয়ে
তেমনতরই আদৃত অভিসারে। ৮১।

কেউ কা'কেও উৎকৃষ্ট ক'রতে পারে না,
উন্নত ক'রতেও পারে না,
ভাল শিক্ষিত ক'রে তুলতেও পারে না—
সার্থক সঙ্গতিশীল অর্থনায় বিনায়িত ক'রে,
তা' কেবল পারে তা'র অন্তর্নিহিত
নিরাবিল উদ্যম-উদ্যুক্ত প্রীতি বা শ্রদ্ধা,
যা'র ফলে,
সে নিজেকে শ্রেয়চর্য্যায় নিয়োজিত ক'রে
ঐ শ্রেয় বা প্রেষ্ঠের অভিপ্রায়-অনুযায়ী অনুচলনে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে তৃপ্তি লাভ করে,
যে-তৃপ্তি তা'র ঐ প্রেষ্ঠকে
তৃপ্তি-নন্দনায়
উচ্ছ্বসিত ক'রে তোলে,
আর, সবরকম উন্নতির উদ্দীপনা
ঐ অমনতর অন্তর-উৎসারণাতেই অনুস্যূত ;
এর অভাব যেখানে যেমন,
মন্দ বা অবনতির প্রাদুর্ভাবও
সেখানে তেমনি ;
তাই 'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ'। ৮২।

কেউ কা'রও হো'ক তা'ই যদি চাও,—
পরস্পর পরস্পরের হো'ক
পোষণ-সন্দীপনা নিয়ে
তা'ই যদি চাও,—

প্রত্যেকে প্রত্যেকের বল বা সমৃদ্ধি হ'য়ে উঠুক
তা'ই যদি চাও,—
বাক্যে, আচারে ও ব্যবহারে
তুমিই প্রথমতঃ তা'ই হ'য়ে ওঠ,
আর, প্রত্যেককে তেমনি ক'রে
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল সক্রিয়ভাবে,
আর, এই উদ্বোধনা যেন
অনুকম্পায় ও অভ্যাসে সার্থক হ'য়ে ওঠে
ক্লেশসুখপ্রিয়তা নিয়ে ;
তোমাকে প্রথমেই ঐ চলনে চ'লতে হবে,
একটুকুও নড়লে চ'লবে না,
আর, তোমার ঐ প্রণোদনাকেও
অমন ক'রে চারিয়ে দিতে হবে অজচ্ছলভাবে—
ওতেই সক্রিয় ক'রে সবাইকে
ইষ্টানুগ চলনে
ইষ্টার্থী পরিবেদনায় ;
চল যদি এমনতর,
দেখবে একদিন—
সবাই সবার হ'য়ে উঠছে,
তুমি সোনার দেশে সোনার মানুষ হ'য়ে উঠেছ,
ঈশ্বরের আশিস্ তোমাদিগকে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে চ'লেছে। ৮৩।

বন্ধু-বান্ধব,
সন্তানসন্ততি,
শিষ্য-ছাত্র,—
যা'কে দেখছ তোমার প্রতি
বিহিত আনুগত্য নিয়ে চ'লছে,
সময় ও সুবিধামত
তা'দের টোকা দিয়ে দেখো—
তা'রা তোমার প্রতি

কি-রকম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়—
কী ব্যাপারে!
এটি বেশ ক'রে দেখো ;
আনুগত্য ও অনুরতি যেমনতর
তা'কে বা তা'দের
তেমনি ক'রেই গ্রহণ ক'রো,—
যা'তে সে বা তা'রা
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
সব দিক-দিয়ে ;
ব্যতিক্রম দেখলে
তেমনি স্মিত চলনে
বা সহজ চলনে চ'লো। ৮৪।

স্বেচ্ছায় সঙ্গতিতে ফাটল ধরিও না,
ঐ ফাটলই কিন্তু বিচ্ছেদের পূর্ব্বরাগ,
পরে,—ঐ ফাটল বিষিয়ে গিয়ে
ব্যতিক্রমদুষ্ট ব্যবচ্ছেদের সৃষ্টি ক'রে
শত্রুতায় পর্য্যবসিত হয় ;
ভালবাস মানুষকে—
যেমন ক'রে যত পার—
বিহিত পরিচর্য্যা নিয়ে,
তা'র শুভসম্বর্দ্ধনী ভর্ৎসনা ছাড়া
কিছুতেই ফাটল সৃষ্টি ক'রো না,
ঐ ভর্ৎসনার ফাটলের দরুনও
অভিমান-উদ্দীপনায় ফাটল ধরে—
তা' হাজার শুভসন্দীপনী হো'ক না কেন,
তা'তে তুমি কমই বিষাক্ত হবে ;
ঐ আত্মম্ভরি হামবড়ায়ী তৎপরতার দরুন
যে ফাটল ধরে—

যে ঐ ফাটলের স্রষ্টা—
তা'তে বিষিয়ে যায় কিন্তু সে-ই ;
সাবধান!
হিসেব ক'রে চ'লো। ৮৫।

দেখ, শোন, বোঝ—
বস্তুর বাস্তব সঙ্গতি নিয়ে,
বিহিত শিষ্ট বিনায়নে
তা'কে সুন্দর ক'রে তোল,
তুমিও তা'র হৃদ্য হ'য়ে ওঠ,
সেগুলিও তোমার হৃদ্য হ'য়ে উঠুক,
জীবনীয় হ'য়ে উঠুক—
ঊর্জ্জনা-উদ্বুদ্ধ
পরাক্রমী দূরদৃষ্টির দূরদর্শন নিয়ে ;
তুমি বাঁচ, তুমি থাক,
অমর হ'য়ে চ'লতে থাক,
তোমার পরিবেশও তেমনি
অমরার সামগান নিয়ে
অমর-সন্দীপনায় অমৃতসিক্ত হয়ে উঠুক,
তাঁ'তে অনুরক্ত হও—
দয়াল তা'ই করুন। ৮৬।

যদি কেউ অজ্ঞতা-বশতঃ প্রবৃত্তি-প্ররোচনায়
কৃষ্টিকে অবজ্ঞা ক'রে
প্রতিকূল পথ অবলম্বন করে—
তা'কে ত্যাগ ক'রো না,
ফিরিয়ে এনো ;
মনে যেন থাকে, তা'র সত্তা
তোমারই কৃষ্টির উদ্ভূতি,
প্রবৃত্তি-প্ররোচনায় সে যা'ই করুক না কেন—
নিয়ন্ত্রিত ক'রে সম্বর্দ্ধনী শাসনে

তা'কে সম্বুদ্ধ ক'রে
পরিমার্জ্জিত ক'রে
বিহিত ব্যবস্থায় তা'র আসনে সমাসীনই রেখো—
পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চির অভিদীপ্তিতে,
সে যেন
ব্যতিক্রমের পথে চ'লতে না পারে,
বিপর্য্যয় তা'কে বিধ্বস্ত না করে—
দৃঢ়-কঠোর অনুচর্য্যায় প্রস্তুতির সহিত
দীর্ঘ নজরে নজর রেখে,
তা'র অধিকারে সে যেন বঞ্চিত না হয়,
তোমার সমাজ-অঙ্কে কা'রও অধিকার
অতিক্রান্ত না হয়,
আবার, অসৎনিরোধী শাসনও যেন
সঙ্কুচিত না থাকে। ৮৭।

অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠা,
বাক্‌শুদ্ধি, ব্যবহারশুদ্ধি,
অবধারিত সদ্‌বৃত্তি,
লোকপালী অনুচর্য্যা—
অন্ততঃ এ-কয়টি যা'দের আছে,
তা'রাই লোকচর্য্যার
অনেকখানি উপযুক্ত পাত্র ;
শিষ্টাচারসম্বদ্ধ এমনতর যা'রা—
তা'রা যে-কোন জাত
বা বর্ণেরই হো'ক না কেন—
যা'দের উপরি-উক্ত গুণ
অচ্ছেদ্যভাবে অস্খলিত অনুদীপনায়
বিদ্যমান আছে—
ঊর্জ্জী অসৎনিরোধী তৎপরতার সহিত,
তা'রাও লোকবান্ধব,
সৎ-নিয়ন্তা। ৮৮।

নিজের সব-রকম স্বার্থপ্রত্যাশাকে অবজ্ঞা ক'রে
ইষ্টার্থী স্বার্থকে
নিজের স্বার্থ ক'রে নিয়ে চ'লতে হবে—
অচ্যুত আনতি নিয়ে,
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মে—
উপচয়ী বাস্তবিকতায়
দ্রোহমোচক হ'তে হবে—
দ্রোহকারক না হ'য়ে যথাসম্ভব,
প্রত্যেকের শ্রেয়-বৈশিষ্ট্যকে উল্লসিত ক'রে
অসৎ যা'-কিছু নিরোধ ক'রতে হবে
কূট-চাতুর্য্যে, কুশল-কৌশলে—
তা' যেখানে যেমন প্রয়োজন ;
ইষ্টার্থপোষণী সংহতিকে
সুদৃঢ়ভাবে সংহত ক'রতে হবে—
বিচ্ছিন্নতা, বিভেদ
ও বিপর্য্যয়ের অবসান ঘটিয়ে,
বিশ্বের সাংস্কৃতিক যা'-কিছু
তাৎপর্য্যানুপাতিক বিন্যাসে গুচ্ছীকৃত ক'রে
সম্যক্‌ভাবে একসূত্রসঙ্গত ক'রে তুলতে হবে
ইষ্টার্থী-সংগঠনে ;
বাক্যকে সুকর্ষণে তড়িৎশক্তিসম্পন্ন
চৌম্বক-আকর্ষী ক'রে তুলতে হবে—
উদ্দেশ্যকে সার্থক ক'রে তুলে ;
বাক্য, ব্যবহার, কর্ম্ম ও চলন-চরিত্র—
সব যা'-কিছুই যেন পরস্পর-সঙ্গতিসম্পন্ন,
ইষ্টার্থপোষণী হ'য়ে ওঠে,—
বিশেষ লক্ষ্য ক'রে বিবেচনার সহিত
অমনতর বিন্যাসে পা ফেলেই
চ'লতে হবে। ৮৯।

যতই কর, আর যা'ই কর—
স্বার্থ-সংক্ষুধ উদ্দাম উল্লোল হ'য়ে,—
যতক্ষণ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি
ও তদনুসৃত কর্ম্মের সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
উৎসর্জ্জনী আবেগে
তাঁ'তেই সক্রিয় তৎপরতায়
লোকহৃদয় সুসংহত হ'য়ে না উঠছে,
বিচ্ছিন্নতার শাতনদীপনী
প্রবৃত্তি-অনুসৃত সাগরিকার ডাক
অবাধ্যভাবে জনগণকে
বিচ্ছিন্নই ক'রে রাখবে,
শুভ-উজ্জয়িনীর আকুল দীপনায় পারস্পরিকতা নিয়ে
সংহত হ'য়ে উঠবে কমই,
দুরদৃষ্টের তলছা স্রোত
সবাইকে জাহান্নমের দিকেই নিয়ে ছুটবে ;
দশের ও দেশের অবস্থা কেমন—
তা'র নির্ণায়ক এই-ই ;

দেখ, বোঝ, চল,
আর, যেমন ক'রে যা' ক'রতে হয়, কর। ৯০।

ঘনতমসাবৃত আকাশ-বাতাস
বিশৃঙ্খল বিলোল হ'য়ে
দুনিয়াকে যখন অশিষ্ট উদ্বেলনায়
উৎক্ষিপ্ত ক'রে চলে
অবশ ক'রে চলে,—

তোমার অন্তঃস্থ
নিষ্ঠানন্দিত প্রীতিসঙ্গীত সামসন্দীপনায়
যেন সুসন্দীপ্ত ক'রে তোলে সবাইকে—
প্রীতি-উল্লোল তৎপরতায়,

আর, তা' বিকীর্ণ হ'য়ে উঠুক—
অণুপরমাণু হ'তে
প্রত্যেকটি হৃদয়ে
প্রত্যেক ব্যক্তিত্বে
প্রতিটি ব্যক্ত বিভায় ;
আর, তোমার ব্যক্তিত্ব
হ'য়ে উঠুক সেখানে—
দ্যোতন-বিভব,
প্রত্যেক জীবনের
দৃপ্ত দ্যুতি,
সবিতার উচ্ছল আবির্ভাব। ৯১।

তোমার চলন-চরিত্র, কথাবার্ত্তা
সবগুলি
সার্থক সঙ্গতিশীল ক'রে তোল,
বাস্তব যুক্তিশীলতার ভিতর-দিয়ে
সেগুলিকে নিটোল ক'রে তোল ;
আবার, ছিদ্রশীল তাৎপর্য্যে লুব্ধ হ'য়ে
এমন ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ো না—
যা'তে ঐ ছিদ্রই তোমার লুব্ধ-কাম্য হ'য়ে ওঠে,
আমি তো বলি—সব যা'-কিছু
এমন-কি, টাকাপয়সা ও বিভব-বিভূতিগুলি
নিটোল-নিশ্ছিদ্র ক'রে রাখ,
ছিদ্রশীল যা'—
তার প্রতি প্রীতি
তোমাকে ছিদ্রশীল হ'তেই সাহায্য ক'রবে,
তোমার অন্তঃস্থ ভাব-সন্দীপনাও
তেমনতর হ'য়ে উঠবে,
তুমি এমন ছিদ্রশীল হ'য়ে উঠবে—

যা'র ভিতর-দিয়ে ঢুকে
তোমাকে সহজ বন্ধনে
বিক্ষুব্ধ ক'রে তোলা যায়,
তাই বলি—যত পার এগিয়ে চল। ৯২।

যে-সংঘাতে তুমি যেমনতর ভেঙ্গে প'ড়লে—
তোমার নিষ্ঠাও তেমনতর দুর্ব্বল,
আর, ভেঙ্গে-পড়া মানেই হ'চ্ছে—
তোমার অনুরক্তি
সুযুক্ত সক্রিয় সঙ্গতিশীল বাঁধনে
নিবদ্ধ নয়কো,
তাই, ঐ সংঘাত তোমার মধ্যে
পরাক্রম সৃষ্টি ক'রতে পারল না,
পরাক্রম-প্রদীপ্ত না-হ'য়ে ওঠার মানেই হ'চ্ছে—
তা' তোমার সত্তায় সঙ্গতিলাভ করেনি,
তোমার ঐ অনুরক্তি
স্বার্থপ্রত্যাশালুব্ধ হ'য়ে
যেমন চ'লতে হয়, তা'ই চ'লেছে। ৯৩।

তুমি ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
বৃত্তিস্বার্থে সঙ্কীর্ণ হ'য়ে উঠো না,
অবিদ্বান যেমন আসক্তি নিয়ে কর্ম্ম করে,
আত্মস্বার্থে অনাসক্ত হ'য়েও
তুমি তেমনি ক'রেই কর্ম্ম ক'রে চল—
তোমার ঐ ইষ্টার্থপূরণী বিদ্বজ্জলুস নিয়ে,
তোমার বৈশিষ্ট্য যেন
তা'দের বিশেষত্বকে আঘাত না করে,
বরং নিয়ন্ত্রিত ও পোষণ-প্রদীপ্ত ক'রে তোলে ;
অপরিহার্য্য আত্মীয় হ'য়ে ওঠ তা'দের তুমি,
গণমণ্ডল তোমাতে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠুক,

ঐ অনুপ্রেরণা তা'দের অন্তরেও
তোমারই ঐ ইষ্টপ্রতিষ্ঠা নিয়ে আসুক,
এমনি ক'রেই
জনপদ তোমাতে সংহিত হ'য়ে উঠুক,
ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠা নিয়ে প্রত্যেকটি অন্তর
পরস্পর সুহৃৎ-সহযোগিতায়
আপনার হ'য়ে উঠুক—
তোমারই ঐ ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে
দানা ক'রে,
লোক-সংগ্রহ
সার্থক হ'য়ে উঠবে তোমার। ৯৪।

যে-কোন ব্যাপারেই হো'ক না কেন,
তোমার সম্মুখে
যেমনতরই লোকসমাবেশ হো'ক না কেন,
বা উপকরণের সমাবেশ হো'ক না কেন,
তুমি তা'দিগকে যদি
দক্ষকুশল নিয়মনার ভিতর-দিয়ে
অনুপ্রেরণী উন্মাদনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে
তা'দের অন্তরাবেগকে
সক্রিয় উচ্ছল ক'রে তুলে
তা'দের দিয়ে যথাসম্ভব যা'-কিছুর
সমাধান বা নিষ্পাদন ক'রে তুলতে পার,
সেই নিষ্পাদনী কৃতিই
ঐ সমাবেশকে তোমাতে
ক্রম-সংহত ক'রে তুলে
আরোর পথে
নব-নব উন্মেষশালী প্রতিভা-প্রদীপনায়
মহা সৎ-সঙ্গতির
সৃষ্টি ক'রে তুলতে পারে ;

চাই সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী অনুপ্রেরণায়
সহানুভূতিসম্পন্ন ক'রে
পারস্পরিক অনুকম্পী নিবন্ধনায়
হৃদ্য শৃঙ্খলায়
তাঁ'দিগকে বিহিত উপচয়ী ক'রে তুলতে পারা ;
তীক্ষ্ণ নজর রাখ,
দক্ষকুশল তৎপরতায়
তাঁ'দিগকে পরিচালিত কর,
সমাধানী ক্রিয়াতৎপর ক'রে তোল,
সার্থকতায় তাঁ'দিগকে উৎফুল্ল ক'রে
আগ্রহ-সন্দীপ্ত ক'রে রাখ—
শুভ-আহ্বানী সক্রিয় মর্য্যাদায় উদ্ভিন্ন ক'রে ;
দেখবে—বিশাল ভবিষ্যৎ-সৌধ
ঐ সংহতির অন্তঃক্রোড়েই গজিয়ে উঠছে। ৯৫।

যে-দ্বিজাধিকরণের অন্তর্ভুক্ত
যে-ই হো'ক না কেন,
বা যে-কোন দ্বিজাধিকরণের বহির্ভূত থেকে
সত্তা-উপাসকই হো'ক না কেন কেউ,
জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম ও দ্বিজাধিকরণ-নির্ব্বিশেষে
ঈশ্বর, সত্তা, আত্মা,
এবং তদর্থপূরণী পূরয়মাণ মহানদিগকে
অস্বীকার ক'রে
যদি কেউ কোন সংহতি বা রাষ্ট্র
সংগঠিত ক'রতে চায়—
সে-সংহতি বা রাষ্ট্র কবন্ধকিল্বিষী ছাড়া
আর কিছুই নয়কো,
তা'রা জাতীয়তার খাতিরে
ক্লীবোৎসর্জ্জনী নন্দনায়

তা'র পাদদেশে কুঠারাঘাতই ক'রে থাকে,
সর্ব্বনাশের নষ্টী বাহিনী তা'রা। ৯৬।

কোন দলে যোগ না-দিয়েও
যদি কেউ সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে
সবাইকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে
বন্ধু-সম্পর্কান্বিত ক'রে তোলে—
বান্ধব-অনুচর্য্যী সাত্বত আচারের
তৎপর ঐক্য-বিনায়নায়,
পারস্পরিকভাবে বিরোধ ও ব্যতিক্রমের পরিহারে,
আপদে-বিপদে ও সুপদ-সম্বর্দ্ধনায়
সব দিক-দিয়ে
বিশেষত্বের শুভপ্রসূ সমীচীন সৌজন্যে,—
তা'ই কিন্তু শ্রেয় ;
অন্যথায়
বিরুদ্ধ ব্যতিক্রমে রোষধুক্ষিত হ'য়ে
নিজেকে বিধ্বস্তির বেড়াজালে
বিপন্ন ক'রে রাখা ছাড়া
আর কোন গতিই থাকে না। ৯৭।

শ্রমফুল্ল, অর্জ্জী, তপতৎপর,
সানুকম্পী, সহযোগী হ'য়ে
পরস্পর পরস্পরের সত্তা-সম্বর্দ্ধনার
ইষ্টানুগ উত্তরসাধক হ'য়ে যদি না চল
উপচয়ী সম্বর্দ্ধনায়,—
যে-মতবাদেই আপ্লুত হও না কেন,
দুটো খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচাতে কি
কেউ পারবে তোমাদিগকে?
তোমার উৎপাদন, সহযোগিতা
ও উপচয়ী সম্বর্দ্ধনাকে সুনিয়ন্ত্রণ ক'রে

শাসন তোমাদিগকে
সংযত রাখতে পারে মাত্র ;
কর্ম্মহীন চাহিদার উস্কানি দিয়ে
অযোগ্যতার আহুতি ক'রে
একক অর্জ্জন দিয়ে
কেউ তোমাদিগকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না,
যদি পারেও তা'তে তোমাদেরও লাভ নেই—
ঐ যোগ্যতাবিহীন জীবন নিয়ে ;
তোমরা যদি আদর্শ পুরুষে
অচ্যুত সশ্রদ্ধ আনতি নিয়ে
সানুকম্পী সেবা-সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
সত্তাসম্বর্দ্ধনার উপচয়ী চলনেই
চ'লতে পার পারস্পরিকতায়—
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে
ইষ্টানুগ সুষ্ঠু সৌষ্ঠবে,—
একদিন হয়তো এমনতর দিনও আসতে পারে—
রাষ্ট্রীয় শাসনমঞ্চের
কোন প্রয়োজনই থাকবে না,
তখন আবার প্রত্যেকেই প্রত্যেকের রাজা,
প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পালক,
প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পোষক,
প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পূরক,
প্রতি প্রত্যেকটিই
সমষ্টির সমবায়ী মূর্ত্ত প্রতীক। ৯৮।

অকম্পিত অটুট নিষ্ঠা নিয়ে
ইষ্টার্থ-অনুচর্য্যী আগ্রহে
অভিনিবেশ-সহকারে
নিদেশ-পালনী তৎপরতায়
অন্তরকে উচ্ছল রেখে

নিষ্পাদনার কৃতি-অনুচলনী অনুশীলনায়
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
নিজেকে ব্যাপৃত রেখে চ'লতে
যদি বদ্ধপরিকর হও—
তবে এস,
ওজর-আপত্তিকে
এতটুকু প্রশ্রয় দিতে পারবে না—
অশক্ত হওয়া ছাড়া ;
নয়তো—
অলস নিষ্ঠা, শ্লথ কর্ম্মদীপনা
মন্থর স্বার্থলিপ্সু আগ্রহ
তোমার উৎকর্ষের কী-ই বা ক'রতে পারে?
আর, তা'তে তুমি কৃতি-উৎসারণায়
সম্বর্দ্ধিতই বা হ'তে পার কতটুকু? ৯৯।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ-সার্থকতায়
একানুধ্যায়ী আগ্রহে
সক্রিয় তৎপরতায় আলম্বিত থাক—
তাঁ'তে নিজেকে অচ্যুতভাবে নিবদ্ধ রেখে,
ব্যষ্টিগতভাবেই হো'ক
আর, সমষ্টিগতভাবেই হো'ক—
মানুষের সুখে সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
মানুষের দুঃখে সমবেদনী অনুভাবিতা নিয়ে
নিরাকরণ-তৎপর হও—
যথাসম্ভব নির্ব্বিরোধে সমঞ্জস তাৎপর্য্যে,
কৃতিত্বে স্ফীত হ'য়ে ওঠ,
যোগ্যতায় জীয়ন্ত ক'রে তোল সবাইকে,
সংহতিতে বজ্রকঠোর হ'য়ে উঠুক তা'রা ;
সবাইকে ভাবতে দাও, বোধ ক'রতে দাও,

তুমিই তা'দের জীয়ন্ত প্রাণপ্রতীক,
সুখ-দুঃখ-সমৃদ্ধির সানুকম্পী সাথীয়া,
শ্রদ্ধাতর্পিত তৃপ্তি তোমাতেই তা'দের,
ইষ্ট, কৃষ্টি, সদাচার ও সুপ্রথার
প্রত্যয়ী আপূরণী উদ্বোধনা তুমিই ;
এমনতর তুমি সুসম্বদ্ধ তোমরায়
যতই বিস্তারলাভ ক'রবে—
স্বর্গীয় প্রীতি-মন্দিরে
পারস্পরিক স্বতঃ-স্বার্থী অবস্থিতি
ততই তোমাদিগকে প্রাণবন্ত ক'রে তুলবে,
লীলায়িত বিবর্ত্তনে অভিদীপ্ত ক'রে তুলবে,
প্রদীপ্তপ্রাণ দীপন-ছন্দে
দিগন্তকে মলয়-স্নাত ক'রে তুলবে। ১০০।

ঈশ্বরবিশ্বাসী, ঊর্জ্জী অনুরাগসম্পন্ন,
বুদ্ধিমান, দক্ষ, কৃতী, প্রীতিনিষ্ঠ, লোকমান্য,
এমনতর দীপ্ত-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন
অন্ততঃ দ্বাদশ জন স্থানীয় লোক
যতক্ষণ না তোমাতে
পরিনিবিষ্ট হ'য়ে থাকে—
অচ্যুত অনুরাগ নিয়ে,—
ততক্ষণ সেখানে তুমি তোমার সঙ্ঘ নিয়ে
বসবাস ক'রতে যেও না ;
সাত্বত উদ্বর্ত্তনার বিরোধী
শাতন-অভিভূত যা'রা
তা'দের থেকে নিজেকে অব্যাহত রেখে
সঙ্ঘকে শ্রীমান ক'রে তোলা
তোমার পক্ষে কঠিনই হ'য়ে উঠবে কিন্তু—
কৃষ্টিতপা ক'রে সবাইকে ;

মনে রেখো—ঐ যজ্ঞের হোতাই কিন্তু
ঐ দ্বাদশ আদিত্য। ১০১।

যা'রা শিথিলনিষ্ঠ, লিপ্সা-দোদুল্যমান,
ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠায় অলসক্রিয়
বা স্বার্থ ও আত্মগৌরব-প্রতিষ্ঠার্থে
ইষ্টকর্ম্মে ছন্নতালে বিনায়িত,
বিরুদ্ধ দলের স্রষ্টা ও উদ্গাতা,
আদর্শের নীতি-বিধির কদর্থপরায়ণ
মিথ্যুক, প্রবঞ্চক, কুৎসিত ধাপ্পাবাজ,
কথা ও কাজে সামঞ্জস্যহারা,
ইষ্ট বা শ্রেয়-সান্নিধ্য-লোলুপ নয়কো,—
ব্যক্তিত্বের পূতঠাম লাভ করা
দুরূহ তা'দের পক্ষে ;
তাই, তা'দিগকে সঙ্ঘকর্ম্মে
নিয়োগ ক'রতে যেও না,—
এতে তোমাদের সঙ্ঘশক্তি
দুর্ব্বলই হ'তে থাকবে,
আর, ঐ দুর্ব্বল আত্মপ্রত্যয় ও আত্মশক্তি
সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন ক'রে তুলবে,
সঙ্ঘনায়ক বা সঙ্ঘকর্ম্মী যা'রা
তা'দেরও আপসোস ছাড়া
অর্জ্জনার কিছুই থাকবে না—
একটা ক্ষয়িষ্ণু বিহ্বলতায়। ১০২।

ব্যষ্টিবিধান যে নৈতিক-নিয়মনে
বিনায়িত হয়ে ওঠে—
সমষ্টি কিন্তু তা' নয়কো,
ব্যষ্টিগত সন্ধিৎসার ভিতর-দিয়ে

আমাদের সমষ্টি-সূত্রকে
পরিবীক্ষণায় উদ্ভাসিত ক'রে তুলতে হবে,—
যা', যে বিশেষত্ব, যে-নিয়মন,
প্রতিটি ব্যষ্টি তা'র মত ক'রে নিয়ে
উদ্বর্দ্ধনী অভিযানে
নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চলতে পারে—
সহযোগী সুসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের স্ফুরণায়,
তা' যদি না ক'রতে পার—
তোমার সঙ্ঘ-জীবন ভঙ্গুর হ'য়ে চ'লবে,
কোন সঙ্ঘ-জীবন এমনতরভাবে
চ'লতে পারেনি, চলেও না ;
বৈশিষ্ট্য-অনুধ্যায়িতার ভিতর-দিয়ে
সমষ্টি-সম্বীক্ষণী তৎপরতায়
তা'র অন্তর্নিহিত সূত্রগুলিকে সুসঙ্গত শালিন্যে
সন্দীপ্ত ক'রে তুলে
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন
তা'কে তেমনি ক'রে নিয়োগ কর,
আর, এই নিয়োজনা
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে তা'র মত গ্রহণ ক'রে
যা'তে ঐ বৈশিষ্ট্যকে
সার্থকতায় সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারে—
পারস্পরিক যোগাযোগ-সম্বুদ্ধ সুসঙ্গত
সঙ্গতি নিয়ে,—
সবার পক্ষে সবাই যা'তে
সার্থকতায় স্বার্থ হ'য়ে
ধৃতি-উৎসারণী হ'য়ে দাঁড়াতে পারে,—
তা'ই-ই কর ;
তা' যদি না পার,—যত আয়োজনই কর,
তা' যত জলুসপূর্ণই হো'ক না কেন,
সব ভূয়া, সবই ব্যর্থ হবে কিন্তু ;

অনাদির আদিই ঈশ্বর,
লীলায়িত নন্দনার নন্দিত স্পন্দন
ঐ ঈশ্বরেই নিহিত,
আর, ভক্তিই তাঁ'র স্ফুরণ-দীপনা। ১০৩।

তুমি যে-কোন আয়তনের
প্রতিষ্ঠাতা হও না কেন—
তা' শিল্পায়তনই হো'ক, শিক্ষায়তনই হো'ক,
বা শাসন ও সেবায়তনই হো'ক,—
বর্ণানুক্রমিক নিয়োগ-ব্যবস্থা যদি কর
সহজাত সংস্কার-অনুপাতিক,—
যেমন গবেষণা, নীতি-প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ
এক-কথায়, ইষ্ট ও পূর্ত্ত-বিষয়ক যা'-কিছু
তা'তে যদি বিপ্রদিগকে নিয়োগ কর,
শাসন, সংরক্ষণ ইত্যাদি ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্মে
যদি ক্ষত্রিয়দিগকে নিয়োগ কর,
ও অর্থকরী যা'-কিছু
সেখানে বৈশ্যদিগকে নিয়োগ কর,
মায় হিসাব-নিকাশ শুদ্ধ,
এবং শারীরিক যোগ্যতা
ও বোধিপ্রসূ উপচয়ী শ্রম-চালনায়
শূদ্রদিগকে নিয়োগ কর,
আর, প্রত্যেক বিভাগের
এক-একটি যোগ্য ও জলুস-ওয়ালা ব্যক্তিত্ব নিয়ে
একটা নিয়ন্তৃ-সংসদ্ সৃষ্টি ক'রে
তা'দের উৎকর্ষী পরিচালনায়
ঐ আয়তনকে সম্বর্দ্ধনশীল ক'রে তুলতে চাও,
তবে আজকের দিনেও দেখতে পাবে—
তোমার ঐ আয়তন সম্বর্দ্ধনী পদক্ষেপে

যৌথ ও যুক্ত অন্তরাসী সহযোগিতায়
উন্নত পদবিক্ষেপে চ'লতে থাকবে হয়তো ;
এটা কিন্তু এখনও পরীক্ষাযোগ্য,
কারণ, যে-কোন আয়তন
বা সংস্থাই বল না কেন—
পূরণ, রক্ষণ, পোষণ ও অনুচর্য্যা
এই চারভাগে তা'কে বিভক্ত ক'রতে হবে,
এবং এই চতুঃসংস্কৃতিই
সংস্থা বা আয়তনের জীবন,
পরিবেক্ষণী উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণে
উপচয়ী উন্নত অর্জ্জী চলনে, সুষ্ঠু সম্বর্দ্ধনায়
যতই তা'কে চালিত ক'রে তুলতে পারবে
উপযুক্ত গণসহযোগিতায়—
সম্বর্দ্ধনা সহজ হ'য়ে
ততই তোমার নিকটে প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠবে
আর, এই অন্তরাসী সংহতি
যত সত্বর শক্ত হ'য়ে উঠবে—
আয়তনের সমৃদ্ধিও
ততই ত্বরিত, অটুট হ'য়ে উঠবে,
আর, ওটা যতটুকু বিলম্বিত
বিলম্বও হ'তে পারে ততটুকু। ১০৪।

যে পুরাতন কর্ম্মী
ভাল-মন্দ সব-তা'র ভিতর-দিয়ে
তোমার স্বস্তি ও স্বার্থকেই
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলেছে এবং তুলে থাকে,
তাকে কখনও তা'র কর্ম্মচ্যুত ক'রো না,
তা'কে ছেড়ো না—
সে যদি তোমাকে না ছাড়ে ;

পুরাতন যা'রা—
স্বতঃ-সন্দীপনায় যা'রা অভ্যস্ত হ'য়েছে
তোমার সম্বর্দ্ধনা ও খ্যাতি-প্রতিষ্ঠায়,
তা'দের অন্তরে—
সে যা'ই হো'ক—
তুমি বিহিতভাবে অর্থান্বিত হ'য়ে আছ,
বিকট ব্যতিক্রম না দেখলে—
তা'কে কখনই ত্যাগ ক'রো না ;
পুরাতন সেবক
তা'র সব যা'-কিছু নিয়ে
তোমাতে শিষ্ট-সুন্দর,
তোমার সম্বর্দ্ধনা-সন্দীপ্ত,
ধ'রে নিও—
সাধারণতঃ সে কিন্তু তোমাতেই তৎপর,
তোমার স্বার্থই তা'র অর্থ,
বেশ ক'রে বিনিয়ে দেখে চ'লো। ১০৫।

অশিষ্ট বা অপনিষ্ঠদের
অর্থ বা যে-কোন সাহায্য দিয়েই
অনবরত তুষ্ট ক'রে রাখতে চাইলে—
ঠিক দেখে নিও,
তা'দের স্বার্থলুব্ধ আত্মম্ভরি প্রবৃত্তির
কুৎসিত উদ্দীপনা
প্রবৃত্তিগুলিকে ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে
দুর্দ্ধর্ষ অন্যায্য তাৎপর্য্যে
মানুষকে সংঘাত ও ব্যাঘাতে
বিব্রত ক'রে তুলবে ;
তা'রা স্বাধীনতা বা শিষ্টাচার মানেই
এই মনে করে—

অন্যকে যতই মোচড় দিয়ে
আত্মপ্রতিষ্ঠা ক'রতে পারবে
তা'দের হামবড়াইকে প্রতিষ্ঠা ক'রে,
শৌর্য্য-সন্দীপনী তাৎপর্য্য তা'দের ততই
পরক্রমশীল খ্যাতির অধিকারী ক'রে তুলবে ;
তাই, যা'কেই শিষ্ট ও সুষ্ঠু ক'রতে চাও—
বেশ ক'রে দেখে-শুনে
যা ক'রলে তা'র মঙ্গল হয় তা'ই-ই ক'রো,
নইলে—ঠগ্‌বাজি তোমাকে
আপসোস-সংঘাতে বিমূঢ় ক'রে তুলবে। ১০৬।

যা'রা অদীক্ষিত
বা তথাকথিত শ্রদ্ধাবান হ'য়েও
কাউকে জীবনে আদর্শ ব'লে গ্রহণ করেনি,
এবং তদনুগ বৈধী-নিয়মনায়
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করেনি,
আবার, দীক্ষিত হ'য়েও
যা'দের নিষ্ঠা ভঙ্গুর বা ব্যত্যয়ী,
আজ একরকম, কাল অন্যরকম
ইষ্টে শ্রদ্ধাপ্লুত হ'য়ে
তাঁ'র অভিপ্রায়-অনুসারী চলনে
যা'রা নিজেকে অবাধ ক'রে তোলেনি—
অনুশীলনী তৎপরতায়,
তাঁ'র একটু তিরস্কার ও অমনোযোগিতা
বা আদরে একটু খাঁকতি হ'লেই
অন্তঃকরণ অন্যক্রমে রূপায়িত হয় যা'দের,
তাঁ'র নীতি-নিয়মনায়
নিজেকে রূপায়িত ক'রে
তদনুশ্রয়ী তৎপরতায়
যা'রা নিজে সক্রিয় হ'য়ে উঠতে পারেনি—

সর্ব্বতোভাবে তাঁ'কেই
নিজের স্বার্থ ও সন্দীপনার কেন্দ্র ক'রে,—
বরং আত্মস্বার্থ-প্ররোচনায়
শ্রদ্ধার ঢং দেখিয়ে
ইষ্টার্থের ভাঁওতা ও ধর্ম্মের বাহানা
নিয়ে চ'লেছে—
তা' তা'রা দীক্ষিতই হো'ক
বা অদীক্ষিতই হো'ক,—
এমনতর যে-কেউই হো'ক না কেন,
এমন-কি, তা'র সন্তানসন্ততি,
আত্মীয়-স্বজন বা শিষ্য-প্রশিষ্য
যে-ই হো'ক না কেন—
যতদিন পর্য্যন্ত
তা'রা ঐ অবগুণ-পরিচালিত হ'য়ে চলে—
সাত্বত চলনকে ব্যাহত ক'রে,—
ততদিন পর্য্যন্ত তা'রা
আচার্য্য, ঋত্বিক্ বা নিয়ন্তার
আসনের উপযোগী নয়কো ;
যদি কেউ এমনতর অবস্থায়
মানুষকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে চেষ্টা করে,—
তা'র সে-নিয়ন্ত্রণ প্রত্যেকের অন্তঃকরণকে
বিভ্রান্ত ও ব্যত্যয়ী ক'রে
অপগতির দুরত্যয়া দুর্ব্বৃত্তির ঘূর্ণিপাকে
নিজেকে ও তা'র সংশ্লিষ্ট সঙ্ঘকে
দুর্ব্বিপাক-দুর্ব্বিনীত ক'রে
অদৃষ্টের ধিক্কার
অর্জ্জন ক'রবেই কী ক'রবে ;
তাই বলি—সাবধান! ১০৭।

বিবদমান কাউকে দেখলেই বা বুঝলেই
তা' দুইজনই হো'ক বা বহুই হো'ক,
তা'দের পরস্পরকে প্রীতি-সংস্থ ক'রতে
যত্নবান থেকো,
বিবাদকে বিসম্বাদে ফুটন্ত হ'তে দিও না,
যদি তা'তেও না হয়—
শাসন-সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে
তা'দের সহিত স্থানীয় প্রধানদের রেখে
প্রত্যেকটি দলকে বা প্রত্যেকটি লোককে
তা'দের তত্ত্বাবধানে নজরে রেখে দিও ;
আর, যা'দের তত্ত্বাবধানে রেখে দিলে
তা'রা প্রত্যেকেই যা'তে সমীচীন চেষ্টায়
ঐ দল বা দলগুলির ভিতরে
প্রীতি-সম্পর্ক সৃষ্টি ক'রতে পারে তা'ই ক'রো,
যদিও প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য তা'দের তা'ই—
বিশেষতঃ শাসন-সংস্থার ;
যা'তে বিবাদ, বিসম্বাদ, দুর্দ্দান্ত দুর্ব্বিপাক
কিছুতেই না ঘটতে পারে,
কোনরকম অনাসৃষ্টির উদ্ভব না হ'তে পারে,
জীবনক্ষয়কারী কোন উদ্দামের
সৃষ্টি না হ'তে পারে,—
সবাই যেন তা'ই করাই
নেহাৎ কর্ত্তব্য ব'লে বিবেচনা করে ;
এমনতর তৎপরতা হ'তে
কেউ যা'তে বিরত না হয়,
সেদিকে বিশেষ তৎপর হ'য়ে থেকো,
তোমার সন্ধিৎসু চক্ষু
প্রীতি ও ধী-সহকারে
অবলোকন ক'রে
বিপর্য্যয়-নিরাকরণে অকাট্য হ'য়ে উঠুক ;

বিরোধকে নিরোধ করেন যাঁ'রাই
তাঁ'রাই কিন্তু কল্যাণের পূজারী। ১০৮।

তোমার পরিবেশের বাধ্যবাধকতা
তোমাকে যেন
বেফাঁস চলনে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
দুরদৃষ্টের বিকট গহ্বরে
টেনে নিয়ে না যেতে পারে ;
তোমার বোধ, বিবেক, দূরদর্শী ধী
ও উপস্থিত বুদ্ধি
সুসঙ্গতির শুভ-তৎপরতায়
যেন এমনভাবেই তোমাকে
বিনায়িত ক'রে তোলে—
যা'তে তোমার সৌষ্ঠবসঙ্গতি
সুদীপ্ত ও সুস্থির হ'য়ে চলে,
অব্যাহত ব্যাহতি তোমাকে তা'র
বিভ্রান্ত জাল বিস্তার ক'রে
কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ক'রে না তুলতে পারে,
স্বতঃসিদ্ধ প্রস্তুতিই
যেন তোমার এমনতর থাকে ;
শিষ্ট সুদীপ্ত প্রয়াস
বিহিতভাবে যেন তোমাকে
শুভ-নিয়ন্ত্রণে স্বাধিষ্ঠিত করে—
ব্যাহতিকে বিতাড়িত ক'রে ;
এই অভ্যাসে অভ্যস্ত হও। ১০৯।

বিশ্বাসঘাতক যা'রা—
তা'দের না আছে নিষ্ঠা,
না আছে অনুগতি,
না আছে কৃতিসম্বেগ,

না আছে স্রোতল শ্রমসুখপ্রিয়তার
পরাক্রমী তৎপরতা,
তা'রা মানুষকে ঠকিয়ে
স্বার্থসিদ্ধি ক'রতে চায়—
স্ব-এর অর্থকে ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে
ব্যভিচারদুষ্ট ক'রে,
ফলে—পাওয়াটাকে হারিয়ে ফেলে,
আর, হারানোর সাথে সাথে
ক্রমে কুকৃতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে ;
যা'রা মানুষকে উপায় ক'রতে চায় না,
উপায় ক'রতে চায় তা'দের ধন-সম্পদ্,—
তা'রা চাষ করে—
কিন্তু তা'তে
অপকৃষ্ট বা বিষাক্ত বীজ ছিটিয়ে,
যা'র ফলে—শত থাকলেও
তা'র অভাব
কিছুতেই মিটতে চায় না,
বিভব সেখানে বিপর্য্যস্ত,
বিভূতি তা'দের ঠগ্‌বাজি ছাড়া
আর কিছুই ক'রতে পারে না ;
তাই,
যদি মানুষ হ'তে চাও
যদি মহৎ হ'তে চাও—
ঐ ইষ্টনিষ্ঠা-আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের
সেবা ক'রে চল—
শ্রমসুখপ্রিয়তার উচ্ছল ঊর্জ্জনা নিয়ে ;
ক'রেই দেখ,
প্রথমে একটু আপদ্ হ'লেও
ক্রমে-ক্রমেই অনেকের হৃদয়ে
তোমার স্থান অটুট হ'য়ে উঠবে,

আর, এই অটুট হওয়া মানে—
তা'রা তোমার বিভব হ'য়ে উঠবে ;
তুমি তৃপ্ত থাকবে, দৃপ্ত থাকবে,
সঙ্কটের সঙ্কীর্ণ পথও তোমার কাছে
সুগম হ'য়ে উঠবে,
তোমার পারগতা
কখনও স্থবির হ'য়ে থাকবে না ;
তাই বলি,
যা'দের দিয়ে তুমি বাঁচবে,—
তা'দের ঠকিও না,
বিশ্বাসঘাতক হ'য়ো না,
অন্যের সর্ব্বনাশ ক'রে
নিজের সর্ব্বনাশকে
সংগ্রহ ক'রতে যেও না ;
তোমার ইষ্টনিষ্ঠা,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
শ্রমসুখপ্রিয়তার পরাক্রমী উদ্দীপনায়
তাথৈ-তাথৈ নেচে চলুক,
তুমি উচ্ছল হ'য়ে ওঠ,
আর, তোমাকে দেখে
সবাই উচ্ছল হ'য়ে উঠুক—
সঞ্চারণার সন্দীপ্ত আহুতিতে। ১১০।

আলাপ-আলোচনা, সঙ্গ-সাহচর্য্য,
আচার-ব্যবহার
ও কর্ম্মকুশলতার ভিতর-দিয়ে
বোধি-তাৎপর্য্য কা'র কেমনতর
সন্ধিৎসু চক্ষু নিয়ে
বেশ ক'রে দেখে নিও,

আর, শ্রদ্ধানুগ আনতির সহিত
তোমাতে সে স্বার্থান্বিত কতখানি—
কোন-কিছুতে, কোন ব্যবহারে
তা'র বিচ্যুতি ঘটে কিনা,
আর, ঘটলেও তা' কী ধরনের—
ধীর চিত্তে তা'ও বুঝে নিও ;
তা'রপরে, যেমনতর দায়িত্ব নিয়ে
সক্রিয়ভাবে, সময়মাফিক
যে-কর্ম্ম সে বিহিতভাবে
সুসম্পন্ন ক'রতে পারে—
তা'তেই নিয়োগ ক'রো,
যা'তে নিয়োগ ক'রছ
তা'কে অবলম্বন ক'রে
অন্যান্য বিষয়ে
দক্ষ হ'য়ে উঠতে পারে যা'তে—
একটু-একটু ক'রে
তেমনতরভাবে নিয়ন্ত্রণ ক'রতে থাক—
দক্ষ সমাধানে উৎসাহ দিয়ে,
বিফলতায়—তা' কেন—
তা'র বোধ জাগিয়ে,
প্রকৃতি-অনুপাতিক প্রবৃত্তিকে অন্বিত ক'রে—
এমনি ক'রেই মানুষকে কৃতী পথে
অভ্যস্ত ক'রে তুলতে চেষ্টা কর ;
কিন্তু যা'রা ঘন-ঘনই
বিশ্বস্ততার অপলাপ ঘটায়,
দায়িত্বকে অবহেলা ক'রে
ফাঁকিবাজির ভাঁওতা দিয়ে
তোমাকে বোকা বানিয়ে রেখে
স্বার্থপুষ্টি ক'রতে চায়
তোমারই তফিল মেরে,—

ভাবে, তা'র চালিয়াতি তুমি
কিছুই বুঝছ না,—
স্পৰ্দ্ধী-প্রবৃত্তির অনুসরণে,
—তা'কে কোথাও কোন-কিছুতে
নিয়োগ ক'রতে বিরত থেকো কিন্তু,
নইলে, সে তো নষ্ট পাবেই
তোমাকেও নষ্ট ক'রে ;
এমনি ক'রে সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে
বক্র ব্যবহারগুলিকে বেশ ক'রে খতিয়ে
যে-জায়গায় যেমনতর করায়
তা' সুষ্ঠু-সৌকর্য্যসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে
তা'ই ক'রো,
তা'কে বুঝছ—এ-কথা বেশী ক'রে
তা'র সামনে ধ'রো না,
বা প্রতিপদক্ষেপে জানিয়ে দিও
সংশোধনী প্রেরণাপুষ্ট ক'রে
প্রস্তুতির সহিত
বিরোধের অবকাশ না দিয়ে,
আর, যখন ধ'রবে—
বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়ে
তদনুপাতিক যা' করার তা'ই ক'রো,
সে বুঝতে যেন পারে—
তোমার চক্ষু এড়িয়ে
তা'র চলনই মুশকিল—
শৌর্য্যপূর্ণ সম্ভ্রম-উদ্দীপী
প্রিয়-শাসনে। ১১১।

তুমি আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
পরাক্রমী ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে চল—

ধৃতি-পরিচর্য্যী আচার, ব্যবহার ও চরিত্র নিয়ে,
সাত্বত পরিচর্য্যা হ'তে
এতটুকুও স্খলিত হ'য়ো না,
—তা' তোমার নিজের পক্ষে তো বটেই,
অন্যের ব্যাপারেও যতখানি পার ততখানি ;
লোক-রাখাল হও—
লোক-পরিচর্য্যায় ও লোকের সাত্বত পরিচালনায়
দক্ষ হ'য়ে
লালন-পালন-উদ্দীপনায়,
যা'তে তা'রা অন্তর-বাহিরে সব দিক-দিয়েই
বিভবান্বিত হ'য়ে ওঠে—ইষ্টার্থ-উৎসর্জ্জনায় ;
আর, তা'দের প্রত্যেকের বিভব
তোমার নিজের সম্পদ্ হ'য়ে উঠুক—
হৃদয়-কাড়া প্রীতি-অর্ঘ্য-অবদানের ভিতর-দিয়ে ;
প্রত্যেকের অবস্থা বিবেচনা ক'রে
সেই অবস্থায় তা'র পক্ষে
যা' সমীচীন ও সম্বর্দ্ধনী তা'ই বল,
সেদিক-দিয়ে সাহায্য ক'রতেও কসুর ক'রো না ;
প্রত্যেকের যেমন তুমি
তোমারও প্রত্যেকে তেমনি হ'য়ে উঠুক ;
এমনি ক'রেই ব্যাপ্তি-শুভাঞ্জনী বিস্তৃতি তোমার
বোধ, বিবেচনা ও অনুভূতির বিভব নিয়ে
পরম বিভবে
ধর্ম্ম, অর্থ ও কামে
স্বতঃ-সন্দীপনায় উপচে উঠে
তোমাকে নিয়ে সবাইকে
স্বস্তি-ধারায় আপূরিত ক'রে তুলুক ;
আবার, তোমার ও তোমাদের
পারস্পরিক প্রীতি-উর্জ্জনাও

অমনি ক'রে তা'দিগকে অঢেল ক'রে তুলুক ;
স্বস্তি স্বতঃ হ'য়ে
স্বর্গ-রণনে
প্রত্যেক অন্তরকে ঝঙ্কৃত ক'রে তুলুক ;
তুমি সার্থক হ'য়ে ওঠ। ১১২।

সঙ্গতিশীল হ'য়ে ওঠ,
যেমন তুমি সবার—
সবাকে তেমনি তোমার ক'রে নাও—
বিহিত পরিচর্য্যা দিয়ে
আচার-ব্যবহার দিয়ে
চালচলন দিয়ে,
এমনি ক'রেই
প্রত্যেকেই যেন অনুভব করে—
তুমি তা'র পরম বান্ধব,
পরিব্যাপ্ত হ'য়ে ওঠ এমনি ক'রেই,—
ইষ্টনিষ্ঠানন্দিত সুসন্দীপনী ফুল্ল তৎপরতায়—
কৃতিসম্বেগকে প্রীতি-হিল্লোলে
উৎসর্জ্জিত ক'রে—
আনুগত্যের অনুধায়নায়—
শ্রমসুখপ্রিয়তার স্রোতল ঊর্জ্জনায় ;
ভিক্ষু হও—অর্থাৎ, ভজনশীল হও,
অর্থাৎ, সেবারাগসন্দীপনী তৎপরতায়
প্রতিপ্রত্যেককে পরিচর্য্যা কর,
তোমার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী
বাগ্‌ভঙ্গী
দৃষ্টিভঙ্গী
যেন ইষ্টপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ প্রতিষ্ঠার দীপ্তি
সব অন্তরে ছড়িয়ে পড়ুক—

তোমার ঐ ব্যক্তিত্বের
বিনায়নী তাৎপর্য্যে,
সুখী হও তুমি,
আর, তোমার পরিবেশে
সুখী হো'ক সবাই। ১১৩।

তোমার প্রতি কে কতখানি প্রীতিনিষ্ঠ,
তা' বুঝতে হ'লে—
তা'র আচার-ব্যবহার-চালচলন
ইত্যাদি তো দেখবেই,
তা' ছাড়া, দেখবে—
কতখানি কেমনতর চাপে
সে ভাঙ্গে কি ভাঙ্গে না ;
—ঐ চাপের মধ্যে আছে কর্ম্মভার,
কর্ম্মভার মানেই—
কতখানি ভারে সে সুষ্ঠু থাকে,
কোন ব্যতিক্রমদুষ্ট না হয় ;
আরো দেখতে হয়—
সে লুব্ধ হ'য়ে অর্থাৎ লোভের বশে
ব্যতিক্রমদুষ্ট হয় কিসে কেমন ক'রে,
আর, কতখানি পীড়নেই বা
সে কেমনতর ব্যতিক্রান্ত হ'য়ে ওঠে,
তোমাকে ছেড়ে যায়
বা অশিষ্ট এবং অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে,
তোমার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়
বা মিত্রভাবাপন্নই থাকে ;
যদি দেখ—কিছুতেই সে ভাঙ্গেও না,
মচ্‌কেও না,

তা'কে দেখ, বুঝে নাও—
কতখানি সে তোমার আপনার,
প্রীতিপূর্ণ কতখানি তোমাতে সে,
এক-কথায়, সে সুনিষ্ঠ কতখানি তোমাতে ;
এই হ'চ্ছে—একটা সাধারণ
বা মোক্তা নিরীক্ষা—
তোমার জ্ঞানগরিমা ও ব্যক্তিত্ব-বিভবে
সে কতখানি বিভবান্বিত হ'তে পারবে—
তা'র নিক্তি ;
অবশ্য মনে রেখো—
এ-সব ক'রতে গেলেই
নিজেকে প্রথমে
শিষ্ট, নিটোল ও সুনিষ্ঠ হ'তে হবে। ১১৪।

দুনিয়ার বিশাল অঙ্কে
বিপুল সৃজন-তাৎপর্য্যে
সমান ব'লে কিছু নেইকো কিন্তু,
সদৃশ ব'লে আছে—
তা' কী বাইরে, কী ভিতরে ;
এই সদৃশ আছে ব'লেই
প্রত্যেক লোকের
বিশেষত্ব ব'লে কিছু আছে ;
এই বিশেষত্বকে
নিবিষ্ট অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে দেখে-শুনে-বুঝে
যেখানে যেমন প্রয়োজন—
তা'ই-ই ক'রো,
সে-করাটা যেন তা'র
ভবিষ্যৎ জীবনকে
শিষ্ট ও সুসন্দীপ্ত ক'রে তোলে,

ব্যাহতির বিড়ম্বনায় আত্মবিলয় ক'রে
সে যেন তা'র মাঙ্গলিক অভিযান হ'তে
বিভ্রান্ত না হ'য়ে পড়ে ;
আপাত তোমার বা তা'র
আন্তরিক সুখের জন্য
হয়তো এমন-কিছু করলে
যা' তা'র ভবিষ্যৎ জীবনকে
খুঁতো ক'রে দিল,
তা'তে কী হবে?—
তোমার পরিচর্য্যাও ভ্রষ্ট হ'য়ে গেল,
আর, তা'র শিষ্ট-সম্বর্দ্ধনাও
নিকৃষ্টের দিকে
সলীল গতিসম্পন্ন হ'য়ে উঠল ;
তাই বলি,
যেখানে যেমন ক'রলে
কা'রো মঙ্গল হয়,—
বিহিত বিধায়নায় সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে
বোধ ও বিবেচনার শুভ-বিনায়নে
তা'র জীবন ও চরিত্র
যা'তে উন্নতিশীল হ'য়ে ওঠে—
এবং সেই আচার-ব্যবহারে
তদনুগ বোধিদৃষ্টি নিয়ে
যা'তে অভ্যস্ত ও উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে—
তা'ই ক'রে তুলতে সাহায্য ক'রো,
সেই কিন্তু তা'র পক্ষে তোমার
অমৃত উৎসারণা ;
এমনি ক'রেই প্রতিটি লোককে
প্রতি রকমে
যেমন ক'রে রাখলে

যেমন ক'রে ক'রলে
তা'র মঙ্গল
নিশ্চিতভাবে স্বতঃস্রোতা হ'য়ে
বর্দ্ধনশীল হ'তে থাকে—
সম্বর্দ্ধনার আবেগ-উদ্দীপনায়,—
তা'ই ক'রো ;
তোমার শাসন-তোষণ যেন
অমনতরই হ'য়ে থাকে,—
শাসনও যেন মঙ্গলপ্রসূ হয়,
তোষণও যেন তুষ্টিদ্যুতি নিয়ে
তা'র অন্তঃকরণকে
বিভান্বিত ক'রে তোলে,
আবার, যেখানে সেটা হয় না—
সেখানে যেমন ক'রে হয়
তা'ই করাই কিন্তু শ্রেয় ;
প্রত্যেকের প্রকৃতি
তা'র বিহিত বিশেষত্বে
বিনায়িত হ'য়ে ওঠে—
যদি সে বিহিত কৃতিসম্বেদনায়—
তা'র কোন কুপ্রবৃত্তি
বা প্রকৃতি থাকে—
তা'কে বিনায়িত ক'রে তুলতে পারে,
তা'ই কিন্তু তা'র পক্ষে
মঙ্গলের আগমনী মন্ত্র ;
সবাইকে বেশ ক'রে বিনিয়ে
বুঝে চ'লো—
ব্যষ্টি ও সমষ্টির
সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,
অচ্ছেদ্য নিবেশসন্দীপ্ত ঊর্জ্জনা নিয়ে। ১১৫।

সাত্বতীতে প্রবুদ্ধ হও,
সত্তায় সম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠ,
আর, দেশ ও দুনিয়াকে
অমনতরই প্রবুদ্ধ ক'রে তোল—
ঐ ইষ্টনিষ্ঠ আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ-সহ
শ্রমসুখপ্রিয়তার
উচ্ছল স্রোতল উৎসর্জ্জনায়—
অনুশীলনের
উদ্দীপনী বাস্তব কৃতিত্বে,
তোমার ঐ অন্তঃস্থ
রাগরঞ্জিত অস্খলিত নিষ্ঠার
মাঙ্গলিক আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
শিষ্ট হ'য়ে উঠুক,
বোধদীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
বিজ্ঞ তত্ত্বদর্শী হ'য়ে উঠুক,—
এইভাবে তা' দীপ্ত হো'ক,
প্রস্ফুটিত হো'ক,
সবার অন্তরকে তা' ফুটন্ত ক'রে তুলুক,
আর, জীবন চলুক ফুটন্ত হ'য়ে
অনন্তের দিকে—
বিবেকরঞ্জিত জীবনীয় উৎসৃজনা নিয়ে ;
কেন?
তেমন হওয়া যায় না?
করার তুক জান,
ক'রে চল,—
হওয়া
হাস্যমুখেই অপেক্ষা ক'রছে
তোমার জন্য। ১১৬।

সাত্বত সম্বেদনাই যদি তোমার
জীবন-দাঁড়া হ'য়ে থাকে,—
বৈশিষ্ট্যানুগ তাৎপর্য্যে নিবিষ্ট হ'য়ে—
প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যকে ঐ তাৎপর্য্যে
স্বাধিষ্ঠিত ক'রে—
ব্যাপ্তির মহান আবেগে
প্রত্যেককে উদ্বোধিত ক'রে—
সঙ্গতিশীল উদ্বর্ত্তনায়
সবকে নিয়ে এক্ষণি দাঁড়াও,—
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে অব্যাহত রেখে
শিষ্ট সৌন্দর্য্যে সংস্থাপিত ক'রে ;
কাউকে ফেলে দিও না,
কাউকে বাদ দিও না,
যা'র সাত্বত-সম্পদ্
যেমনতর গুণকর্ম্মানুগ তাৎপর্য্যে বিনায়িত
তা'তে সম্বুদ্ধ সঙ্গতি নিয়ে
একসাথে কৃতিমুখর দীপক রাগে
দাঁড়িয়ে ওঠ সবাই—
অসৎ যা'-কিছুকে
নিরোধ ক'রে দিয়ে
ছারখার ক'রে দিয়ে,
অমৃত-উৎসর্জ্জনী উদ্বর্ত্তনায়
বিচ্ছেদ-বিধায়িনী মতভেদকে ছিন্নভিন্ন ক'রে,
প্রতিপ্রত্যেককে প্রতিপ্রত্যেকের
অনুগ তাৎপর্য্যী পরিচর্য্যায় উদ্বুদ্ধ ক'রে,
জীবন ও বর্দ্ধনার হোমদীপ্ত আহুতি নিয়ে ;
তুমি তেমনতরই হও,
অচ্ছেদ্য হও,
অক্লেদ্য হও,
উদ্বর্দ্ধনাসন্দীপ্ত হও,

সবাইকে তা'ই-ই ক'রে তোল,—
যে যেমন থাকে তেমনি উদ্বর্ত্তনায়,
জীবনীয় ঐকতানিক ঊর্জ্জনায় ;
তবে তো জাতি-সংহতি!
তবে তো তৃপ্তির সুরসম্বেদনা!
সংগ্রথিত নিয়মনায়
বিভিন্নের ঐকতানিক অনুচর্য্যা
ও অনুবর্দ্ধনা!
দয়ীপুরুষের দয়ী দৃষ্টি
সবাইকে দয়ী ক'রে তুলুক,
অনুকম্পাশীল ক'রে তুলুক,
পারস্পরিক পরিচর্য্যানিরত ক'রে তুলুক ;
প্রেরিত-পুরুষ সবারই,
ধর্ম্মও সবারই,
তোমার ও তোমার পরিবেশ নিয়ে
সব যা'-কিছু সবারই—
বৈশিষ্ট্যে নিবিষ্ট নন্দনা নিয়ে,
সব নিবেশের
নিষ্ঠানন্দিত সুর-ভঙ্গিমায়। ১১৭।

ইষ্টনিষ্ঠ—
ধৃতিমান্—
কৃতি-তাপস!
তোমার তপ-ঊর্জ্জনা
প্রত্যেককে
প্রতিপ্রত্যেককে
আনন্দতপা ক'রে তুলুক—
কৃতি-উৎসর্জ্জনায়,
তোমার অন্তরের দীপক সুর
গেয়ে উঠুক—

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব!"
"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ—
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ!"

আর, স্বস্তির শুভ-নন্দনায়
আনন্দদ্যুতিতে নেচে উঠুক সবাই—
অবিশ্রান্ত স্রোতল চলনে,—
যা'র ভিতর
প্রতিটি পদক্ষেপে থাকে—অনুশীলন, ত্বারিত্য
আর সমাধানী তৎপরতা ;
বিভুবিভব এমনি ক'রেই
তোমার অন্তরে নেমে আসুক,
তা'র বিভূতি তোমাকে
এমনতর সুধাসন্দীপ্ত ক'রে তুলুক—
যা'র ফলে,
অমরতার সজাগ আহরণ
সবার ভিতরে
ক্রমেই পরিস্ফুরিত হ'য়ে ওঠে ;
বিভু-আশীর্ব্বাদ
'স্বস্তি-স্বস্তি' সুরে
শান্তি-উৎসারণায়
বিপুল কৃতি-নন্দনায়
দুনিয়াটাকে আপ্যায়িত ক'রে তুলুক,
আর, সে-আপ্যায়না
সকলের অন্তরে বিদ্ধ হ'য়ে

সবাইকে কৃতিদীপ্ত স্ফীতি-স্ফোটনায়
শিষ্ট সম্বেদনায়
কৃতিমান, ধীমান ক'রে তুলুক ;
বিধি মানেই হ'চ্ছে—
যে বিহিতরূপে ধারণ করে,
আর, আচরণ মানে—সম্যক্‌ভাবে চলন,
ঐ বিধি-বিনায়িত সম্যক্-চলন
ঐতিহ্যের আহুতি নিয়ে
জীবনীয় প্রথার প্রদীপ্ত সম্বেদনায়
সবাইকে
সাত্বত শ্রীমান ক'রে তুলুক। ১১৮।

বজ্রের মত গ'র্জ্জে ওঠ,
আগুনের মত জ্ব'লে ওঠ,
উল্কার মত, ঝঞ্ঝার মত
বিক্ষুব্ধ বিশ্লিষ্ট ঝঞ্ঝাবাত্যার
উত্তাল দুর্ভেদ্য দুর্দ্দান্ত
বিক্ষোভের মত
তরঙ্গায়িত হ'য়ে চল ;
অস্তিত্বের সংঘাত
যেখানে অস্তিত্বকে বিলোল ক'রে তোলে,
নিভিয়ে দেয়,
ঐ অন্তঃস্থ প্রবৃত্তির অসৎ অস্তিত্বকে
নিরোধ ক'রে
শান্ত, দান্ত উদ্দীপনায়
প্রতিটি ব্যষ্টিকে উচ্ছল ক'রে তোল ;
তুমি এক
ঐ বিক্রম-পরাক্রম নিয়ে
প্রতিটি অন্তরে সঞ্চারিত হ'য়ে ওঠ,

রস-লীলায়িত সুন্দর ঊর্জ্জনায়
সব যা'-কিছুকে ধ'রে তোল ;
'মাভৈঃ' ব'লে ঝাঁপিয়ে পড়,
দুর্ব্বলকে সবল ক'রে তোল,
শ্রেষ্ঠকে শ্রেষ্ঠ ক'রে তোল,
প্রেয়কে শ্রেয় ক'রে তোল—
অস্তিত্বকে উদ্দীপনাময়ী ক'রে
স্বতঃস্রোতা ইথার বা ঐধ-তরঙ্গের মত
একপ্রান্ত হ'তে অন্যপ্রান্তকে
ইন্দ্রিয়গোচর ক'রতে ;
মূর্ত্ত সম্বেগশালী অনুধাবনী অনুপ্রাণনায়
সমস্ত হৃদয়কে স্পর্শ ক'রে চল—
বিবর্ত্তনার বিবৃতির বিদীপ্ত চলনায় ;
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
সংহত, সংযত ক'রে তোল
সব যা'-কিছুকে—
যেখানে যেমন প্রয়োজন—
তেমনতর তরঙ্গায়িত তৎপরতা নিয়ে,
বিক্রম-বিশাল বৈশালীর মতন ;
তোমার জীবন
সব জীবনে অমৃত-সিঞ্চন ক'রে চলুক ;
যা' সত্তাকে নিরোধ করে,
আঘাত করে,
তা'কে শুভ নিয়ন্ত্রণে সুদীপ্ত ক'রে তোল ;
নীহারবিন্দুর মতন প্রতিটি অন্তরে
আত্মিক ঐশ্বর্য্যকে সুদীপ্ত ক'রে
প্রতিটি হৃদয়কে
আলোকিত ক'রে তোল ;
আলোক-নিরোধী অন্তরায় যা'
সেগুলিকে নিরোধ ক'রে

উপযুক্ত বিধায়নায়
উচ্ছল ক'রে তোল,
আর, তোমার এমনতর
প্রতিটি পদবিক্ষেপ
সব অন্তঃকরণে
যেন অমৃত সিঞ্চন করে,
আর, ব'লে ওঠে—
"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে।
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি।"
—শুধু কবির ভাষায় নয়,
বাস্তব অনুদীপনায়
প্রতিটি অন্তরকে
ধ্বনন-নর্ত্তনে নাচিয়ে তুলে ;
অমনি ক'রে সকলের কাছে
তুমি অমনতরই
ক্ষেমসুন্দর হ'য়ে ওঠ ;
বিক্রম-বিদীপ্ত অসৎ-নিরোধী
তৎপরতা নিয়ে
যেন তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ
সামনর্ত্তনে
প্রত্যেকের হৃদয়কে নাচিয়ে তোলে ;
ঐ নাচন-তরঙ্গে
জীবন-স্পন্দন
নন্দিত হ'য়ে চলুক সবার
শ্রমপ্রিয়-সুখপ্রদীপ্ত
উজ্জ্বল অভিধার মত—

কুশল-সন্দীপ্ত শ্রেয়কৌশলে
সব যা'-কিছুকে
বিনায়িত ক'রে ;
স্বস্তির সামদ্যুতির
অমৃত বর্ষণ ক'রে
সবাইকে সন্দীপ্তি ও সন্তৃপ্তির অনুচলনে
আরোর দিকে এগিয়ে নিয়ে চল ;
যিনি ঈশ্বর,
যিনি ধারণ-পালনী-সম্বেগ
যিনি বিনায়িত প্রকৃতি,
তিনি কৃতি-উচ্ছলায়
সবাইকে স্বস্তি-সম্পদে
সুপ্রভ ক'রে তুলুন ;
তাঁ'র ঐ অনুশাসনবাদ,
ঐ আশীর্ব্বাদ
তোমাদের প্রতি-প্রত্যেককে
ঐ অমৃতের পথে
পরিচালিত করুক। ১১৯।

তোমার ইষ্টনিষ্ঠার পরিপোষক
যে, যা' বা যা'রা—
তা'রাই তোমার আপনার হো'ক্
বা তোমার ইষ্টপূজার
উপকরণ হ'য়ে উঠুক,
নিষ্ঠাকে দ্বিধা ক'রে ফেলো না—
অর্থাৎ, নিষ্ঠার যা' বা যে
পরিপোষক নয়—
এমনতর কিছু বা কাহাতেও
আলাহিদা বা অন্যরকম নিষ্ঠা
রাখতে যেও না,

সে-ই কিন্তু তোমার
পতনের কারণ হ'য়ে উঠবে ;
নিষ্ঠাকে শিষ্ট ও সুন্দর রেখে
সবার সাথে
সুষ্ঠু চলনায় চ'লতে থাক—
ব্যতিক্রমকে নিরোধ ক'রে
বা ব্যাহত ক'রে ;
এমনি ক'রে যা'তে তোমার নিষ্ঠা
অচ্ছেদ্য হ'য়ে ওঠে,
অক্লেদ্য হ'য়ে ওঠে,
ঊর্জ্জী ও পরাক্রমশালী হ'য়ে ওঠে—
তা'ই ক'রো,
কোনপ্রকার
আপোষরফার দিকে যেও না,
প্রীতিসুন্দর পরিচর্য্যা নিয়ে
যেখানে যেমন করা উচিত
তা'ই ক'রে যেও,—
যা'র ফলে—
তোমার ঐ ইষ্টনিষ্ঠানন্দিত ব্যক্তিত্ব
শিষ্ট ও সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে
আরো হ'তে আরোতর
সুদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
সঙ্গে-সঙ্গে বোধ ও ব্যক্তিত্বকেও
অমনতরই বিশাল ও বিপুল ক'রে
সুদীপ্ত বিন্যাসে
তা'কে বাস্তবশ্রীমণ্ডিত ক'রে তোলে ;
দেখবে,
তুমি কৃতিসুন্দর বিভব-বিভূতিতে
ক্রমেই কত উচ্ছল হ'য়ে উঠছ ;

ঐ চলনে চল,
আর, তোমায় দেখে
তোমার সহচারী—
যা'রা শিষ্ট, সুষ্ঠু, নিষ্ঠানন্দিত—
তা'রা আরো হ'তে আরোতর
বিপুল হ'য়ে উঠুক। ১২০।

অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠা নিয়ে
কৃতিসম্বেগের সহিত
লোকভজী হও,
প্রতিপ্রত্যেকের
জীবন-স্বাস্থ্য হ'য়ে ওঠ,
এই জীবনীয় তৎপরতাই
তোমাকে পরিচর্য্যামুখর ক'রে তুলুক—
উদ্দাম রাগদীপ্ত পরাক্রমের সহিত,—
প্রীতির উদ্দাম উৎসর্জ্জনী
পরিচর্য্যামুখর
শিষ্ট অনুকম্পী সম্বেদনা নিয়ে ;
আর, এই চলন তোমাকে
মানুষের সম্পদে অধিরূঢ় ক'রে তুলুক—
একটা শান্ত-দান্ত
সম্বেগশালী ঊর্জ্জনা নিয়ে ;
প্রতিপ্রত্যেকেই
সম্বুদ্ধ হ'য়ে উঠুক—
প্রতিপ্রত্যেকের
পরিচর্য্যামুখর কৃতিসম্বেগ নিয়ে ;
আর, সম্বর্দ্ধনার
পরিস্রাবী শিষ্ট সম্বেগের সহিত
সঞ্চারণার বিশাল সম্বেগে
তা'কে সম্বুদ্ধ ক'রে তোল,

সে যেন দুর্ব্বল না থাকে,
দারিদ্র্যব্যাধিতে যেন
আক্রান্ত না হয়,—
এমনতর তাৎপর্য্য নিয়ে চ'লতে থাক ;
ঐ বিনায়নী দীপ্ত ঊর্জ্জনায়
ঈশ্বরের পূজা-সম্বর্দ্ধনী তৎপরতা নিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
তাঁ'তে আহুতি দাও,
আর, ঐ হোম-ধূম
সব দিকে ছড়িয়ে পড়ুক—
সব অন্তরকে সন্দীপিত ক'রে। ১২১।

যা'রা সদ্ভাব ও আপ্যায়না নিয়ে
কৃতি-তৎপরতায় চলে না—
পারগতা তা'দিগকে যে
শিষ্ট ব্যক্তিত্বের ঊর্জ্জী উদ্দীপনায়
বিভবান্বিত ক'রে তুলতে পারে না—
তা' তা'রা বুঝতে পারে না,
লোকচর্য্যায় যে কত তৃপ্তি
কত সুখ—
তা' আন্দাজই ক'রতে পারে না,
প্রবৃত্তির লুব্ধ আহ্বান
তা'দিগকে যা' করায়—
তা'ই ক'রে থাকে,
ব্যর্থতা ব্যাঘাত নিয়ে
ব্যতিক্রমদুষ্ট আপ্যায়নায়
তা'দিগের সব সার্থকতাকে
বিফল ক'রে তোলে,
বিক্ষুব্ধ ক'রে তোলে—

যদি ভেবে না দেখে
কʼরে না দেখে
চʼলে না দেখে—
আপ্যায়নী তাৎপর্য্য নিয়ে,
প্রবৃত্তির দুষ্ট আলিঙ্গনে
ঐ অজ্ঞতাই হʼয়ে থাকে তাʼদের
বিফল মনোরথের লুব্ধ ইন্ধন। ১২২।

আরে পাগল!
প্রতিটি ব্যষ্টিকে
তাʼর প্রয়োজনমত পরিচর্য্যা কর—
তাʼকে সুষ্ঠু কʼরে তুলতে
তোমার সাধ্যে যেমনতর কুলায়,
আর, তাʼর ভিতর
সঞ্চারিত কʼরে তোল—
পরিচর্য্যা বা সেবা পেতে হʼলেই
অন্যকে সেবা
বা পরিচর্য্যা কʼরতে হয় ;
এমনি কʼরে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
সবাই সংহত হʼয়ে চলে,
এই সংহতি
যত বিস্তার লাভ করে—
মানুষও তত আপনার হʼয়ে ওঠে,
মানুষকে এমনতর কʼরে
আপনার কʼরে তোলাই হʼচ্ছে—
সম্পদের অভিযান ;
তোমার ক্ষমতায় যেমন জোটে
তেমনতর কʼরেই
সবার ভাল কʼরে চল—

শ্রেয় বা ইষ্টনিষ্ঠায় অস্খলিত থেকে
অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে,
মৈত্রীর মঙ্গল-ঊর্জ্জনায়,
নজর রেখো—
কেউ যেন বিক্ষুব্ধ না হয়,
ব্যতিক্রমদুষ্ট না হয় ;
আর, এমনতর শিষ্ট-চলন
বোধদর্শিতার উৎক্রমণায়
নিবিষ্ট রাগদ্যুতি নিয়ে
তোমাকে যেমন বড় ক'রে তুলবে,—
আবার, যা'রা এমনতর ক'রবে
তা'দেরও বড় ক'রে তুলবে,
তুমি মানুষের কাছে
মূর্ত্ত প্রীতি হ'য়ে উঠবে,
তৃপ্তিসন্দীপ্ত জীবন-চলনা
তোমার কাছে
অঢেল হ'য়ে উঠবে তখন। ১২৩।

তুমি তো ভক্ত,
ভক্তিই ভালবাস তুমি,
প্রভুর সেবা করার প্রবৃত্তি
তোমার অঢেল,
প্রভুর সেবা তো ক'রবেই—
তা' সর্ব্বতোভাবে ;
আর, নিরপরাধ অনুচলনে
তাঁ'র পরিবার ও পরিবেশকে
ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগতভাবে
যতই সেবাচর্য্যায়
সম্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারবে,

যতই সুস্থ, স্বস্থ ও সম্বৃদ্ধ ক'রে
তুলতে পারবে,—
ভক্তি কিন্তু সার্থক হবে
তোমার সেখানে ততই,
প্রভুসেবা শুধু প্রভুতেই সীমাবদ্ধ নয়,
তা' প্রভু-সমেত
তাঁ'র পরিবেশ ও পরিধিকে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে
সেবায় সচ্ছল ক'রে তুলবে,
ভক্তির সার্থক সমন্বয়
তোমার সান্নিধ্যে
আবির্ভূত হ'য়ে উঠবে ;
তুমি হবে—
সম্বেদনায় শিষ্ট ও সুন্দর—
ব্যষ্টি ও সমষ্টির
বিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ব্যাপারে,
তবে তো প্রভুর সেবা!
আর, প্রভুর ভজন মানেই—
সেবা করা,
আর, সেবার থেকেই উথলে ওঠে—
ভক্তি,
তা' ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে
পরিবেশ ও পরিধি-অনুগ হ'য়ে,
সবটুকু নিয়ে,—
অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে। ১২৪।

সামর্থ্যে যদি সম্ভব হয়,
ঋত্বিকী-অর্ঘ্য-অবদানে
নিজেকে বঞ্চিত ক'রো না,

ঋত্বিক্-পালনী অনুচর্য্যা তোমাকে যেন
আগ্রহ-বিদীপ্তই ক'রে রাখে—
যা'তে ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু, যাজক
তোমাকে ও তোমার পরিবেশকে নিয়ে
সক্রিয় অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে থাকতে পারে,
আর, তা'দের সাংসারিক পেছটানগুলি
তোমরাই বহন ক'রতে পার,
সেই দিকে যদি সজাগ থাক,—
ঐ ওরাও তোমার
উন্নয়নী যজ্ঞের হোতা হ'য়ে
নিরবচ্ছিন্নভাবে আত্মনিয়োগ ক'রে
চ'লতে পারবে—
মাঙ্গলিক মহান স্থৈর্য্যের সহিত
সহ্যের সহিত
অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যা নিয়ে,
যেমন পার—
হয় পাঁচটি ফলই দাও,
না হয় পাঁচটি পয়সাই দাও,
না হয় পাঁচটি আনাই দাও,
না হয় পাঁচটি সিকিই দাও,
বা পাঁচটি টাকাই দাও,
তোমার সঙ্গতিতে যেমন কুলায়
তেমনতর অবদান হ'তে
তুমি নিথর হ'য়ে থেকো না,
মনে রেখো—
এই তোমার জীবন-চলনায় পাঞ্চজন্য,
শুভ-নির্ঝরিণী জীবনযজ্ঞের হোতাকে
অর্ঘ্যান্বিত ক'রে
শুভ-উদ্দীপনায়

তোমার ও তোমাদের
অনুচর্য্যানিরত ক'রে রাখতে
ত্রুটি ক'রো না এতটুকুও,
বলে, বর্ণে, আয়ুতে
যা'তে ঐশ্বর্য্যশালী হ'য়ে চ'লতে পার—
সপরিবেশ নিজে তো তা' ক'রবেই,
আর, তা'র উত্তরসাধক হোতা
ক'রে রাখতে চেষ্টা ক'রো—
তোমার ঐ ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু ও যাজককে ;
এই অবদান যেন তোমাদিগকে
যোগ্যতায় অনুরঞ্জিত ক'রে
প্রাপ্তিকে অবাধ ক'রে তোলে,—
এই-ই মঙ্গলময়ের নিকট
তাঁ'দের অনুক্রিয় অযুত প্রার্থনা
ও ইষ্টার্থ-অনুক্রিয় আকূতি হ'য়ে উঠুক,
স্বস্তির অধিকারী হ'য়ে ওঠ তোমরা,
এই অর্ঘ্য-অবদান
তোমার ইষ্ট, আদর্শ, প্রিয়পরম
বা তৎস্থলাভিষিক্ত যিনিই থাকুন না কেন—
তাঁ'রই জীবনবেদীতে নিবেদন ক'রো,
আর, তিনি যা'কে যেমনতর দেন
তা'ই নিয়েই তা'রা চ'লতে থাকুক। ১২৫।

ইষ্টাপূত সার্থকতায়
তুমি সকলের দাস হও,
কিন্তু অর্থের লোভে নয়,
বরং পরিচর্য্যী আত্মপ্রসাদ নিয়ে। ১২৬।

কা'রো চাকর হ'তে যেও না,
বরং সেবক হও,

আর, সেবার অনুপ্রেরণা
যেন অন্তঃস্থ অনুকম্পনা হ'য়ে ওঠে ;
চাকুরী কিন্তু—
চাকর-মনোবৃত্তিসম্পন্ন ক'রে তোলে,
ক্রীতদাস ক'রে তোলে। ১২৭।

যে দেয় বা দিয়ে থাকে—
তা'র বল বৃদ্ধি না ক'রে
তা'কে যদি ভারাক্রান্ত ক'রে তোল,
তাহ'লে কিন্তু তোমার পাওয়া
ক্রমশঃই শুকিয়ে উঠতে থাকবে,
বুঝে-সুঝে চ'লো। ১২৮।

তোমার অনুচর্য্যী আপ্যায়নায়
স্বস্তি ও তৃপ্তি লাভ ক'রে
প্রসন্ন অনুকম্পায়
যদি কেউ তোমাকে আত্মতৃপ্তির জন্য
কোন-কিছু উপঢৌকন দেয়—
তোমার পক্ষে মঙ্গলপ্রদ এমনতর,
আর, সে-দান যদি
বাধ্যতা-নিষ্কাশিত না হয়,
সে-অবদান
তোমার জীবনীয় আত্মপ্রসাদ,
তোমার পক্ষে অমৃতনিষ্যন্দী তা' ;
এমনতর গ্রহণ
পাপ-প্রদায়ক নয়,
বরং পুণ্যের পবিত্র আহ্বান। ১২৯।

মানুষের শারীরিক, মানসিক
ও সাংসারিক অবস্থাকে বিবেচনা ক'রে—

যদি চাইতেই হয়
তবে এমনভাবে চেও
যা'তে তা'র কষ্ট না হয়,
বরং তা'র কষ্ট দেখলে
উদ্বেজনা দেখলে
সাধ্যমত সাহায্যই ক'রো,
আর, ঐ সাহায্যের বিকল্পে
কিছু চেও না কখনও ;
এমনি ক'রেই সব দিক দিয়ে—
নিজেরই হো'ক
পরেরই হো'ক—
সেবানুচর্য্যা-প্রবৃত্তি ও কৃতিসম্বেগ
বাড়িয়ে তুলো ;
মানুষকে অসুবিধায় বিব্রত থাকতে
যত না দিতে পার
ততই ভাল কিন্তু,
তোমারও সুবিধা ঐ পথে। ১৩০।

ইষ্টার্থে
যদি কেউ তোমার কাছে কিছু দেয়—
তা'র এতটুকুও তুমি গ্রহণ ক'রো না,
তোমার বা তোমার পরিবারের জন্য
তা' নিও না,
এই নির্লোভ না-নেওয়া
এবং আগ্রহ-তৃপ্ত অনুপ্রাণনায়
তাঁ'র কাছে সেটা পৌঁছে দেবার ভিতর
যে-আপ্রাণতা আছে,—
সে-আপ্রাণতার সম্বেগ যেমনতর হবে
তোমার ব্যক্তিত্বের অবস্থাও
ক্রমশঃ তেমনতর হ'য়ে উঠবে—

অস্খলিত উদ্দাম নন্দনার
বিভূতি বহন ক'রে,
সার্থকতা তোমাকে ব্যাহত ক'রবে না ;
এই রাগ-সন্দীপনা
ইষ্টার্থপরায়ণ শৃঙ্খলাকে
আবাহন ক'রে
তোমাকে
সার্থকতায় ন্যস্ত ক'রে তুলবে,
মনে যেন থাকে ;
আর, কেউ যদি তা' গ্রহণ করে
বা নিজের জন্য ব্যবহার করে,
প্রায়শঃই দেখতে পাওয়া যায়,—
তা'তে তা'র
আত্মপ্রসারণার ব্যাঘাত হয়—
ব্যতিক্রমের দুষ্ট অভিসার নিয়ে। ১৩১।

লোকে দেখে—
তোমার নিষ্ঠাও আছে,
প্রেষ্ঠ বা ইষ্টের জন্য
তোমার আপ্রাণতাও কম নেই,
তোমার জীবনের ব্রত হ'ল—
কতকগুলি ধর্ম্মাভিমানী
ঠাটঠমকওয়ালা বাগ্‌বিন্যাস—
যা'তে লোকে বোঝে—
তুমি বেশ শিষ্ট, নিষ্ঠাসম্পন্ন ;
কিন্তু তা'র যখন অভাব হ'ল—
তখনই চ'ললে খোঁজ ক'রতে—
যা'র কাছে কিছু
ধৃতিবিদ্যার কেরদানি শিখতে পার ;

নিবিষ্টচিত্তে তুমি কিছু ক'রলে না—
মানুষে যা'ই বুঝুক
অন্তরে তোমার প্রীতিই নাই,
অর্থাৎ, তোমার আছে—
মানুষের কাছে বড় হবার
চালবাজি
বা ভাঁওতাবাজি মাত্র,
চরিত্র বা স্বভাবের কিছু হয়নি,
লোকের ইষ্ট হ'তে পার—
বা প্রেষ্ঠ হ'তে পার—
এজন্য ইষ্ট বা প্রেষ্ঠের
রকমারি তাৎপর্য্যে
সেগুলি ব্যবহার ক'রলে,
লোককেও তাক ধরিয়ে দিলে,
তোমার এমনতর নিশানা
কী ব'লে দেয়—জান?
তোমার অহংদীপ্তি আছে—
ইষ্টপ্রীতি মন্থরই,
তা'র জন্য আকুলতাও নাই ;
অবাস্তব
অর্থাৎ, যা' তোমাতে নাই
এমনতর বড়-বড় কথার আমদানি ক'রে
লোকচক্ষুতে দাঁড়ানোই তোমার ব্যবসা,
তুমি নিজেকে তো ফাঁকি দিয়েইছ,
বহু লোককে ফাঁকি দিতেও
কিন্তু কসুর করছ না,
ফাঁকির ফল—কিন্তু ফাঁকিই হয় ;
নিষ্ঠা, বোধ ও অনুভূতিকে বাদ দিয়ে
শুধু ভাষা ও ভেশে
সাধু হ'তে যাওয়া মানেই—সব হারানো,

বাস্তবভাবে নিজেকে হারানো,—
মনে রেখো। ১৩২।

তোমাকে ভালও হ'তে হবে—
বোধ ও কর্ম্মের সুসঙ্গতির সহিত
ক'রে চ'লে,
মন্দই যদি হ'তে চাও
তা'ও কিন্তু হ'তে হবে—
ঐ বোধ ও কর্ম্মের
সহযোগ-তৎপরতায়,
কিংবা স্থবির হ'য়ে থাকতে হবে—
ঐ বাক্, কর্ম্ম ও চিন্তার
সমবায়ী অলস উদ্যমে,
সব চেয়ে তাই-ই ভাল—
যা'তে বোধ ও কর্ম্মের
সুসঙ্গতিশীল সৎ-সন্দীপনায়
নিজেকে সুসন্দীপ্ত ক'রে তুলতে পার ;
আবার, যেমনতর বোধ ও কর্ম্ম
তোমাকে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবে—
তুমি অনুকম্পাশীলও হবে তদনুপাতিক ;
তাই, আমি বলি—
সু-বোধ ও সু-কর্ম্মের সুসংহতিতে
নিজেকে সংস্থ রেখে
অনুকম্পাশীল হ'য়ে
অনুচর্য্যাপরায়ণ হও,
অসৎ-সন্দীপনা যা'-কিছু আছে—
অলস স্বার্থবুদ্ধি যেগুলি আছে—
উদ্দীপ্ত আক্রোশ যেখানে উচ্ছল হ'য়ে
তোমাকে অসৎ-সম্পাতে নিয়োগ ক'রছে—

সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে
ইষ্টনিষ্ঠ আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমসুখপ্রিয়তায়
তাঁ'র নিদেশ-পালনে
ব্যাপৃত হ'য়ে চল,
এমনি ক'রেই প্রতি হৃদয়ে
তুমি পরিব্যাপ্ত হ'য়ে ওঠ,
তোমার জীবন ব্যষ্টিসহ সমষ্টিকে
প্রসাদ-সন্দীপনায় উচ্ছল ক'রে তুলুক,
ব্যাপ্তির বিষুবরেখায়
নিষ্ঠানন্দিত অনুপ্রাণনায় সুসংহত হ'য়ে
সাম্য ঘোষণা করুক,
প্রীতি-সন্দীপনায় অনুরঞ্জিত হ'য়ে
সমস্ত হৃদয়কে সত্ত্বরঙ্গিল ক'রে তুলুক,
ব্যক্তিত্ব তোমার
আশিস্‌মণ্ডিত হ'য়ে উঠুক। ১৩৩।

তুমি
কোথায়
কখন
কেমন বৃত্তি নিয়ে
কিভাবে—
আবার কখন
কোথায়
কেমন তৎপরতা নিয়ে
ঐ ভাববৃত্তি-অনুগ তাৎপর্য্যে
কী কর!—
ঐ ভাবানুগ করার ভিতর
সামঞ্জস্যই বা কী!

অসামঞ্জস্যই বা কী আছে!—
সেগুলি স্মরণে রাখ ;
আবার, তা'ই দিয়ে বিবেচনা কর—
তোমার ব্যতিক্রম বা বর্দ্ধনার
হেতুই বা কী!
আর, সামঞ্জস্যই বা কোথায়
ভাব ও প্রকৃতির ভিতরে—
এমনি ক'রে ঠিক কর ;
তোমার বাহ্যিক সম্বেদনায়
ভাবানুগ তাৎপর্য্যের সাথে
কেমনতর কী সংঘাতে
কোন্ তাৎপর্য্যেরই বা
আবির্ভাব হয়ে থাকে!
এই আবির্ভাবের
ব্যতিক্রমই বা কোথায়!
কেমনতরভাবে হয়!—
বিনিয়ে-বিনিয়ে
সব দেখতে চেষ্টা কর ;
নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্য
ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
যেগুলি সংশোধন করা উচিত
সংশোধন ক'রে নাও,
যেখানে যেটা বাদ দেওয়া ভাল—
বাদ দাও,
হুবহু রাখা যেটা সমীচীন—
সেখানে তা'ই রাখ ;
এমনি ক'রে তোমার ব্যক্তিত্বকে
নিরখ-পরখ ক'রে চল—
সমীচীনতায় নিষ্ঠ হ'য়ে ;

মানসিক উদ্বর্ত্তনা
শারীর সন্দীপনার ভিতর-দিয়ে
কোথায় কেমনভাবে কাজ করে—
সেটাকে দেখে-বুঝে বিহিত কী!—
আর, বিধিই বা কী!—
সেগুলিকে নির্ণয় কর—
সুস্থ-অসুস্থের সম্বেদনা নিয়ে
স্বস্তির সম্বোধনায়
বিহিত কৃতি-উল্লোল তাৎপর্য্যে ;
এমনি ক'রে আন্তরিক ঐশ্বর্য্যগুলি
ঐশী তৎপরতায় বিনায়িত ক'রে
ব্যক্তিত্বকে ক্রম-তৎপরতায়
উচ্ছল ক'রে তোল ;
প্রয়োজন-মাফিক
যেখানে যেমন করা দরকার
তা' ক'রতে পার কিনা দেখ,
আর, দেখ,—কিসে তোমার
এগুলি সার্থক হ'য়ে উঠে
লোকহিতী উদ্বর্ত্তনায়
ক্রমাবর্ত্তিত হ'তে পারে ;
মন কি
প্রকৃতিরই কৃতি-উৎসারণা নয়—
যা' করার ভিতর-দিয়ে
বাস্তবে রূপায়িত হ'য়ে
বিন্যাস-বিভক্তিতে
সংস্থাপিত হ'য়ে থাকে
বোধ ও কৃতির ভিতরেই?
কোন এককে
প্রীতিকেন্দ্র ক'রে
জীবন ও মানস-সমুদ্রে

একটা বিহিত বিধায়নার সহিত
সঙ্গতির শুভ-বৈশিষ্ট্যে
বিহিত প্রাজ্ঞ-বোধনা নিয়ে
সমাধানে দাঁড়ানো ছাড়া
উপায় আছে কিনা
সেদিকেও নজর রেখো,
ভেবো—
ভাব-উল্লোল
অর্থাৎ, হওন-তাৎপর্য্যে উল্লোল হ'য়ে ;
কি হবে?
পারবে?
দেখ তো! ১৩৪।

মানুষকে
বিশেষ ক'রে যা'দের
শ্রদ্ধা-অন্বিত অনুরাগ আছে—
কৃতি-চলন নিয়ে,—
তা'দিগকে শুধরে নিতে সাহায্য কর,
সময় দাও—
সার্থকতায় শুভ-সঞ্চলনশীল হ'তে,
যথাসম্ভব প্রশ্রয় দিয়ে চল ;
যেখানে যেমনতর অনুচর্য্যার প্রয়োজন
তা' দিতেও ত্রুটি ক'রো না—
এমনভাবে
যা'তে তা'র সম্বৃদ্ধ সার্থকতা
তোমাকেও স্পর্শ করে। ১৩৫।

শোধন-সন্দীপনা যদি
তোমার অন্তরে

নিবিষ্ট জাগরণেই জাগ্রত থাকে—
তুমি ইষ্টনিষ্ঠায়
নন্দিত হবেই কি হবে ;
সমস্ত দুরত্যয় যা'-কিছু
সেগুলিকে নিরোধ ক'রে—
মান-অপমান-ভর্ৎসনা—
তাড়ন-পীড়ন—
যা'-কিছু আসুক না কেন—
অন্তঃকরণের যা'-কিছু সম্পদ্ দিয়ে
সেগুলি নিরোধ ক'রে
উদ্দাম উৎসাহে
নিষ্ঠানিবেশী অন্তঃকরণে
বিধি-বিনায়নী যা'-কিছু কর্ম্ম
তা' ক'রতে
একটুও দ্বিধাবোধ হবে না ;
ভ্রান্তির দোহাই দিয়ে
তুমি স্থির থাকতে পারবে না ;
পরাক্রমী ঊর্জ্জনা—
উৎসুক-নন্দিত নন্দনা—
ক্রমেই আরোর পথে
চ'লবেই কি চ'লবে ;
থাকবে না কোন প্রশ্ন,
থাকবে না কোন দ্বিধা,
থাকবে না
পারা কি না-পারার দ্বন্দ্ব—
তা' অন্তরেই হো'ক
আর বাইরেই হো'ক ;
তোমার অন্তঃস্থ
যে-চাহিদা আছে—

পারগতায় সার্থকতা লাভ ক'রতে
দুন্দুভির খর-নিনাদে
সেটা গ'র্জ্জে উঠবে ;
অন্তঃকরণে
কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যে
সেগুলি বিনায়িত ক'রে
অনুশীলনী-তাৎপর্য্যে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সার্থক সন্দীপ্ত হ'য়ে
পারগতার
দীপালী আলো হ'য়ে উঠবে তুমি,—
অভয়-আলিঙ্গনে
ভয় ও সন্দেহকে নিরস্ত ক'রে ;
অনুকম্পী প্রীতি-উদ্দীপনা
তোমাকে দরদী ক'রে
সব-কিছুতে নিবিষ্ট ক'রে
শুভ-তাৎপর্য্যে
তা'দিগকে মূর্ত্ত ক'রে তুলবে,
আশান্বিত ক'রে তুলবে,
বিভবান্বিত ক'রে তুলবে,
তোমার চলনই হবে
ঊর্জ্জনাশীল ;
একনিষ্ঠ অন্তঃকরণে
আরো-আরোর পথে চ'লে
সার্থকতাকে কুড়িয়ে নেওয়াই
হবে তোমার—
অন্তর্নিবেশী তাৎপর্য্য ;
পরিবেশ উল্লাস-নন্দনায়
তোমার পরির্য্যায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে

তোমাকে প্রীতি-আলিঙ্গনে
উদ্ভাসিত ক'রে তুলবে—
সাহায্যে সম্বুদ্ধ ও সম্বৃদ্ধ ক'রে ;
ব্যক্তিত্বের এই বিভব-বিভূতি
তোমাকে তো
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলবেই,
তা' ছাড়া—
পরিবেশের প্রত্যেককে
অন্ততঃ ইচ্ছুক যা'রা—
তা'দিগকে ঐ উর্জ্জী-দীপনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে
নন্দনার স্ফীত তাৎপর্য্যে
অনুশীলন-তৎপর ক'রে
তা'দিগকে সার্থকতায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলবে,
তাহ'লেই হবে—
তোমার অন্তরের হ্লাদন-নন্দনা ;
ঐ নিষ্ঠা
ঐ আনুগত্য
ঐ কৃতিসম্বেগ
ঐ শ্রমসুখপ্রিয়তা
তোমা হ'তে বিকীর্ণ হ'য়ে
পরিবেশের প্রত্যেকের ভিতর
সংক্রামিত হ'য়ে
তা'দিগকে পরম উৎসব-নন্দনায়
উৎসারিত ক'রে
ধীমান-দ্যোতনায়
তোমাকে আহ্বান ক'রবে ;
সুখী হবে তুমি,
সুখী হবে তা'রা,

আর, ঐ শিক্ষাপ্রবুদ্ধ অনুনয়ন
সবাইকে কৃতিমান ক'রে তুলবে—
ঐ দ্যোতনাশীল তাৎপর্য্যে ;
অকাট্য আগ্রহই যদি থাকে—
কৃতিসম্বেগ আরতি নিয়ে
তোমার উদ্বর্দ্ধনাকেই যদি
শুভ-সন্দীপ্ত ক'রে তুলে থাকে—
ভেবো না তুমি,
কর,
আর ক'রেই চল ;
আলিঙ্গন-উৎসারিত অন্তঃকরণে
তোমার অস্তিত্বই
সুঠাম-সঙ্গীতে গেয়ে উঠুক—
সবারই অন্তঃকরণে
হর্ষ-নন্দনা জাগিয়ে—
'ভয় নেই,
তুমিও পারবে,
পারবে,—
তুমিও পারবে'। ১৩৬।

যা'রা পয়সার চাহিদায়
বা স্বার্থের চাহিদায়
ইষ্ট বা গুরুজনের সেবা করে—
তা'রা গুরুজনের সেবা করে না,
সেবা করে ঐ অর্থ বা স্বার্থের,
তাই, নিষ্ঠার সেখানে অভ্যুদয় হয় না,
যোগ্যতাও সেখানে
শিষ্ট হ'য়ে ওঠে না,

ঐ অর্থের অবসানে—
সেবারও অবসান হ'য়ে ওঠে সাধারণতঃ। ১৩৭।

তুমি যাঁ'র আশ্রিত,
যাঁ'র আশ্রয়ে থেকে পরিপালিত হ'চ্ছ
বা কখনও হ'য়েছ,
তোমার প্রথম ও প্রধান
সত্তাসম্বেগই হওয়া উচিত
তাঁ'র ক্ষতিকর কিছু দেখলেই
তা'কে নিরোধ করা,
আর, ক্ষতিকর কিছুকে
প্রশ্রয় না-দেওয়া ;
তোমার নিজস্ব কোন দাবীর তোড়ে
তাঁ'কে লাঞ্ছিত ক'রে তুলো না,
তা' করা মানে—
দয়াকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তোলা,
তাঁ'র যা' জোটে
তিনি যেমন দেন—
তা'ই নিয়েই
তোমার সত্তা পরিপালন ক'রো,
বিক্ষুব্ধ হ'য়ো না,
কাউকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলো না ;
সঙ্গে-সঙ্গে চাই—
যেখানে তাঁ'র যেমনতর প্রয়োজন
তেমনিভাবেই
মাঙ্গলিক সম্বেদনার সহিত
বিহিতভাবে তা'র পরিচর্য্যা করা,
তিনি যে তোমার পরিপালক—
সমস্ত প্রবৃত্তি দিয়ে
সেটিকে জানা, বোঝা,

তেমনিভাবেই তা'কে সংরক্ষিত ক'রে চলা ;
তা' যদি না কর—
তোমার পালন-প্রবৃত্তি
তোমাকে ব্যাহত ক'রে তুলবে,
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে উঠবে তুমি,
সাত্বত সম্বেদনা—
যা' তোমার জীবনীয় সম্বল—
লুব্ধ প্ররোচনায়
সে-ও খিন্ন হ'য়ে উঠবে ;
ফলে—ভবিষ্যের কোলে
তোমার স্থান দুর্গম ও জাহান্নমের
উৎসারণী আহ্বান ছাড়া কিছুই না,
সাবধান!
ভবিষ্যতে যদি তুমি
সেখানে না থাক—
তা'ও তাঁ'র প্রতি তুমি
তেমনি নজর রেখে চ'লো। ১৩৮।

ইষ্টসান্নিধ্যেই
যদি থাকতে চাও—
তা' তো ভালই,
তাঁ'র গলগ্রহ হ'য়ে নয়,
তাঁ'কে গলবিগ্রহ ক'রে নিয়ে,
তাঁ'কে তৃপ্তি-উচ্ছল ক'রে ;
এমনি ক'রেই ইষ্টনিষ্ঠাকে
অস্খলিত ক'রে তোল—
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমসুখপ্রিয়তার স্রোতল চলনে,

আর, তাঁ'কে সার্থক ক'রে তোল—
সেবা-সন্দীপনা যা'-কিছু করণীয়—
সব কিছুতে,
সুদক্ষ হ'য়ে উঠতে চেষ্টা কর—
মান-অপমান
তাঁ'র ভর্ৎসনা-তাড়ন-পীড়ন
সব যা'-কিছুতে
নিজেকে সাম্যে রেখে
সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে,—
যেন বিরক্তি না আসে,
তিক্ততা না আসে,
কটুদৃষ্টি না আসে ;
আর, এইভাবে
নিবিষ্ট মনন-দর্শনের ভিতর-দিয়ে
যা'-কিছু করণীয় সবগুলি
বেশ বিবেচনার সহিত
চৌকস চাতুর্য্যে
নিষ্পাদন ক'রে চল ;
আর, সঙ্গে-সঙ্গে
ইষ্টার্থকে চিন্তা ক'রে—
তিনি কী প্রত্যাশা করেন তোমার কাছে—
শিষ্ট নিবেশ নিয়ে
সেগুলিকে আয়ত্ত ক'রতে চেষ্টা কর,
তাঁ'র অনুজ্ঞার অপেক্ষা না রেখে
নিজে-নিজেই বুঝে তা' নির্ণয় ক'রো,
তা'ও যদি না পার—
তাঁ'কে জিজ্ঞাসা ক'রো,
ক'রে
সার্থকতা লাভ কর তা'তে ;

যা' যা' করার সেজন্য—
তা' পড়া-শোনা-লেখা,
কাষ্ঠ আহরণ করা, খড়ি ফাঁড়া,
রান্নাবান্না যা'-কিছু
সব ঐ তাৎপর্য্যে বিনিয়ে
হাতে-কলমে,—
ক্রমান্বয়ে পারগতাকে
শিষ্ট তালে বাড়িয়ে ;
পটু শরীর থাকতে
কখনও ভেবো না—
কোন কিছু পারবে না ;
এমনি ক'রেই দেখবে,
বাস্তব শিষ্ট দর্শনও
তোমার বেড়ে যাবে—
অনুশীলনী তৎপরতাকে নিয়ে,
ক্রমান্বয়ী তাৎপর্য্যে তুমি
সব তা'র ভিতর-দিয়ে
সিদ্ধ সার্থকতায় উপনীত হ'য়ে উঠবে,
কৃতবিদ্য হ'য়ে উঠবে তুমি,
আর, অস্খলিত হ'য়ে উঠবে
তোমার ব্যক্তিত্ব—
তা' কথাবার্ত্তায়, চালচলনে
আচার-ব্যবহারে ;
আর, তখন থেকেই দীক্ষা
তোমাকে দক্ষ ক'রে তুলতে থাকবে—
ক্রমাধিগমনে সব-কিছুতে ;
নয়তো, সবই ব্যর্থ হবে কিন্তু
প্রবৃত্তির মাতাল-প্ররোচনায়। ১৩৯।

যদি ইষ্টসান্নিধ্যই তোমার ভাল লাগে,
তাঁ'র পরিকর হওয়াই যদি তোমার
জীবনের সার্থকতা ব'লে মনে হয়,
বিনা ওজরে, বিনা আপত্তিতে
আত্মম্ভরিতাকে বিসর্জ্জন দিয়ে
তাঁ'র কাজে, তাঁ'র সেবায়
নিজেকে নিয়োজিত কর,
আর, শারীর-সঙ্গতি নিয়ে
সমীচীন তাৎপর্য্যে অটুট হ'য়ে
সুস্থ হ'য়ে
যা'তে থাকতে পার তা'ই ক'রো—
ঊর্জ্জী আবেগ নিয়ে,
অসুস্থতার, বিপর্য্যয়ের ইন্ধন হ'য়ো না ;
মনে রেখো—
তাঁ'র করার বিনিময়ে
পরিচর্য্যার বিনিময়ে
কিছুই গ্রহণ ক'রবে না,
যদি পরণে কাপড় না জোটে,
পেটে দুটো ভাত না জোটে,
তা' নিয়েও তাঁ'র কাজে
অস্খলিত হ'য়ে থাকবে,
দুঃখ-কষ্টের ওজর-আপত্তি
তুলতেই পারবে না,
ভাবতেও পারবে না,
কিন্তু, তিনি যদি কখনও কিছু দেন,
ফুল্ল কৃতার্থ হ'য়ে ওঠ তা'তে,—
এমন-কি তাঁ'র তাড়ন-পীড়নেও ;
সব যা'-কিছুকে সার্থক সঙ্গতিতে
বিনিয়ে নিতে হবে,—

প্রতিটি মানুষকে
প্রতিটি কাজকে
প্রতিটি ব্যবস্থিতির
বিহিত বিন্যাসকে
সার্থক সঙ্গতিশীল
অন্বিত তাৎপর্য্যে ;

আর, তাঁ'র কাছে
যদি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা উঁকিও মারে—
অর্থাৎ, টাকা-পয়সা, ভাত-কাপড়
যা'ই হো'ক না কেন,—
সেগুলিকে ছিঁড়ে ফেলে দাও,
আর, তা' যদি না পার—
ইষ্টসান্নিধ্যে থেকো না,

বরং বাইরে থেকে
ফাঁকে ফাঁকে
প্রস্তুতির তপে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে তোল—

তাঁ'র যা'-কিছু করণীয়
সেগুলিকে সাধু সন্দীপনায়
অভ্যাস ক'রতে-ক'রতে ;

যখন অন্তর তোমার
ঐ অমনতরই হবে,—
বিনা ওজরে
বিনা আপত্তিতে
বিনা স্বার্থাকাঙ্ক্ষায়,
তাঁ'র প্রতি অকাট্য আকর্ষণে
উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
উৎসারিত হ'য়ে

দূরে যদি না থাকতে চাও
তখন এসো—
ঐ পরিকরী কারুকার্য্যে
নিজেকে নিয়োজিত ক'রতে,
তোমার জন্য
কাউকে দায়ী ক'রতে পারবে না ;
সিদ্ধকাম হ'য়ে
সিদ্ধার্থ হ'য়ে ওঠ,
তা' কি পারবে?
পার যদি, লেগে যাও। ১৪০।

সাত্বত গুণ-অর্জ্জনাই
যদি লাভ ক'রতে চাও—
তাহ'লে
ইষ্টসন্নিধানে বসবাস ক'রে
চ'লতেও হবে তেমনি ক'রে,
ক'রতেও হবে তা'ই—
ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য
ও কৃতিসম্বেগকে
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায় বজায় রেখে ;
ঐ ইষ্টের নিদেশগুলিকে
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে
নিখুঁতভাবে পরিপালন ক'রে
তৃপ্তিতে ভরপুর হ'য়ে
উঠতে পার যা'তে—
তা' তো ক'রতেই হবে,
এ তো সাধারণ কথা ;
তাই, যা'রা দূরে থাকে—
এমনতর কেউ যদি

ইষ্টসান্নিধ্যে আসে—
যখনই আসুক না কেন,
তা'দেরও অন্ততঃ তিনটি দিন
ঐ অমনতর অনুবেদনা
অমনতর কৃতিসম্বেগ
ঐ অমনতর শ্রমপ্রিয়তা নিয়ে
তাঁর নিদেশগুলি
পালন ক'রতে হবে,
আর, তা' সার্থক ক'রে
নিজেকে সার্থক ক'রে তুলতে হবে ;
মাঝে-মাঝে এমনতর ক'রলেই
আস্তে-আস্তে দেখতে পাবে—
তোমার রকমগুলি অমনতর
ইষ্ট, আচার্য্য ও অধ্যাপক-অনুপ্রাণতায়
রঙিল হ'য়ে উঠছে,
ঐ রং তোমার ভাববৃত্তিকে
ক্রমে-ক্রমে রঙিল ক'রে তুলে
এমনতরই একটা জীবনের
রকম ক'রে তুলবে—
যে, তুমি ঐ সৌষ্ঠবে
সৌষ্ঠবান্বিত না হ'য়ে
চ'লতে পারবে না ;
আর, সুচিন্তন ও মননশীল তৎপরতায়
যা' ক'রছ—
সেগুলিকে অনুধাবন ক'রে
সার্থক সঙ্গতিতে
শিষ্টসুন্দর ক'রে তোলা চাই,
তা' যা'ই কেন না হো'ক্,
যে-কাজই কেন না হো'ক্,

আবার,

নিজেকে নিরখ-পরখও করা চাই,

কখন কী অবস্থায়

মানসিক বিকার ঘটে,

কী ক'রলে ঘটে না,

কী ক'রলে তা'র সংশোধন হ'তে পারে,

কী ক'রলে আরো, আরো, আরোর দিকে

বেড়ে চলা যায়—

তা' ক'রে চল অমনতর ক'রে,

দেখবে—

একটা তৃপ্তিভরা ব্যক্তিত্বের

উদ্ভব হ'য়ে উঠছে ক্রমশঃই তোমার ভিতর ;

কুক্রিয়াগুলি সব তল্‌ছা প'ড়ে চ'লেছে,

আর, শ্রেয়নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ

শ্রমপ্রিয় তৎপরতায় সচ্ছল হ'য়ে উঠছে

উচ্ছল উদ্যমে,

ভাগ্যদেবী ক্রমশঃ শিষ্ট ভজনে

তোমাকে নন্দিত ক'রে তুলছেন ;

তাঁ'কে আপদ্‌শূন্য ক'রে রাখা,

বিব্রত না হ'তে দেওয়া,

—প্রতিপ্রত্যেকে অমনতর

দায়িত্বশীল হ'য়ে না চ'ললে

ঐ নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ,

শ্রমপ্রিয় তৎপরতা

কি কখনও পুষ্ট হয়?

শ্রেয়ধর্ম্মী হয়?

না, নিজের ভিতরে

স্বতঃসন্ধিক্ষু বোধবিবেক ও বিচারে

স্বতঃ-বিনায়নী তাৎপর্য্যে
ব্যক্তিত্ব উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে?
তাই, তুমি যেমন থাক,
আর যা'ই-ই কর,
তাঁ'কে প্রথম ও প্রধান ক'রে রাখ—
আত্মস্বার্থসন্ধিৎসু না হ'য়ে
অর্থাৎ, এক-কথায়
আত্মস্বার্থে না দাঁড়িয়ে ;
শিষ্ট অনুশীলনী কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে
সব দিক্-দিয়ে
তাঁ'কে সার্থক ক'রে তোলার
শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্যকে
নিজ সত্তায়
সব সময়ে সজাগ ক'রে রাখ ;
তা'তেই তো
সাত্বত সত্তা হ'য়ে ওঠে
সম্বৃদ্ধিস্রোতা ও বৃহৎ পরিপুষ্ট—
তা' বিদ্যায়, শৌর্য্যে,
পরাক্রমী ঊর্জ্জনার
উচ্ছল ঔজ্জ্বল্য নিয়ে। ১৪১।

শ্রেয়কে নিয়ে যে থাকে,
তাঁ'র অনুচর্য্যাপ্রাণতা যা'র আছে,—
তা'র অন্ততঃ
লোককে দোষদৃষ্টি নিয়ে দেখলে,
কথা বা ব্যবহারে তেমনতর ক'রলে
চ'লবে না,
তা'দের ভিতর গুণ যা' আছে
সেগুলির আদর ক'রে
দোষগুলির হৃদ্য নিরোধ ক'রতে হবে,

বিহিত স্থানে, বিহিতভাবে
কঠোরও হ'তে হবে,
তা'তে নিজকে লোকে কী কয়
বা কী দৃষ্টিতে দেখে
ভাবলে চ'লবে না ;
দ্বিতীয়তঃ, সব সময় সাত্বত জাগ্রতি,
সহজ সাত্বত আচার
নিয়ে তো চ'লতেই হবে,
আর, যা'-কিছু দেখা, শোনা
সবগুলির ভিতর-দিয়েই
ঐ সাত্বত অভিনিবেশ-সমর্থক
যা'-কিছু কুড়িয়ে নিয়ে
বিপরীত যা'-কিছু আছে
সেগুলি কী ক'রলে
কখন কিভাবে
সাত্বত বৃদ্ধির কারণ হ'য়ে ওঠে,
তা' দেখতে হবে,
আর, অচ্যুত ক্রমাগতি নিয়ে
ঐ আগ্রহ-উন্মাদনাকে
অচ্ছেদ্য ক'রে চ'লতে হবে,
সমস্ত দোষ ও গুণকে
অতিক্রম ক'রে
ঐ পরমগুণকে সুজাগ্রত আগ্রহে
অচ্যুত ক'রে রাখতে হবে ;
তৃতীয়তঃ, সব সময় হিসাব ক'রতে হবে—
করণীয় কী আছে,
কী করা হয়নি,
আর, যথাসময়ে
কেনই বা ক'রতে পারা যায়নি,

সেগুলিকে নিরাকরণ ক'রে
সেগুলির বিহিত কৃতি-সম্পাদনায়
নিজেকে খাড়া রাখতে হবে,
আর, মাঝে-মাঝে দেখতে হবে—
সে নিজে কেমন,
তা'র দোষ-ত্রুটি-ভুলই বা কী,
আর, কীই বা তা'র জীবন-চলনার পথে
শুভপ্রসূ,
বিবেচনা ক'রে বিহিত ব্যবস্থা ক'রতে হবে—
মন্দকে নিরসন ক'রে
ভাল যা'-কিছুকে উচ্ছল ক'রে—
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ের পরিপ্রেক্ষায় ;
এক-কথায়, কী ক'রতে হয়,
কী করার উত্তরে প্রকৃতি কী দেয়,
অর্থাৎ, কী ক'রলে কী পাওয়া যায়
সেইটে ইয়াদে রেখে
শুভ যা'
সেই দিকে চলৎশীল থাকতে হবে ;
চতুর্থতঃ, তা'কে জীবনীয় চলনায় চ'লে
শ্রেয়-জীবনতপা হ'তে হবে—
ঐ তপশ্চর্য্যার ভিতর
সাধন-সন্দীপনা নিয়ে,—
যে-সাধনার ভিতর-দিয়ে
সে নিষ্পন্ন ক'রতে পারে
করণীয় যা'-কিছুকে সহজ ও সুন্দরভাবে—
কথাবার্ত্তা, হাবভাব, হাসি-ঠাট্টা-তামাসা,
আলাপ-প্রলাপ যা'-কিছুই করুক না কেন,
ঐ আগ্রহের আলোকে সব-কিছুতে সতর্ক দৃষ্টি রেখে ;
যা'-কিছু ত্বরিত-সুন্দরে

যা'তে নিষ্পন্ন ক'রতে পারা যায়—
এমনি ক'রেই চ'লতে হবে,
অর্থ-অনটনের কথা ভেবে
মুহ্যমান না হ'য়ে
সমস্ত কথা, করা ও চলা—যা'-কিছুতেই
কৃতি-সন্দীপী দক্ষ হ'য়ে উঠতে হবে,
যা'র ফলে—অর্থ, ঐশ্বর্য্য, অনুকম্পা
পরিবেশের প্রত্যেকের ভিতর থেকে ছুটে
প্রীতি-অর্ঘ্য হ'য়ে
তা'র কাছে এসে
আপনিই উপস্থিত হয় ;
এই হ'চ্ছে চারটি টোটকা কথা—
যা' ভাষায় ব'ললাম,
—এমন যদি কেউ পার,
শ্রেয়ের কাছে আস,
না পার,
বাজার গরম ক'রে
তোমারও লাভ নাই,
তাঁ'রও কিছু সুবিধা নাই। ১৪২।

পুরুষোত্তম যিনি, ইষ্ট যিনি,
শ্রেয়-পুরুষ যিনি,
তাঁ'র পরিকর হ'য়ে
তাঁর যা' যা' করণীয় আছে—
সব রকমে তা'র দায়িত্ব নিয়ে
ত্বরিত শ্রমপ্রিয় কৃতিযোগে
মূর্ত্ত ক'রে তুলো,
সিদ্ধ ক'রে তুলো,
সমাধান ক'রে তুলো,

যা'র ভিতর-দিয়ে
অনুপ্রাণিত যা'রা
সবাই সম্বদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
নিষ্ঠানুগত্য-কৃতিদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
সুধী সঞ্চারণায়
সবাইকে শিষ্ট ক'রে তোলে—
অনুপ্রেরণার উদ্ভাবনী কৃতিমন্ত্রে,
নিষ্পাদনী তাৎপর্য্যে ;
তা'তে তাঁ'র বা তাঁ'দের সেবা
শিষ্ট সমীচীনভাবেই চ'লবে,
কৃতিপরিচর্য্যায় পরিবেশও
তেমনতরই অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠবে—
একটা উচ্ছল পরাক্রমী তাৎপর্য্যে ;
ইষ্টের সব রকম দায়িত্ব তো নেবেই,
এমন-কি তাঁর পরিবার-পরিজনের
ভরণপোষণের দায়িত্বও ;
এমনতর চ'লে
তুমি যতই ধন্য হ'য়ে উঠবে,
তিনি বা তাঁ'রাও তেমনি
স্নেহগদ্‌গদ হ'য়ে উঠবেন,—
আকুল উদ্দাম অভিসারে,
আর, তোমার বা তাঁ'দের সহচর
আর যা'রা আছে—
তা'রাও নিষ্ঠানুগত্য-কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্যে শিক্ষাসিদ্ধ হ'য়ে
আরো হ'তে আরোতে
উচ্ছল হ'য়ে উঠবে ;
তাই বলি—
যদি তোমার অন্তঃকরণে

অস্খলিত নিষ্ঠানিপুণ তাৎপর্য্যে
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ উচ্ছল হ'য়ে থাকে,—
শ্রেয়শ্রম-তৎপরতায়,
এখনই ওঠ, এখনই দাঁড়াও,
কৃতিযোগে নিজেকে আহুতি দাও,
আর, স্মরণ কর—
সেই অভিসারী আহ্বান—
'উত্তিষ্ঠত!
জাগ্রত!
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত',
বস্তুবিদ্ হও,
কৃতিবিদ্ হও,
তাৎপর্য্যবিদ্ হও,
সার্থক সঙ্গতিশীল উৎসারণায়
যেখানে যেমনটি প্রয়োজন
তেমনি ক'রে
অবিশ্রান্ত কৃতিস্রোতগতি নিয়ে
সমাধান কর,
সঞ্চার কর,
প্রত্যেকটি হৃদয়কে
উদ্ভাসিত ক'রে তোল—
বিপুল পরাক্রমে
উর্জ্জনার অগ্নিমন্ত্রে ;
কেন?
তা' কি ভাল না?
জীবনকে সার্থক করার
হোমবহ্নি তো ঐ। ১৪৩।

গুরু বা ঈশ্বরের কাজে
কোন সর্ত্ত ক'রে
কখনই ব্রতী হওয়া ভাল নয়কো,
তুমি ঈশ্বরকে
পরীক্ষা ক'রতে যেও না,
পরীক্ষা কর—তোমাকে ;
যখনই কোন
সর্ত্তের উদ্ভাবন ক'রলে—
তা'র মানে—
তোমার নিষ্ঠাও সর্ত্তবদ্ধ,
আর, নিষ্ঠা সর্ত্তবদ্ধ হ'লে
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগও তা'ই,
তুমি ব'লে দিচ্ছ—
তোমার কিছু হবে না,
তোমার সাধন-ভজন
একটা ভাঁড়ামির
বেতাল উচ্ছ্বাস মাত্র ;
তুমি একনিষ্ঠ হও—
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমসুখপ্রিয়তার উল্লোল উচ্ছ্বাসে,
তুমি তাঁ'র সেবা কর,
তাঁ'র নিদেশ পালন কর,
আর, তা' নিষ্পাদন ক'রে কৃতার্থ হও,
আর, নিষ্পাদনের ভিতর
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখ—বাস্তবে—
শরীরে, মনে ও পরিবেশে—
কা'র সাথে সঙ্গতি
কোথায় কেমন আছে!

তা' ক'রলেই বা কী হয়—
না ক'রলেই বা কী হয়!
এমনি ক'রে বিহিতভাবে
তুমি সার্থক সুসঙ্গত হ'য়ে ওঠ—
ভক্তিনিবিষ্ট অনুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে ;
ভক্তি মানেই—রাগসন্দীপ্ত সেবা,—
যা' ক'রে তুমি তোমাকে
সার্থক বিবেচনা কর,
তা'তে যদি কষ্টও হয়—তা'ও ;
এমনতর বিশিষ্ট নিষ্ঠা নিয়ে
যদি চ'লতে পার—
সনির্ব্বন্ধ নিবেশ-সহকারে
কৃতি-উদ্যমে
নিজেকে রেহাই না দিয়ে
খাতির না ক'রে,—
তোমার ঐ কৃতি-পরিচর্য্যা
তোমাকে এমনতর করে
বা ক'রে তুলবে—
যা'তে সার্থক হবে তুমি,
ঐ প্রীতি-পরিচর্য্যী পরিবেষণ
প্রতি অন্তরকে সার্থক ক'রে
তোমাকে সার্থক উচ্ছল ক'রে তুলবে ;
আবার বলি—
ঈশ্বরের সান্নিধ্যে
ইষ্ট বা গুরুর সান্নিধ্যে
তুমি সর্ত্ত নিয়ে
কিছু ক'রতে যেও না,
পারবে না—
বিভ্রান্ত হবে ;

তা' যদি চাও—
যাদুর আশ্রয় নাও,—
একটা মিথ্যা বিকৃতির দ্বারা
যা'রা মনকে বিহ্বল ক'রে
তোমাকে যা'-তা' ক'রতে পারে ;
বুঝে দেখ—
যেমন চাও তেমনি ক'রতে পার। ১৪৪।

আশ্রমকর্ম্মীর শপথ স্বীকার পত্র

আশ্রম-শ্রমিক যা'রা—
শিষ্য বা ছাত্র যা'রা—
তা'দের অন্তঃস্থ
প্রথম ও প্রধান মূলধনই হ'চ্ছে—
ইষ্ট বা আচার্য্যনিষ্ঠা,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ—
যা' স্রোতল শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
অন্তরে উচ্ছল হ'য়ে চলে ;
সব কাজের ভিতর-দিয়েই
এই নিষ্ঠানন্দিত আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমসুখপ্রিয়তাকে
বিহিত পরাক্রমী তাৎপর্য্যে
ব্যক্তিত্বে উচ্ছল ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
সার্থকতার মূলধন,
এই শ্রমিক—
শিষ্য বা ছাত্র
যেই হো'ক না কেন,
দেখে নিতে হবে
বিহিত সন্ধানশীলতার সহিত—
কা'র কোথায় খাঁকতি
বা কোথায় বাড়তি হ'য়ে এটা চ'লেছে ;
ঐ ইষ্ট বা আচার্য্যনিষ্ঠা—
যা' আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সহিত
স্রোতল শ্রমসুখ-তৎপরতায়

উদ্ভাসিত ও উচ্ছল হ'য়ে চ'লেছে,—
সেই তা'কে
ঐ শ্রমিকের রকমগুলির সহিত
বিশেষ ক'রে ধীইয়ে দেখে নিয়ে
বিহিত পরখ ক'রে সংগ্রহ করা চাই ;
ঐ আচার্য্যনিষ্ঠা—
উপযুক্ত আনুগত্য
ও কৃতিসম্বেগের সহিত
যা'দের অন্তরে সুদীপ্ত হ'য়ে উঠে থাকে,—
যা'-কিছুই বল না কেন—
তা'দের পক্ষে
ঐ সব উচ্ছল অনুদীপনাকে
আয়ত্ত ক'রে
ব্যক্তিত্বকে বিদ্যুৎপ্রভ
শিষ্ট বৈধী-নিয়মনায়
বিনায়িত ক'রে তোলা
বিশেষ কঠিন হয় না ;
বিদ্যাবত্তার—
জ্ঞানবত্তার—
কৃতিবত্তার—
ঐগুলিই হ'চ্ছে—
প্রথম ও প্রধান আধান ;
যা'রা স্বার্থের লোভে—
ভাত-কাপড়ের দ্বারা
নিজেকে প্রতিপালনের লোভে—
অমনতর ব্রতে ব্রতী হ'তে চায়,—
তা'রা নিজেকে তো ভাঁড়ায়ই,
ঐ ভাঁড়ানো-বুদ্ধি নিয়ে
অন্যকে ভাঁড়াতেও
কসুর করে না ;

নিষ্ঠা-অধিষ্ঠিত
এই আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
যা' শ্রমসুখপ্রিয়তায়
লোলুপ হ'য়ে চ'লছে,—
কোন বিভব-বিভূতি
তা'র কাছে
যাপ্য হ'য়ে থাকে না,
উদ্ভাসিতই হ'য়ে ওঠে—
ক্রম-অনুশীলন-তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে,
আর, চরিত্রও সেইরকমে
বিনায়িত হ'য়ে ওঠে,—
স্বভাবের ভাবদীপনী উদ্দীপনা
তা'র ব্যক্তিত্বে বিধৃত হ'য়ে
এমন এক স্বতঃ-ঔজ্জ্বল্যের
সৃষ্টি ক'রে থাকে—
যা'কে দেখলেই মনে হয়—
কথায়-বার্ত্তায়-কাজে-কর্ম্মে
সে একটা দেবদীপী মানুষ ;
তাই বলি,
নিজের উদর-পূরণের জন্য
ভরণপোষণের প্রলোভনে
কাউকে ঐ আশ্রমকর্ম্মিভুক্ত ক'রলে—
হবে কিন্তু—
ব্যতিক্রমের বিচ্ছিন্ন বিকৃতিযুক্ত
আগুনের জ্বালাময়ী
আত্মঘাতী শরজাল,—
যা'র ভিতর-দিয়ে ঐ প্রবৃত্তি
অসৎ-উদ্দীপনায় উচ্ছল হ'য়ে
সব যা'-কিছুকে
বানচাল ক'রে দেয় ;

তাই বলি,
অটুট অস্খলিত নিষ্ঠানন্দনায়
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমসুখপ্রিয়তাকে
আলিঙ্গন ক'রে চল—
ইষ্ট বা আচার্য্যের
তাড়ন-পীড়ন-ভর্ৎসনা ও অপমানেও
অস্খলিত থেকে—
তা' ন্যায্যই হো'ক
আর অন্যায্যই হো'ক,—
বিশ্বস্তির কঠোর উন্মাদনা নিয়ে,—
আশ্রম ও আশ্রমবাসীর সংরক্ষণায়
বিপুল শিষ্ট পরাক্রমে
বিহিত প্রস্তুতির সহিত
সন্ধিৎসাশীল বোধ নিয়ে
সুসমীক্ষু তৎপরতায়
সুষ্ঠু শ্রমপ্রকরণ নিয়ে
বিহিত চাতুর্য্যের সহিত
যা'তে অপ্রতিহত হ'য়ে
চ'লতে পারা যায়—
তা'তে বদ্ধপরিকর হ'য়ে,
সার্থক হবে,
আর, মহামানবতার—
মহত্ত্বের—
ঐ একই মাত্র সোজা পথ ;
অমনতর জায়গায়
কোনপ্রকার ভণ্ডজাল যদি রাখ,—
পয়মাল হবে নির্ঘাত,
আর, পয়মাল ক'রবেও অনেককে নির্ঘাত ;

যা'রা ঐ শ্রমিক হ'তে চায়—
অমনতর ছাত্র বা শিষ্য হ'তে চায়,—
তা'দের অমনতর স্বস্তিবাচন—
যা' স্বাক্ষরিত হ'য়ে থাকে
অন্তরে-বাহিরে—
তা' গ্রহণ ক'রে
তা'কে নিয়োজিত ক'রো,
সুফল পাবে,
সুষ্ঠু সন্দীপনায়
সমাজ, পরিবেশ বা দেশের
ধৃতিসেবক সৃষ্টি হ'য়ে উঠবে,
যা'র ফলে,
সব রকম দৌর্ব্বল্যকে বিদায় দিয়ে
পরাক্রমী ঊর্জ্জনায়
নিজেকে অধিষ্ঠিত ক'রে
রাখতে পারবে ;
তুমি মানুষ হবে,
পরিবার, সমাজ, পরিবেশ ও দেশ
তা'দের অন্তঃকরণের
ঐ বিদ্যুদ্‌বিভায়
সবকে থমকে দিয়ে
চমকপ্রদ পরাক্রমে
প্রয়োজনীয় যা'-কিছুর
আবিলতা উৎখাত ক'রে
শিষ্ট সম্বেদনী
প্রীতিমুখর প্রাজ্ঞ দীপনায়
উচ্ছল হ'য়ে চ'লবে,
নয়তো—যে তিমিরে
সেই তিমিরে,—
তা' সবার ভিতর

অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে চ'লতে থাকবে—
অসৎ কৃতির উন্মাদনী তৎপরতায় ;
ভাব, বোঝ,
আর, যদি ক'রতে চাও—
এমনি ক'রে চল। ১৪৫।

প্রিয়পরমের আভাস
যে-ব্যক্তিত্বে বসবাস করে—
অচ্যুত প্রীতিপূর্ণ যোগাবেগ নিয়ে,
চারিত্রিক দ্যোতন দীপনায়,—
ঋত্বিকতার নিবাস সেখানে। ১৪৬।

ইষ্টনিষ্ঠাহীন অনাচারদুষ্ট
ধর্ম্মপ্রচারকই হো'ক,
ঋত্বিক্ই হো'ক,
আর, যে-ই হো'ক না কেন,
কখনই অনুসরণীয় নয়কো ;
অনুসরণে সাত্বত পতন
অনিবার্য্যই হ'য়ে ওঠে। ১৪৭।

ইষ্টার্থই যা'র এক লক্ষ্য,
লোকসম্ভারই যা'র সম্পদ্,
লোক-পরিচর্য্যাই যা'র ঐশ্বর্য্য,
লোকবর্দ্ধনাই যা'র ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠার
হোম-আহুতি,—
লোকপ্রীতির পরম স্থণ্ডিলে
তা'র জীবনাগ্নি যে
চিরপ্রজ্বলিত থাকে,
সে যে ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবন-যজ্ঞের
পরম হোতা—
সে যে যাগ-ঋত্বিক্। ১৪৮।

লাজ-লাঞ্ছিত ঋত্বিক্ সে
যে নিজের যজমানদিগকে
শুভ-সন্দীপনী তপানুশীলনার ভিতর-দিয়ে
নিজের জীবনবর্দ্ধনী লোকসেবাব্রতী
পরিচর্য্যার
উচ্ছল সম্পদ্ ক'রে তুলতে পারে না—
বিনায়নী তৎপরতায়,
অসুস্থ না-থেকেও
দ্বারে-দ্বারে যাচ্ঞাবৃত্তির দ্বারা
অপারগ আত্মকাহিনীর আবেদনে
খিন্ন হৃদয়ে
ভরণপোষণী অর্থ-সংগ্রহ ক'রে চলতে থাকে,
যা'র যজমানরা
আত্মতৃপ্তির অবদান-উৎসর্জ্জনায়
তা'কে নন্দিত ক'রে
প্রীত করে না ;
অনুশীলনহারা ঋত্বিকতা তা'র
অবমানিত হ'য়ে
কি লাঞ্ছিত-চলনে
নিঃসহায়ের মত চেয়ে থাকে না?
যে-ঋত্বিকের দরজায়
সাত রাজার ধন
অপ্রত্যাশিতভাবে মজুত থাকার কথা,
যে লোকশিক্ষক, লোকপ্রাণ,
লোকবর্দ্ধনার প্রকৃত হোতা,
এমনতর দৈন্যদীর্ণ চলন তা'র
সত্যই পরিতাপের বিষয়। ১৪৯।

যে-ঋত্বিক্‌রা যজমানপালী নয়কো—
তা' তা'দের নিজেরই হো'ক
বা অন্যেরই হো'ক,

যা'রা যজমানের সত্তাচর্য্যী নয়কো—
তা' যজমানেরই হো'ক
বা যে সৎসঙ্গী নয়
তা'রই হো'ক,
যে-ঋত্বিক্ যজমানের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির
পরিচর্য্যা করে নাকো—
যজমানের তো বটেই
তা' ছাড়া, যা'রা সৎসঙ্গী নয়, তা'দেরও—
—ঋত্বিকীর শুভ-অর্ঘ্য
তা'দের কি গ্রহণ করা উচিত?
যদি করে, তা' কি ধৃষ্টতা ছাড়া
আর কিছু?
যে-কোন ঋত্বিক্ই হো'ক না কেন—
অন্য ঋত্বিকের সাথে
যা'দের সঙ্গতি নেই,
কথায়-কাজে মিল নেই,
স্বার্থলুব্ধতাই যা'দের পেশা—
তা'দিগকে অর্থান্বিত না ক'রে,
যা'রা পরস্পর পরস্পরের নিন্দাবাদরত,
যা'রা লোকপরিচর্য্যী ক্লেশসুখপ্রিয়
তপঃ-সঞ্চারিণী পরিমার্জ্জনায়
শ্রমক্রিয় অনুকম্পী অনুবেদনা নিয়ে
পারস্পরিকতানিবদ্ধ হ'য়ে ওঠেনি,—
তা'রা কি ঋত্বিক্-পদবাচ্য? ১৫০।

যে-ঋত্বিকের কাছে তা'র ইষ্টদেবতা
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের আসনে
সুসন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠেননি,

ভক্তি-অভিদীপ্ত পরাক্রমশালী ঊর্জ্জনায়
যা'র হৃদয় আলোকিত নয়,
যে বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ নয়কো
এবং ঐ অনুশীলন হ'তে বহুদূরে,
শ্রেয় যা'র প্রেয় হ'য়ে ওঠেননি,
কৃতি-পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
শ্রমবিভোর নন্দনায়
অভিষিক্ত হ'য়ে ওঠেননি,
যে ক্লেশসুখপ্রিয়তাকে
শ্রমসুখপ্রিয়তাকে
আনন্দে বরণ ক'রে নিয়ে
কাজে ফুটিয়ে তুলতে পারেনি,
তা'র সঞ্চারণা
কতখানি সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে—
আমি বুঝতে পারি না ;
যে প্রেয়'র অবমাননায়
পরাক্রমী ঊর্জ্জনা নিয়ে
সৎসন্দীপ্ত হৃদয়ে
তা' নিরোধ ক'রবার অভিসারে
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের
উৎসর্জ্জনায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে না,
অমনতর কাপুরুষ
মানুষকে কাপুরুষত্বেই পরিচালিত
ক'রে থাকে ;
সে কি কাউকে শৌর্য্যদীপ্ত
ক'রে তুলতে পারে? ১৫১।

সক্রিয় উৎ-আহরণী প্রবৃত্তি যা'দের থাকে,—
উদাহরণ হয় তা'রা—

তেমনতরই তীব্রতা নিয়ে,
কথায়-বার্ত্তায়, নিয়মে, চলন-চরিত্রে,
অনুকম্পী তৎপরতায়
লোকচর্য্যী উৎসাহ-উদ্বর্দ্ধনার
ভিতর-দিয়ে—
স্বস্তিসুন্দর নিজে হ'তে
বা অন্যকে ক'রতে ;
এসবগুলিই হ'চ্ছে—
উদাহরণী-আবেগের লক্ষণ। ১৫২।

শুধু উপদেষ্টা হ'লে চ'লবে না,
উদাহরণ হওয়া চাই-ই,—
যে-উদাহরণ—
মাঙ্গলিক অভিদীপনাকে
উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে,
উদাহরণ না হ'লে—
তোমার সঞ্চারণা
প্রতিটি ব্যষ্টির অন্তরে
সঞ্চারিত হ'য়ে
উচ্ছল আতিশয্যে
তা'দিগকে উদ্বুদ্ধ ক'রে
তুলতে পারে না ;
আর, তুমি যদি উদাহরণ হও,—
তোমার কথাবার্ত্তা, আচার-ব্যবহার
চালচলন যা'-কিছু
ঐ উদাহরণের সার্থকতায়
নিয়ন্ত্রিত হ'তে বাধ্য হবে ;
তা'তে—মঙ্গল হবে তোমার,
মঙ্গল হবে তোমার পরিবেশের,

মঙ্গল হবে দশ ও দেশের,
আর, সার্থক কেন্দ্র হ'য়ে উঠবে—
তোমার পূর্ব্বপুরুষদের
কুলপ্রবাহিণী বাস্তুভিটা ;
আর, তুমিই
সেই কুলস্রোতা সঙ্গতি
ও তা'র সেবাব্রতী প্রাণবন্ত সত্তা,
আর, তোমার জীবন-আসনই হ'চ্ছে
তা'দের প্রতি নিষ্ঠা,—
যে-নিষ্ঠায় প্রাণবন্ত হ'য়ে
তুমি জীবনচলনায়
চলন্ত হ'য়ে চ'লেছ। ১৫৩।

ঋত্বিক্ই বল,
অধ্বর্য্যুই বল,
যাজকই বল,
যেই হো'ক না কেন,
নজর ক'রে দেখো—
সে ইষ্টীপূত শ্রেয়-কর্ম্মতৎপর কিনা,
বাক্য, ব্যবহার ও অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
ইষ্টার্থ-উপচয়ী কিনা,
শ্রেয়-মর্য্যাদাহানিকর এমনতর কিছুতে
তা'র অন্তঃস্থ ব্যক্তিত্ব
গ'র্জ্জে ওঠে কিনা,
প্রতিবাদে, নিরোধে বা নিরাকরণে
সে তা'র বিনায়ন-তৎপর কিনা,
অন্যের ধাপ্পা বা নিন্দামুখর আপ্যায়নায়
তা'র নিষ্ঠা
দোদুল্যমান হ'য়ে ওঠে কিনা,

দায়িত্বশীলতা
তা'র স্বভাবে সহজ হ'য়ে
সহজভাবে ফুটন্ত কিনা—
তা' অল্পই হো'ক
বা বিস্তরই হো'ক,
স্বার্থলোলুপতার ভাঁওতাবাজিতে
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির ধাপ্পা নিয়ে
নিজের কাজ হাসিল করাই
তা'র উদ্দেশ্য কিনা,
বা স্বার্থলোলুপতায় আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
বিরুদ্ধতা করে কিনা,
লোকচর্য্যী অনুবেদনায়
পোষণ-প্রদীপ্ত শ্রমমুখরতা নিয়ে
বাস্তবভাবে সে কল্যাণকে
আবাহন করে কিনা,
কথায়-কাজে মিল রাখার জন্য
সে সহজভাবে সচেষ্ট কিনা,—
যদি দেখ, এই সব ব্যাপারে
সে নিঃসন্দেহে নির্ভরযোগ্য,
সে যেমনই হো'ক না কেন,
সে কিন্তু অর্ঘনীয়,
শ্রদ্ধার পাত্র তোমার,
আর, যা'রা তা' করে না,
তা'দিগকে অর্ঘ্যান্বিত করার
মানেই হ'চ্ছে—
অকল্যাণেরই উপাসনা করা। ১৫৪।

যে-ঋত্বিক্‌রা
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতি-উর্জ্জনাবিহীন,
যা'রা যজমানের আপদ্-বিপদে

বুক পেতে দাঁড়াতে পারে না—
ইষ্টনিষ্ঠ আনুগত্য
ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে,
যুক্তিযুক্ত, সৎ, সুধী সমীচীন বিনায়নে,
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,—
সৎসঙ্গী হো'ক বা নাই হো'ক,
অনুকম্পী উদ্দীপনী ঊর্জ্জনায়
যা'রা কা'রও হৃদয় স্পর্শ ক'রতে পারে না,
যা'দের চরিত্রই এমনতর নয়
যা'তে তা'দের ইষ্টসন্দীপনায়
অপরে হৃদয়ভরা শ্রদ্ধানুকম্পায়
আনত হ'য়ে ওঠে,
খ্যাতিদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
যা'রা ইষ্টার্থী সুসন্দীপ্ত
ক'রে তুলতে পারে না কাউকে,
আত্মম্ভরি দুর্ব্বলতার অভিশাপ নিয়ে
ঘুরে বেড়ায়—
অর্ঘ্যোপজীবী হ'য়ে নয়,
যাচ্ঞা-বৃত্তি অবলম্বন ক'রে,
ইষ্টের আসন
যা'দের নিষ্ঠা, আনুগত্য
ও কৃতিসম্বেগের ভিতর-দিয়ে
উচ্ছল হ'য়ে ওঠে না,
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে না,
উজ্জয়িনী তৎপরতায়
শুভস্রোতা হ'য়ে ওঠে না,—
তা'দের ঋত্বিকতার সার্থকতা কোথায়?
যা'দের ঠাকুর
তা'দের কাছে মসীমণ্ডিত হ'য়ে

নিবিড় অস্ফুটতায়
অন্তরের তমসাচ্ছন্ন গহ্বরে
বসবাস করে,
এমনতর ঋত্বিকের
আত্মপ্রসাদ কোথায়?
তা'দের যা'-কিছু প্রচেষ্টা
স্বার্থলুব্ধ অপকণ্ডূতি ছাড়া আর কী?
ঋত্বিকের আসন কি ঐখানে?
উপদেষ্টা হওয়ার চাইতে
উদাহরণ হওয়া ঢের ভাল। ১৫৫।

বলা হ'য়েছে অনেক—
কিন্তু তা'র কিছু শোননি,
আর, শুনলেও
তা' করনি
নিবিষ্ট-তৎপর হ'য়ে ;
এই পুঞ্জীভূত না-করা
কি কৃতিসম্বেগকে কৃতঘ্ন ক'রে
দুরপনেয় দুরদৃষ্টের
আমন্ত্রণ ক'রবে না?
তাই বলি—
এখনও উঠে দাঁড়াও,
কর—
শ্রেয়প্রীতি নিয়ে,
উত্তাল শ্রমপ্রীতি-সহকারে,
সমীচীন অনুশীলন-তৎপরতায় ;
হয়তো, অনেকখানি বিপাক এড়িয়ে
অন্ততঃ দাঁড়িয়ে চ'লবার মত
হ'তে পারবে ;

যিনি সবার ভিতর
ধারণ-পালন-সম্বেগ,
যিনি ধৃতি-দীপ্তি,
তাঁ'র অনুশাসনবাদে তোমরা
একনিষ্ঠ শ্রমপ্রীতি-তৎপরতা নিয়ে
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনায়
উচ্ছল হ'য়ে চল ;
আমার এই তো প্রার্থনা
তোমাদের কাছে। ১৫৬।

আমি যা'-যা' ব'লেছি—
তা' তোমরা ক'রলে না,
বিশেষ জোর দিয়ে যা' ব'লেছি,
বিশেষ শৈথিল্যের সাথে
সেগুলিকে অবজ্ঞা ক'রেছ,
এই ঊর্জ্জী-উদ্যমহারা শ্রদ্ধা
ও নিষ্ঠাহারা সাত্বত-জীবন নিয়ে
একটা ভাক্ত-অভিনিবেশী অনুচলনে
নিথর উচ্ছল তৃপ্তি নিয়ে ব'সে আছ,
বেশ দিন কাটছে,
এটা কিন্তু তোমাদের পক্ষে
ভারতের পক্ষে
ভারত কেন, পৃথিবীর পক্ষে
সাংঘাতিক সংঘাত সৃষ্টি ক'রছে ;
শৈথিল্য-পরিভৃত অপটু-জীবন নিয়ে
সবার কাছে অপটু-যাজনে
যে-বোধনার সৃষ্টি ক'রছ,
যে কৃতি-অনুচলনের
উদাহরণ দিয়ে চ'লেছ,

তা'তে কিছুদিন পরে
তোমরা আর তোমরা থাকবে কিনা সন্দেহ ;
উদ্‌ভ্রান্ত বিধি-উল্লঙ্ঘনী অনুচলন
বিপাক সৃষ্টি ক'রে থাকে,
জীবনকে খর্ব্বই ক'রে তোলে,
সমাজ, পরিবেশ ও শাসন-সংস্থা
সবই শাতনদীপ্ত পরিভৃতির সহিত
কুৎসিতেরই যাত্রী হ'য়ে চ'লে থাকে
দৈনন্দিন জীবনে,
তাই বলি, এখনও আস,
এখনও উঠে দাঁড়াও,
এখনও কর,
এখনও চল—
ঐ সাত্বত অমৃতপথ
তোমাদের অন্তরেই
অভিদীপ্ত হ'য়ে র'য়েছে,
উচ্ছল অগ্রগতিতে
সেইদিকেই এগিয়ে চল,
নিজে বাঁচ,
অন্যকে বাঁচাও,
ভবিষ্যৎকে স্বর্ণপ্রসূ ক'রে তোল,
নইলে, অন্ধতমসা
ঘনঘটাচ্ছন্ন হ'য়ে উঠবে,
জাহান্নমের অট্টহাসি
কাউকে অবদলিত ক'রতে
ছাড়বে না কিন্তু। ১৫৭।

যজমান-চর্য্যা

শোন ঋত্বিক!
শোন অধ্বর্য্যু!
শোন যাজক!
শোন উদ্গাতা!
আমি আকুল উদ্‌গ্রীবতা নিয়ে ব'লছি—
দেখো—
তোমাদের একটি যজমানও যেন
দারিদ্র্যপীড়িত না থাকে,
কেউ যেন স্বাস্থ্যহারা না হয়,
কেউ যেন অসদাচারী না হ'য়ে ওঠে,
কেউ দুর্ব্বল না হয়,
দুষ্কৃতী না হয়,
ব্যত্যয়ী চলন নিয়ে কেউ না থাকে,
কেউ যেন জাহান্নামের ইন্ধন না হয় ;
অমিততেজা ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে
প্রত্যেকটি পরিবার যেন
প্রতিটি কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
ধর্ম্ম-অনুশীলনায়
স্বতঃ-নিরতি নিয়ে চ'লতে থাকে—
পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চির পরিপালনে
অটুট হ'য়ে ;
পারিবেশিক ও পারস্পরিক অনুচর্য্যা যেন
প্রত্যেকেরই সাত্বিক আগ্রহ হ'য়ে দাঁড়ায় ;
তা'রা ইষ্টার্থপরায়ণ হো'ক,

যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি-স্বস্ত্যয়নী-পরায়ণ হো'ক,
ঋত-ঋত্বিক্-পালী হো'ক—
বিহিত বাস্তব অনুশীলনায়,
আজীবন অচ্যুত নিরতি নিয়ে,
নীরোগ সুদীর্ঘজীবী হো'ক,
সুস্থ বোধিদীপ্ত আয়ুষ্মান্ বর্দ্ধনশীল জাতকের
অধিকারী হো'ক,
একায়িত সংহত অনুচলনে
পরস্পর পরস্পরের প্রবুদ্ধ পরিচর্য্যায়
নিজদিগকে নিয়োজিত ক'রে তুলুক—
হৃদ্য অসৎ-নিরোধী তৎপরতা নিয়ে,—
পরমকারুণিক পরমপিতা
আমার এই প্রার্থনা
বাস্তবায়িত ক'রে তুলুন। ১৫৮।

শোন ঋত্বিক্!
শোন অধ্বর্য্যু!
শোন যাজক!
শোন যজমান-জীবনপ্রবর্ত্তক!
স্মিত শ্যেনদৃষ্টি নিয়ে
কৃতি-তৎপরতায়
সন্ধিৎসু চলনে দেখতে থাক—
কোথায় কেন কেমন ক'রে
দরিদ্রতা লুকিয়ে আছে,
কে উঠতে পারছে না,
কিংবা অভাববিদ্ধ অকৃতি নিয়ে
দিন গুজরাচ্ছে,
বিকৃতি ও ব্যাধির দুরত্যয় নিষ্পেষণে
কে বা কা'রা নিষ্পেষিত হ'চ্ছে ;

এমনতর দেখলে
ঝাঁপিয়ে পড় সেখানে,
তাঁ'র নামে
উদাত্ত আবেগ-উচ্ছল হ'য়ে
সেবা-সৌকর্য্যের ভিতর-দিয়ে
সেগুলিকে নিরাকৃত ক'রে তুলতে চেষ্টা কর ;
বেগার-দেওয়ার প্রথার
জীয়ন্ত উত্থান হ'য়ে ওঠে যা'তে
তা'ই কর,
যা'রা পারগ, তা'দের কাছ থেকে
কিছু সংগ্রহ ক'রে নিয়ে
দরিদ্র, দুঃস্থ ও অর্থহীন যা'রা
তা'দিগকে হৃদ্য অনুকম্পায়
সাধ্যমত দেবার ব্যবস্থা কর—
তা'দের যোগ্যতাকে ক্রম-উৎসারণশীল ক'রে,
সমর্থ যা'রা
প্রীতি-পরিচর্য্যা-উচ্ছল ক'রে
তা'দের ঐ দানকে
উদাত্ত ক'রে তোল ;
সচ্ছল হ'য়েও যা'রা ব্যয়কুণ্ঠ—
পরার্থে তা'রা সামান্য কিছু দিলেও
অশেষ ধন্যবাদে
তা'দের তামস-সঙ্কীর্ণতাকে
ক্রম-অপসৃত ক'রে তোল ;
যা'দের কিছু নাই—
নিজেদের কোন স্বার্থপ্রত্যাশা না রেখে
সমবেত হ'য়ে
তা'রা যেন পরস্পর পরস্পরের
চাষবাস, ঘরবাড়ী, বাগবাগিচাগুলি

সুন্দর সুসজ্জিত ক'রে তোলে,
আয়-উচ্ছল ক'রে তোলে ;

নজর রেখো—
কেউ যেন দারিদ্র্যদুষ্ট না থাকে,
অভাব-পীড়িত না থাকে ;

এমনতর তৎপরতায়
সবাইকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল,
সচ্ছল ক'রে তোল,
উচ্ছল ক'রে তোল,
অনুকম্পায় পারস্পরিকতাকে
কৃতিদীপ্ত ক'রে তোল ;

অভাবের মূঢ়ভঙ্গী
কাউকেও যেন
ধুক্ষাদুষ্ট ক'রে তুলতে না পারে ;

তা'রা সার্থক হ'য়ে উঠুক,
ইষ্টনিষ্ঠায় অঢেল হ'য়ে উঠুক,

ইষ্টার্থ-অনুচর্য্যায়
নিজেদের শৌর্য্য, বীর্য্য ও সম্পদ্ যা'-কিছুকে
উচ্ছল ক'রে তুলুক কানায়-কানায় ;

যোগ্যতার যুত-অভিযান
তা'দের অন্তরে
এমনতরই স্মিত-উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক
যা'তে কেউ অনুশীলনকাতর না হয়,
সমাধানী সুখসন্দীপনা
প্রত্যেককেই যেন স্মিতমুখ ক'রে তোলে,

আর, সবাই মিলে
আনন্দ-বীচি-উচ্ছলায়
গেয়ে উঠুক—
'জয়তু পুরুষোত্তমঃ,
বন্দে পুরুষোত্তমম্' ;

উত্তমের অশেষ আলিঙ্গনে
আশিস্‌দীপনায়
সবাই ঐশ্বর্য্যে, সম্পদে
অশেষ হ'য়ে উঠুক,
আর, ঐ ঐশ্বর্য্য
ঈশ্বরে উৎসর্গীকৃত হ'য়ে
অমৃত বর্ষণ করুক। ১৫৯।

শোন ঋত্বিক!
শোন অধ্বর্য্যু!
শোন যাজক!
উদাত্ত অনুবেদনা নিয়ে
অন্তরের যোগনিবন্ধকে
প্রসারিত ক'রে শোন,
বোঝ,
আর, নিটোলভাবে তা'ই কর ;
তোমাদের কা'রও যাজন
যেন কাউকে
ধাপ্পায় ধুক্ষিত—
বোধখঞ্জ ক'রে না তোলে,
অন্ধ অলৌকিকতার
অজ্ঞ আস্তরণে
কেউ যেন বোধক্ষুধা-বঞ্চিত না হয় ;
তোমার বাক্য, ব্যবহার, নিষ্ঠা,
আচরণ, বৈধী-অনুচলন
সদাচারকে সুদীপ্ত ক'রে
মানুষকে শ্রেয়নিষ্ঠায়—
ইষ্টনিষ্ঠায়
যেন ভরপুর ক'রে তোলে ;

তোমার শ্রদ্ধা মানুষকে
যেন প্রীতি-প্রেরণায়
কর্ম্মপ্রাণ ক'রে তোলে,
প্রত্যেকে যেন তা'র করণীয়
প্রত্যেকটি কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
ধর্ম্মাচরণ-সিদ্ধ শুভ-নিষ্পন্নতায়
সুদীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
আর, এসব-কিছুর ভিতর-দিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বের স্বতঃ-দীপ্ত
চারিত্রিক দীপনা
যেন তা'দের ভিতরে
সুগভীর রেখাপাত ক'রে
তা'দিগকে অমনতরই সম্বেগী ক'রে তোলে ;
শ্রদ্ধায়, নিষ্ঠায়,
কর্ম্মপ্রাণতায়,
পারস্পরিক অনুচর্য্যী অনুবেদনায়
প্রত্যেকে প্রত্যেকের
পরিপুষ্টির সৃষ্টি ক'রে
যেন ইষ্ট-উৎসর্জ্জনায়
বন্দনাগীতিমুখর হ'য়ে ওঠে ;
কাম, ক্রোধ, লোভ,
মদ, মোহ, মাৎসর্য্য
তোমাদের জীবনের
উদাত্ত উদাহরণে
ইষ্টীতপা হ'য়ে
প্রত্যেককেই যেন
স্বর্গীয় হৃদয়ের অধিকারী ক'রে তোলে ;
দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন,
বিকৃতি, জরা, মৃত্যু

যা'ই আসুক না কেন,
সবগুলির সম্মুখীন হ'য়ে
সম্বিদ্ধ না হ'য়ে
ক্রম-তৎপরতায়
তা'দের আয়ত্তীকরণে
প্রত্যেকেই যেন সুচেষ্ট হ'য়ে ওঠে ;
সুখ-সন্দীপনায়
লাস্যমণ্ডিত হ'য়ে
প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকের তৃপ্তির
কারণ হ'য়ে ওঠে,
উদ্গাতা হ'য়ে ওঠে,
তৃপ্তির বিভব-বিভায় উদ্ভাসিত হ'য়ে
বিদীপ্ত ক'রে তোলে প্রত্যেককে—
সত্তানুপোষণী অনুচর্য্যায় ;
আর, তা' যখন পারবে,
তখনই তোমার জীবন ধন্য ;
আর, সেই পূতজীবনই অর্ঘ্য হ'য়ে উঠবে
প্রিয়পরমে, ঈশ্বরে ;
অমনি ক'রেই
অমৃত-পরিবেশী হ'য়ে ওঠ,
'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্'। ১৬০।

শোন ঋত্বিক্!
আগে নিজেকে
ইষ্টার্থ-অনুসেবনায়
সম্যক্‌ভাবে আহুতি দাও,
ইষ্টার্থ-অর্থনায়
নিজেকে নিখুঁতভাবে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে চল,

আর, আমার সুরে সুর মিলিয়ে
আকাশে তোমার দুটি বাহু
বিস্তার ক'রে বল—
কে আছ অগ্নিতপা
দেববীর্য্যবাহী
একনিষ্ঠ শ্রদ্ধোৎসারিত
অদম্য সম্বেগশালী
অমৃত-আহরণী পরম যোদ্ধা!
পরাক্রম-প্রদীপ্ত প্রত্যুৎপন্নমতি!
এসো,
এখনই এসো,
আয়ুধ হাতে লও,
দক্ষ দীক্ষায় নিজেকে আহুতি দিয়ে
অমৃত-সন্ধানে লেগে যাও,
সমস্ত অজ্ঞ অলৌকিকতার
আচ্ছাদন ভেঙ্গেচুরে
প্রজ্ঞা-আলোতে
সমস্ত বৈধী-বিধায়নাকে
উদ্ভাসিত ক'রে তোল,
লোকচক্ষুর আওতায় এনে ফেল ;
অভাব, অনটন, দুঃখকষ্ট,
আপদ্-বিপদ্,
অপচয়-বিপর্য্যয়,
ব্যাধি, বিকৃতি, জরামৃত্যু
ইত্যাদির কারণকে
অমোঘ সন্ধানে জেনে
নিরোধ ক'রে
উদাত্ত উৎসর্জ্জনায়
জীবনকে প্রতিষ্ঠা কর ;

স্মৃতিবাহী চেতনার
তরঙ্গ-দোলনার
দোলন-বিভায়
জীবনকে অজচ্ছল ক'রে তোল,
এ মর-জগতে
অমৃত-প্রতিষ্ঠা কর ;
হে হোতা!
ওগো পাবক-পুরুষ!
ওগো ঈশ্বরকোটি!
অব্যর্থ-বিক্রম!
পরাজয়কে পদদলিত ক'রে
জয়কে উল্লাসমুখর ক'রে তোল ;
পারবে
এই প্রতিজ্ঞায় নিজেকে
কঠোরতপা ক'রে তুলতে?
—ক্লেশসুখপ্রিয়তার
অমর দায়িত্বে
কৃতিতপা তর্পণ-প্রদীপ
প্রতিটি ঘটে-ঘটে জ্বালিয়ে তুলতে?
যদি থাক,
এস সুর-সন্তান!
একনিষ্ঠ ইষ্টার্থ-অনুসেবনাতে
নিজেকে সংস্থিত ক'রে
এখনই লেগে যাও ;
ভেবো না,
এক-লহমাও বাজে খরচ ক'রো না,
ফস্‌কে যেতে দিও না,
লক্ষ ব্যর্থতাও যেন তোমাকে
বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলতে না পারে,

অযুত দুঃখ-দুর্দ্দশাও যেন তোমাকে
নিস্তব্ধ ক'রে তুলতে না পারে ;
তাই, সার্থকতার অমর-মন্ত্রে অভিষিক্ত
অমরমাল্য-সুশোভিত হ'য়ে
লোককে আলোকদীপনায়
উল্লসিত ক'রে তোল—
পরমপুরুষের আশিস্-অনুশাসনে
নিখুঁতভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে-ক'রতে,
প্রতিটি অন্তরে
জীবন-উৎসকে অমলস্রোতা ক'রে
প্রত্যেককে উপঢৌকন দাও ;
ওঠ,
জাগ,
বরেণ্য যিনি বা যাঁ'রা
তাঁ'দের কাছে শোন,
বোঝ,
নিখুঁতভাবে অনুশীলন ক'রতে ক'রতে
সেই চলনেই চ'লতে থাক,
প্রার্থনা পরমপিতার কাছে—
তোমাদের জয় হো'ক—
তোমরা জিত-আয়ু হও। ১৬১।

তুমিই হও আর তোমরাই হও,
পুরুষমাত্রেই
যে-ই হও না কেন,
বিশেষতঃ ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু, যাজক, উদ্গাতা
তোমরা যা'রা
আগ্রহ-নিরতি নিয়ে
এগুলি—

যা' বলি সেগুলিকে
তোমাদের ব্যক্তিগত চরিত্রে
মূর্ত্ত ক'রে তোল ঃ—

১। ইষ্টার্থপরায়ণ হও—
অচ্ছেদ্য আকূতি-আগ্রহে,
অযুত আঘাতেও যেন তা' ছিন্ন না হয় ;
বোধ-বিনায়িত উপচয়ী তৎপরতায়
দক্ষ-দীপনার সহিত
ইষ্টানুচর্য্যা ও ইষ্ট-নিদেশ-পরিপালন
নিজের জীবনে
প্রথম ও প্রধান ক'রে তোল—
স্মৃতি-বিনায়িত সক্রিয় চকিত বীক্ষণায়,
প্রতিটি মননে
প্রতিটি কর্ম্মে
সাত্বত তপোনিরতি নিয়ে ;
ইষ্টে একনিষ্ঠতা
নষ্ট ক'রো না,
ধর্ম্ম-সাধনায়
জ়ারবৃত্তিসম্পন্ন হ'তে যেও না,
তা'তে কিন্তু
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টতা অবশ্যম্ভাবী ;
আর, যা'-কিছুর ভিতরই
তোমার যেমনতর কর্ম্মই থাকুক না কেন,
তা' যেন সাত্বত নৈবেদ্যে
ইষ্টার্থ ও সুসঙ্গতিপূর্ণ অনুশীলনে
নিষ্পন্ন করাই
তোমার অন্তর-বাহিরের
অভিনিবেশী আগ্রহ হ'য়ে ওঠে ;
সমীচীন ত্বারিত্যে
তীব্র কৃতী হ'য়ো,

সৌম্য অভিব্যক্তি নিয়ে চ'লো—
কি অন্তরে, কি বাহিরে।

২। কাঠ-গম্ভীর হ'তে যেও না,
বরং তোমার সব প্রকৃতির
সমন্বয়ী নিয়ন্ত্রণে
সৌম্য হ'য়ে ওঠ—
শান্ত অনুবেদনা নিয়ে ;
মেয়েদের থেকে
সম্মানযোগ্য দূরত্ব বজায় রেখে
চ'লবেই কি চ'লবে ;
প্রীতি-আপ্যায়নাকে,
সমীচীন অনুচর্য্যাকে
কখনও ভুলে যেও না,
কৃতি-তরতরে থেকো ;
আর, তোমার সান্নিধ্যে
যে-কেউ আসুক না কেন,
সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়নায়
প্রীতি-উচ্ছল অনুচর্য্যা নিয়ে—
তা'র সব কথা শোন,
যা' ব'লবার বল,
তোমার করণীয় যা'
সেখানে তা' কর,
সে যেন হৃষ্ট-অনুবেদনা নিয়ে
হৃষ্ট অন্তঃকরণে
অন্তরে তোমার শুভ-কামনায়
সন্দীপ্ত হ'য়ে যায় ;
স্বতঃ-দায়িত্বে সবারই সব রকম খোঁজখবর নিও,
আবার, সর্ব্বদা জাগ্রত অনুসন্ধিৎসা নিয়ে
স্বতঃ-প্রণোদনায়

লোকের সংস্পর্শে গিয়ে
আপ্যায়নী যাজন-সেবায়
তা'দের প্রবুদ্ধ ও উন্নত ক'রে তুলো—
তা' সত্তা, স্বাস্থ্য ও সংসার সব দিক-দিয়ে!

৩। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়কে
তীক্ষ্ণ, সজাগ ও সংযত ক'রতে
একটুও ত্রুটি ক'রো না,
আর, মাঝে-মাঝে চিন্তা ক'রে দেখো—
তোমার ভিতরে কী কী অবগুণ বা খাঁকতি আছে,
আর, যা' ধ'রতে পার,
তন্মুহূর্ত্তেই তা'র নিরাকরণ-তৎপর হ'য়ে চল্ ;
অন্যকে যেমন চাও,
অন্ততঃ তেমন হও,
আর, তোমার হওয়াই
অন্যকে হওয়াতে সাহায্য ক'রবে,
নিজে না হ'য়ে
অন্যের কাছ থেকে
কী আশা ক'রতে পার?

৪। ইষ্টার্থ-অবদান
যা'-কিছু হো'ক না কেন,
সমীচীন তত্ত্বাবধানে
আহরণ, সংরক্ষণ ও সম্বর্দ্ধন ক'রতে
ত্রুটি ক'রো না,
ও-ত্রুটি কিন্তু
মানুষের সাত্বত ত্রুটিকেই
আমন্ত্রণ ক'রে থাকে ;
মিতি-চলনে চ'লো,
যত বেশী উপচয়ী হ'য়ে চ'লতে পার—
তা'ই ক'রো,

শ্রদ্ধাপ্লুত অন্তঃকরণে
তোমাকে যদি কেউ কিছু দেয়—
যা' নিলে
সে খুশি হয়,
আর, তা' যদি তোমার
নেওয়ার উপযোগী হয়,
তা' গ্রহণ ক'রো ;
মানুষকে চাপাচাপি ক'রে
তোমার নিজের জন্য
কিছু ক'রতে যেও না,
বরং যা' পার তা' দিও,
অমনতর নেওয়া কিন্তু
তোমার অন্তর-তর্পণার অন্তরায়।

৫। সব সময়েই
সত্তা ও স্বাস্থ্যের
সমন্বয়ী সুচলনকে
অব্যাহত রাখতে
যত্নবান থেকো,
যা'-যা' ক'রলে
তোমার সত্তা ও স্বাস্থ্য
সুস্থ থাকে—
সেগুলি ক'রো।

৬। কৃতিপরায়ণ হও—
সন্ধিৎসু সমীক্ষা নিয়ে,
একটা মুহূর্ত্তকেও
অলসভাবে খরচ ক'রতে যেও না—
উপযুক্ত বিশ্রামের সময় ছাড়া ;
আর, যা'ই ধ'রবে,
যা'ই ক'রবে,

তা' যেন শুভ-সন্দীপী
নিষ্পন্নতা-প্রদীপ্ত হয় ;
কথায়-কাজে যেন মিতালী থাকে,
কাউকে কথা দিলে
কিন্তু ক'রলে না—
তা' ক'রতে যেও না,
আর, হিসেব ক'রে কথা দিও—
যেমন কর বা ক'রতে পারবে,
অর্থ-বিত্তাদি সম্বন্ধেও তা'ই,
তা'তেও যেন বিশ্বস্তির
খাঁকতি না হয় ;
প্রতিটি কর্ম্মের
পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে চ'লো,
কাউকে দায়িত্বের অংশীদার ক'রে
দায়িত্ব এড়াবার বুদ্ধিকে
কিছুতেই প্রশ্রয় দিও না,
সমবেতভাবে
কোন কাজ ক'রলেও
প্রত্যেকেই
সে-কাজের পূর্ণ দায়িত্ব
নিজের ব'লে গ্রহণ ক'রবে,
যে গ্রহণ ক'রবে না—
প্রত্যবায় কিন্তু তা'রই।

৭। শ্রেয়-সংহত
বা সত্তাচর্য্যী পারস্পরিকতাকে
শ্রদ্ধা ক'রো,
সমবেদনার সহিত
যথাসম্ভব তা'র অনুচর্য্যা করো,
কেউ যদি অন্যায্য কিছু

করে বা বলে,
বিনয়পূর্ণ আপ্যায়না নিয়ে
শৌর্য্য-সন্দীপনায়
তা' নিরোধ ক'রো,
সে-নিরোধে যেন
আপ্যায়িত হয় সে,
সুখী হয় সে,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমকে
হীনপ্রভ হ'তে দিও না—
বীর্য্যবান সাধু নিয়ন্ত্রণে ;
আর, সব পরাক্রমই যেন
সৌম্যোদ্দীপ্ত, হৃদ্য ও পরিচ্ছন্ন হয় ;
দ্বন্দ্ব-সংঘাত যদি
কোথাও উপস্থিত হয়
বোধ-বিচক্ষণতার সহিত
তা'র খবর নাও,
আর, তা' হ'তে যা'তে
সংঘাত-বিধ্বস্ত যা'রা
সহজেই রেহাই পায়,
সমীচীন অভিনিবেশের সহিত
সেগুলি নিষ্পন্ন ক'রবেই কি ক'রবে—
সজাগ সতর্কতা নিয়ে ;
আর, সমবেত সংহতি
যা'তে অচ্যুত ধৃতি নিয়ে
চলৎশীল থাকে—
ইষ্টার্থ-অনুরঞ্জনায়,
কৃতিমুখর উৎসবে,—
তা'র প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে দিও,
আর, যখন যা' করণীয়
তখনই তা' নিষ্পন্ন ক'রো ;—

দুষ্ট মুহূর্ত্তকে অবসর তো দেবেই না,
যা'তে তা'র
নিমেষেই নিরাকরণ ক'রতে পার,
তা' ক'রো ;
এই নীতি-তপ-অরুণিমায়
অনুরঞ্জিত হও,
অচ্ছেদ্য নিষ্ঠায়
পরিপালন কর,
আপালিত হবে—
প্রাপণায় পরিস্রুত হ'য়ে ;
ক'রবে?
পারবে?
করাই চাই,
পারাই চাই,
উন্নতির স্থগুলিই কিন্তু ঐ। ১৬২।

আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা
যা'রা উপযুক্ত ঋত্বিক্,
লোকপালী আগ্রহে
অনুচর্য্যী আকূতির
দীপন-প্রভাবে
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
মানুষকে
বৈধী-বিনায়নে বিনায়িত করাই
যা'দের জীবনের সার্থক নন্দনা হ'য়ে
তা'রই তৃষ্ণাতুর ক'রে তুলেছে,
সাত্বত অনুচলনই যা'দের
নিষ্ঠানন্দিত জীবন-আকূতি,
ঐ নীতিবিধির ব্যত্যয়ী যা'-কিছু
তা' যা'দের প্রলুব্ধ ক'রতে পারে না,
বা বিভ্রান্ত ক'রতে পারে না,

পরার্থ-পরিপূর্ত্তির ভিতর-দিয়ে
যা'দের স্বার্থ
মলয়--বিকিরণায়
সুনন্দিত হ'য়ে ওঠে,
চিন্তা ও চলন যা'দের
ইষ্টনিষ্ঠ লোককল্যাণস্রোতা,
কৃতি যা'দের অন্তঃস্থ ঐশ্বর্য্যকে
ভৈরব-সুরে
মাভৈঃ-প্রস্বস্তি নিয়ে
উচ্ছল ক'রে তুলেছে,—
এমনতর যা'রা লোকযাজ্ঞিক,
কল্যাণ-আহুতির স্বস্তিপ্রসাদ
যা'দের ভাবভঙ্গী কথাবার্ত্তায়
উপচে ওঠে,
তা'দের প্রত্যেকে যদি
অন্ততঃ
একজন দক্ষ যন্ত্রবিজ্ঞানবিৎ (ইঞ্জিনীয়ার),
একজন উপযুক্ত চিকিৎসাশাস্ত্রবিৎ—
যিনি স্বাস্থ্য ও সদাচার-বিজ্ঞানে
সিদ্ধহস্ত,
একজন দক্ষ কৃতিপরায়ণ কৃষিবিজ্ঞানবিৎ,
একজন সুচতুর আইনবিদ্যাবিৎ,
প্রাকৃতিক পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
শিক্ষায় সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারেন—
এমনতর একজন বিজ্ঞ
শিক্ষা ও মনোবৈজ্ঞানিক,
কুটিরশিল্পবিশারদ—
এমনতর একজন দক্ষ শিল্পী,
একজন দক্ষ কারিগরী-বিশারদ,

একজন কৃতি-কুশল বৈজ্ঞানিক
ইত্যাদি
লোকচর্য্যায় যা'রা বিশারদ,
হোতা,
এমনতর বিশেষজ্ঞদের নিয়ে
একটা গুচ্ছ সৃষ্টি করেন—
অবস্থামত যেখানে যেমনতর
যে ক'জন বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন
তা'ই নিয়ে,
ও যা'র যেমন সঙ্গতি
তদনুক্রমেই ঐ সেবাকার্য্য
পরিচালনা করেন,
এবং শাসনসংস্থার তাঁবেদারে
না থেকে
বরং যথাসম্ভব
তা'র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের
সহযোগী হ'য়ে
ঐ নিয়ে লেগে থাকেন,
যেখানে যা'র অভাব
ঐ তা'দের সহিত নিজে
বিহিত অনুসন্ধানে
কারণ নির্ণয় ক'রে
প্রতিবিধান-তৎপর হ'য়ে
উপযুক্ত পরিচর্য্যায়
তা'কে অভাব-মোচনে
উপচয়ী ক'রে তুলতে পারেন—
সব দিক-দিয়ে, সব ভাবে,
সাত্বত অনুনয়নে,—

তা' কিন্তু বাঞ্ছনীয়,
সবার পক্ষে আদরণীয়,
পরম মঙ্গলপ্রসূ ;
এই সব কাজে
বহুর কায়িক শ্রম যেখানে প্রয়োজন,—
তা' স্থানীয় লোকদের ভিতর-থেকেই
সংগ্রহ ক'রতে হবে—
তা' যতটা সম্ভব,
এতে হাতেকলমে ক'রে
তা'রাও বিভিন্ন বিষয়ে
শিক্ষালাভ ক'রতে পারবে ;
লক্ষ্য রাখতে হবে—
ঐ বিশেষজ্ঞরা যা'তে
ইষ্টনিষ্ঠ যাজনমুখর হয়,
আর, এদের খরচ-বরচ—
জীবন-চলনার ব্যবস্থা
সাধারণতঃ
ঋত্বিকের স্বীয় অবদান হ'তে
যথাসম্ভব চালাতে চেষ্টা করা উচিত,
আর, কেউ যদি নন্দিত হ'য়ে
এদের জন্য
ইচ্ছানুরূপ কিছু দান করেন,—
তা'ও গ্রহণ ক'রতে পারা যায়,
কিন্তু এদের কা'রও মাহিনার চাকর হওয়া
কিছুতেই সমীচীন মনে হয় না ;
ঐ উপযুক্ত যা'রা—
এমনিভাবে ওদের নিয়ে
একটা গুচ্ছ সৃষ্টি ক'রে
সাত্বত নীতির পরিচর্য্যায়
নিজেকে অটুট রেখে

ঋত্বিক্
তা'র যাজক, অধ্বর্য্যু ইত্যাদি
সমভিব্যাহারে
সবাইকে উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনে
প্রভাবিত ক'রে
কৃতিপ্রিয় ক'রে তুলবেন—
যা'-কিছু অমঙ্গল ও অসৎকে নিরোধ ক'রে,
হৃদ্য স্থৈর্য্যানুশীলনী অনুচর্য্যায়,
—ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের
বৈশিষ্ট্যানুগ সেবার দ্বারা
গণ-সত্তা-সম্বর্দ্ধনাকে
বাস্তবায়িত ক'রে তুলবেন—
কৃষ্টি ও সংস্কৃতির
সার্থক সঙ্গতিশীল পরিবেষণে,
আদর্শ, ব্যষ্টি ও পরিবেশের
সার্থক সমন্বয়ে,
সহকর্ম্মীদের সাথে
দায়িত্বপূর্ণ সামগ্রিক সঙ্গতি নিয়ে
পারস্পরিকতার লীলায়িত
সৌহার্দ্দ্য-সঙ্গমে
ইষ্টায়নী সংহতিকে সলীল ক'রে ;
অভাব, দুঃখ, দুর্দ্দশা যেখানে—
ঐ গুচ্ছ-সহচর নিয়ে
সেখানে তো তিনি থাকবেনই,
তা' ছাড়া, বাহ্যিক অভাব-দুঃখ
যা'দের নাই,
অথচ অন্তর-সম্পদের অভাব যেখানে,—
সেখানে তিনি এমনভাবে কাজ ক'রবেন
যা'তে অন্তর-বাহির সব দিক-দিয়েই
তা'রা প্রবুদ্ধ ও পরিপুষ্ট হ'য়ে ওঠে ;

তবেই তো লোকসেবা!
তবেই তো ধৃতিমুখর সার্থক
যাজনদীপনা!
তবেই তো সেখানে
সিদ্ধকাম হ'য়ে উঠতে পারে
সাত্বত পূজার
সত্তাপোষণ-যজ্ঞের যাগ-আহুতি!
আর, ঐ যজ্ঞ তিলক-পরিশোভিত ক'রে
অমনতর কৃতিদীপনায়
মানুষকে মুখর ক'রে তুলতে
পারবেন যাঁ'রা,
তাঁ'রাই তো দেবমানুষ!
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনে
মানুষকে উচ্ছল ক'রে
সলীল প্রতিভায়
সুন্দরে
পারগতার পারিজাতবাহী হ'য়ে
নিজেকে ধন্য ক'রে তুলতে পারবেন
তাঁ'রা,
—যে ধ্বন্যাত্মক ধ্বনন
প্রতিটি হৃদয়ে
উৎক্রমণী উদ্দীপনায়
প্লাবন সৃষ্টি ক'রে চ'লবে ;
তাই বলি—
ঋত্বিক্!
তুমি জাগ,
মানুষের ভিতর দেবদ্যুতিবাহী হ'য়ে
দেবদূতের মত
প্রতিটি ঘরে-ঘরে

স্বস্তি-সঙ্গীতের সামছন্দকে
বিলিয়ে দিয়ে
কৃতকার্য্যতায় সকলকে
সফল ক'রে তোল—
উদ্বর্দ্ধনার উদাত্ত আহ্বানে ;
আবার বলি—
তুমি জাগ,
এখনও ওঠ,
ঐ স্বভাব নিয়ে
ঐ কর্ম্মসাগরে ঝাঁপ দাও,
আর, তোমার ঝম্প
প্রীতিরঙের রঙ্গিল অনুকম্পায়
সবাইকে উত্থানে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলুক,
সার্থক হ'য়ে ওঠ তুমি ;
বিধির ব্যতিক্রম ক'রো না,
বিধাতা তাঁ'র আশীর্ব্বাদ-সঙ্গীত
তোমার অন্তরে
চিরজাগ্রত ক'রে রাখুন,
তোমার সত্তা
আশিস্‌গানের কুশল-স্রোতে
দুনিয়াকে কুশলকৌশলী ক'রে তুলুক। ১৬৩।

সপ্ত-ব্যাহৃতি

১। ইষ্টনিষ্ঠ হও—

অনুচর্য্যা-উচ্ছল হ'য়ে,

ইষ্টার্থ-নিয়মনায় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে,

নিদেশবাহী আচরণশীল অনুনয়নে ;

তাঁ'র যা'-কিছু অবদানকে

অমনতর নিষ্ঠাতেই

পরিরক্ষিত ক'রো—

বিরুদ্ধ যা'-কিছুকে অপনোদন ক'রে,

প্রয়াস-প্রদীপ্ত থেকে,

সতর্ক সন্ধিৎসা নিয়ে,

শুভ-সন্দীপী তাৎপর্য্যে,

অন্তরের স্থায়ী রাগ-বন্দনায়,

অটুট উচ্ছল সম্বর্দ্ধনী

স্মিত রাগ নিয়ে,

সৌম্য-শৌর্য্যদীপ্ত পালন-পোষণী

কল্যাণস্রোতা হ'য়ে,

সৎ ও শুভ-সঙ্কল্পকে ব্যর্থ না ক'রে ;

প্রবৃত্তি-উপভোগ-আকাঙ্ক্ষার

প্রশ্রয় দিতে যেও না,

তা' এসে উদয় হ'লেও

তা'কে অবজ্ঞা ক'রেই চ'লো,

লাখো প্রবৃত্তির প্রলোভন

সুনিষ্ঠ আচার্য্য-অনুসরণ হ'তে

কৃষ্টিতপা অনুচলন হ'তে

তোমাকে যেন
বিচ্যুত বা ব্যতিক্রান্ত ক'রতে না পারে ;
২। কৃষ্টিতপা হও—
কৃতি-পরিচর্য্যায়,
সাত্বত নিয়মনায়,
বোধায়নী তৎপরতায়,
মিতি-চলনে,
অনুশীলন-আগ্রহে,
ত্বারিত্যে,
শুভ-সুন্দর নিষ্পন্নতায়,
সঙ্গতির সার্থক অন্বয়ে,
উচ্ছল অনুদীপনায় ;
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনী পরিচর্য্যায়
নিবিষ্ট অন্তঃকরণে
সাত্বত কৃষ্টিতে লক্ষ্য রেখে তো চ'লবেই—
সার্থক সঙ্গতি-বিনায়নায়,
তা' ছাড়া
গবেষণা ও বিজ্ঞানচর্য্যায়
অর্থাৎ, সুসন্ধিৎসু তৎপরতায়
যা'-কিছু সব নিরূপণ করাই জেনো—
তোমার জীবনের আরোহণী বর্দ্ধনা,
কখনই উল্লঙ্ঘন ক'রো না তাকে ;
৩। অভ্যাগত—
সে যেই হো'ক না কেন,
বিশেষ সাধু-অনুচর্য্যার সহিত
আপ্যায়িত ক'রো তা'কে,
সৌজন্য-সন্দীপনায়
কথাবার্ত্তা ব'লো,
তা'কে যা'তে তৃপ্ত ক'রে দিতে পার—

বিশেষভাবে তৎপর থেকো তা'তে ;
যা'তে সিদ্ধযাজী হ'তে পার,
তা'ই কর—
সমগ্র জীবনের বোধ-পরিচর্য্যা নিয়ে,
সবাইকেই শ্রেয় পরিবেষণ ক'রে
কৃতী ক'রে তুলতে চেষ্টা ক'রো,
যা'র ফলে, মানুষ
দুঃখ, দৈন্য, অশিষ্ট-চলন
ও অপপ্রবৃত্তির প্রতারণা হ'তে
রেহাই পায়,
সাত্বত সৌম্য-প্রচেষ্টায়
প্রত্যেকের জীবনকে ধন্য ক'রে
সবাই যেন
ঐশ্বর্য্যে অঢেল হ'য়ে ওঠে,
আর, অকিঞ্চন উদ্দীপনায়
মানুষকে ইষ্টসর্ব্বস্ব ক'রে তোলাই
পরম সার্থকতা ব'লে বুঝতে পারে ;

৪। ইষ্টার্থ-ব্যত্যয়ী বাদ ও কর্ম্মের
নিরসন-তৎপর প্রস্তুতি নিয়ে
সব সময় নিজেকে
পরিচালিত ক'রো—
সাধু-সন্দীপনায়,
অসূয়া-স্পৃষ্ট না হ'য়ে
কিন্তু অসৎনিরোধী বীর্য্যবত্তায় ;
আর, বিশেষ দক্ষ সতর্কতার সহিত
অসৎ যা'-কিছুকে
অনুধাবন ক'রে
বিহিতভাবে তা'র নিরসন
যা'তে ক'রতে পার—

সেদিকেও চক্ষু রেখে চ'লতে
ত্রুটি ক'রো না,
অসৎ-নিরোধ কিন্তু
তোমার ও তোমার পরিবেশের
সাত্বত ধর্ম্ম ;

৫। যে-কাজের দায়িত্ব নেবে,
আগ্রহদীপ্ত অনুবেদনা নিয়ে
বিহিত ত্বারিত্যে
তা' নিষ্পন্ন ক'রবেই কি ক'রবে—
যথাযথভাবে,
আর, অসম্ভব হ'লে
সমীচীন পূর্ব্বাহ্নেই
যা' হ'তে দায়িত্ব নিয়েছ,—
তা'কে জানিয়ে দিতে কসুর ক'রো না,
আর, কী ক'রে
কী পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে
কেমনতরভাবে
নিষ্পন্ন ক'রতে হয়—
দক্ষ বোধন-তৎপর হ'য়ে,
তদনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত ক'রতে
ত্রুটি ক'রো না,—
যাতে কৃতকার্য্য হ'তে পার ;

৬। ভিক্ষা কর—
কিন্তু ইষ্টার্থী ভজন-পরিচর্য্যা নিয়ে,
নতুবা সে-ভিক্ষা
প্রত্যবায়-ধুক্ষিত,
আর, ভজনেই আছে
অনুশীলন, অনুরাগ, সেবা, উপভোগ,
ভক্তি, আশ্রয়, প্রাপ্তি, দান ;

৭। এ-সব ক'রতে গেলেই
স্বাস্থ্যকে সুস্থ রাখতেই হবে—
আর, তা' যথানিয়মে চ'লে ;
কখনও ইষ্টার্থকে ক্ষুণ্ণ ক'রো না,
তোমার নিজের সাংসারিক স্বার্থকে
প্রধান ক'রে নিও না,
তা'তে কিন্তু ঐ কৃতিচলন
ব্যাহতই হ'য়ে উঠবে। ১৬৪।

শোন বলি—
শ্রেয় যাঁ'রা ,
মহৎ যাঁ'রা,
বিদ্বৎমণ্ডলী যাঁ'রা,
তাঁ'রা পারস্পরিকতার ভিতর-দিয়ে
অনুকম্পী সেবানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
নিজেদের মতান্তরে
মনান্তর সৃষ্টি না ক'রে
প্রত্যয়-প্রবোধনায়
সকলকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে
অচ্ছেদ্যভাবে
পারস্পরিক শ্রদ্ধায়
যদি সুসংহত না হ'য়ে ওঠেন—
কথায়-বার্ত্তায়,
চালচলনে,
আচারে-ব্যবহারে
সব দিক-দিয়ে,—
—একজনের আপদ-বিপদে
অন্য যাঁ'রা আছেন

তাঁ'রা যদি সক্রিয়ভাবে
এগিয়ে না যান,—
বিহিতভাবে
বিহিত অনুচর্য্যায়
তা'কে যদি সুস্থ ও স্বস্থ ক'রে না তোলেন,—
আর, তা'র ভিতর-দিয়ে
বান্ধবতাকে অকাট্য ক'রে
না তুলতে পারেন,—
তবে,
যা'রা ছোট,
অল্পশিক্ষিত,
বা অশিক্ষিত,
যা'রা ঐ মহৎ বা বিদ্বৎ-মণ্ডলীকে
অনুসরণ ক'রে থাকে—
স্বতঃ-সন্দীপনায়,
তা'রা কি কখনও
ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারে,
না, হবে কখনও?
জ্ঞান যদি বাস্তবতাকে
অবলম্বন ক'রে
তা'রই সুসঙ্গত
বোধ-বিনায়িত প্রত্যয়ে
উপস্থিত না হয়—
সঙ্গতিশীল অর্থনা নিয়ে,—
সে-জ্ঞান পাখীর বুলির মত ছাড়া
কি অন্য কিছু হ'তে পারে?
যা' কুল-তাৎপর্য্য
ও ঐতিহ্যকে অবহেলা ক'রে,
কৃষ্টিকে অবজ্ঞা ক'রে,
জনন ও শিক্ষাকে বিদ্রূপ ক'রে,

একটা বিচ্ছিন্ন বিকেন্দ্রিক
ব্যালোল ব্যতিক্রমে
সকলকে ছন্নছাড়া ক'রে রেখেছে,—
তা' কি কখনও
সক্রিয় অনুকম্পী সম্বেদনার ভিতর-দিয়ে
একায়িত ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে
জনগণকে
যুতশক্তির অধিকারী ক'রে তুলে,
ঊর্জ্জী-স্ফুরণায়
সক্রিয় তৎপরতায়
অসৎ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে
স্বস্তিকে সুসমৃদ্ধ স্ফোটনায়
স্ফোটদীপ্ত ক'রে তুলতে পারে?
তাই বলি—
ঐ শ্রেয় যাঁ'রা
ঐ মহৎ যাঁ'রা,
ঐ বিদ্বৎ-মণ্ডলী যাঁ'রা,
তাঁ'দের ভিতর
যা'তে অমনতর নিষ্ঠাসমৃদ্ধ
ঊর্জ্জী-সন্দীপনা জাগ্রত হ'য়ে
সবাইকে জ্ঞান-বিভায় বিদীপ্ত ক'রে
প্রতিভার কিরণে সুদীপ্ত ক'রে তুলে
স্বস্তি, সম্বর্দ্ধনা,
সংহতি ও ঊর্জ্জী পরাক্রম নিয়ে
মাথাতোলা দিয়ে চ'লতে পারে
তা'র ব্যবস্থা কর ;
যদি ভালই চাও,—
আর, ভাল চাওয়া
যদি প্রত্যেকের অন্তরেই
থেকে থাকে—

স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনার আশা
যদি প্রত্যেক অন্তরে
পরিপোষিতই হ'য়ে থাকে,—
কৃতিদীপ্ত অনুশীলনার
সুনিষ্পাদনী বিভায়
নিজেরা উচ্ছল হ'য়ে ওঠ,
আর, তোমাদের প্রতিভা
প্রত্যেককে
ঔজ্জ্বল্যে উচ্ছল ক'রে তুলুক,
যা'তে ঐ ঊর্জ্জী সন্দীপনা
স্বস্তির পথে
সাত্বত-দীপনায়
সবাইকে
অমৃতপন্থী ক'রে তোলে ;
আমি বলি—
যদি চাও তো কর,
আর, যদি এমনতর না কর,—
জাহান্নমের পথকে আর ডাকতে হবে না,
সে আপনিই এসে থাকবে ;
তাই, তোমার প্রতিটি চিন্তায়,
প্রতিটি কাজে,
আচার, ব্যবহার, চরিত্রে
শিবসুন্দর ফুটে উঠুন,
আর, তা'র বিভা
পরিবেশের প্রতিপ্রত্যেককে
বিভাবিত ক'রে তুলুক,
আর, ঐ প্রতিভা
প্রীতিভা বিস্তার ক'রে
প্রত্যেককে আপনার ক'রে নিয়ে চলুক,
মর্ত্ত্য স্বর্গ হ'য়ে উঠুক ;

আর, ঐ স্বর্গের আগমনের
অগ্রদূত হ'চ্ছে—
ঐ শ্রেয়,
মহৎ
ও বিদ্বৎমণ্ডলী যাঁ'রা,
তাঁ'দেরই ব্যক্তিত্বের কৃতিবিভা,
অনুকম্পারঞ্জিত লোক-প্রীতিভা—
যা' জীবনকে অমৃতপন্থী ক'রে তোলে ;
মনে রেখো গীতায় শ্রীভগবানের বাণী—
"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।" ১৬৫।

সৎ-জীবন লাভ ক'রতে হ'লে,
সাধু সন্দীপনায়
জীবনধারণ ক'রতে হ'লে,
চাই যেমন সদনুপ্রেরণা,
তেমনি চাই—
অসৎ-নিরোধী অভিনিবেশ ;
যা'ই কর—
এ দু'টোর বিবেচনা ক'রে
তা'ই ক'রতে হবে,
তা' যদি না কর—
তাহ'লে সব পরিকল্পনাটাই
মিস্‌মার হ'য়ে যেতে পারে,
সাধু হওয়া ভাল—
বেকুব হওয়া ভাল নয় কিন্তু,
সৎ হওয়া ভাল—
অসৎ-প্রশ্রয়ী হওয়া ভাল নয়,
অসৎনিরোধী হওয়া ভাল ;

বেশ ক'রে বুঝে-সুঝে
খতিয়ে নিয়ে,
জীবন-চলনের সাথে
পারিবেশিক পরিচর্য্যার সাথে
তৎপর তৎপর্য্যের সাথে
শুভসন্দীপ্ত উপায়ের সাথে
মিলিয়ে নিয়ে
সৎ যা'-কিছুর প্রতিষ্ঠা ক'রো,
অসৎকেও তেমনতরই
কূটকৌশলী তাৎপর্য্যে নিরোধ ক'রো ;
কাজে যা'কে যেমনতর দেখবে,
চালচলনে যেমনতর দেখবে,
আচার-ব্যবহারে যেমনতর দেখবে,—
সৎ-অসৎ
তা'র ভিতর থেকেই বেছে নিও,
আর, কাজে যা'রা সৎ
তা'দিগকেও শক্ত ক'রে ধ'রো,
আর, দেখো—
ঐ সৎ
অসৎকে নিরোধ ক'রতে পারে কিনা!
তাই দেখে—
অন্তরের বলটাকে মেপে নিও,
লোকসংগ্রহ ক'রতে হ'লে
অমনতর ক'রেই চ'লো ;
যা'দের ভিতর
অস্খলিত নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমপ্রিয় তৎপরতা দেখবে,—
পরিবেশ বা দেশের উন্নতি ক'রতে হ'লেই
তা'দের দিয়েই ক'রতে হবে ;

উদাহরণ হ'তে গেলে
কাজে যে-যেমন,
সে কিন্তু তেমনতর উদাহরণ ;
আর, কথায়-কাজে
যেমনতর মিল যা'র—
সেই হ'লো তা'র
তেমনতর বাস্তব উদাহরণ ;
সৎ উদাহরণ হও,
আর, সৎ উদাহরণ নিয়েই
সৎ-উপদেষ্টা হ'য়ে ওঠ—
অসৎ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে ;
কোন্ অসৎ-এর কেমনতর স্থিতি
আর, সৎ-এর কেমনতর সংস্থিতি
সেগুলি
বিশেষ বিবেচনা ক'রে চ'লো—
যা'তে তোমার মাঙ্গলিক অভিসারণা
'স্বস্তিরস্তু'—এই আশীর্ব্বচনকে
কাজে রূপায়িত করে ;
তোমার অনুকম্পী বাক্
ব্যগ্র বিভূষণায়—
যেন ব'লে ওঠে—
তোমার ভাল হো'ক্,
তোমরা ভাল থাক,
ভাল কর,
ভাল চল,
বেঁচে থাক,
বেড়ে ওঠ ;
মনে রেখো—
যিনি বিভু,

যিনি ঈশ্বর,
তিনিই ধীরকর্ম্মা,
—মরণব্যত্যয়তপা। ১৬৬।

তোমার জীবনকে
যে সু-অধিকৃতিতে
আপূরিত ক'রে
উৎসর্জ্জনদীপ্ত তৎপরতায়
তা'কে বিনায়িত ক'রতে চাও,
সেই পথের প্রান্তে
তুমি দাঁড়াও—
যা' হ'তে চা'চ্ছ
তা'রই দ্যোতনা নিয়ে,
সমীচীন সুদক্ষ একজন আচার্য্যকে
তুমি নিশ্চয়ী উদ্দীপনার সহিত
অবলম্বন কর,
নিষ্ঠানিপুণ রাগ নিয়ে
তাঁ'র সেবা ক'রতে থাক,
তিনি ভাল ব্যবহারই করুন
আর, খারাপ ব্যবহারই করুন—
কিছুতেই বিকৃত হ'য়ো না,
আর, যা' হ'তে চা'চ্ছ—
তদনুগ পরিচর্য্যায়
নিজেকে সুকৃষ্ট ও সুদীপ্ত ক'রে
চ'লতে থাক ;
যা' ক'রতে পারনি—
সে-ভ্রান্তিগুলিরও
নিরসন ক'রতে থাক,—
তা' কী ও কেমন বেশ ক'রে বুঝে-সুঝে,

আর, আচার-ব্যবহার, চালচলন
ও যা'-কিছু
ঐ তালেই
সবার সাথে ক'রতে থাক,
মস্তিষ্কের
বিনায়নী তাৎপর্য্যও
সেই ধূয়াতে বিনায়িত ক'রে
কৃতি-পথে চ'লতে থাক,
আর, অন্তশ্চক্ষু ও বোধিচক্ষু দিয়ে
দূরান্তর দৃষ্টিতে
বিহিত বিবেচনায়
দেখতে চেষ্টা কর—
পরিণাম কা'র কোথায়!—
অর্থাৎ, কোন্ কাজের
কোথায় কী পরিণাম!
স্বাস্থ্যকে
তেমনতরই সংবেদনায়
স্বতঃনিয়ন্ত্রণ কর,
স্বতঃ মানে এই—
অভ্যাসগুলি যেন
এমনতরই অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে—
যা'তে তুমি
স্বতঃসন্দীপনাতেই
যেখানে যেমন প্রয়োজন
সেই ধাঁচ ও হৃদ্যতা নিয়ে
তা' ক'রতে পার ;
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যের সহিত
লোকপ্রীতি
তোমার সহজ হ'য়ে থাক্,

আর, অন্তর-পর্য্যালোচনাকেও
অমনতরই
সহজ ক'রে নিতে চেষ্টা কর,
এগুলি সবই
চিন্তা ও কৃতিপথে ক'রতে হবে ;
যেগুলিকে
তুমি আয়ত্ত ক'রতে চাও
সৎসন্দীপনায়,—
কুৎসিত-উৎসর্জ্জনী
সেগুলি না হয়,
প্রবৃত্তি-সঞ্জাত অহঙ্কার যা'
তা' মানুষকে
আহাম্মকই ক'রে তোলে ;
কূটনীতিজ্ঞ হ'তে হ'লে
মনে রেখো,—
কূট মানে কিন্তু
সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ,
কূট হ'তে গেলেই যে
অসৎ হ'তে হবে—
তা'র কোন মানে নেই,
অভ্যাস কর,
আর, যিনি তোমার আচার্য্য—
সঙ্গতিসহকারে
সেগুলিকে বিনায়িত ক'রে তোল
তাঁতে ;
যেখানে দেখ যে,
তুমি যা' চা'চ্ছ
তা'র গরমিল হ'চ্ছে,
তা'কে শুধরে নাও—
সুনিষ্ঠ তৎপরতায় ;

এমনতর কৃতিদীপ্ত
চিন্তন, পঠন, মনন
ও চারিত্রিক চলনের ভিতর-দিয়ে
তোমাকে
যত সুন্দর ঊর্জ্জিত উদ্বোধনায়
নিয়ে যেতে পার,—
অভ্যাসেও অমনি হবে
সহজভাবে,
তুমি
সেই ধারারই মানুষ হ'য়ে উঠবে,
জীবনটাও
তেমনি কৃতার্থ হ'য়ে উঠবে। ১৬৭।

ঐ দেখ,
ঐ দেখ,
ঐ ঐ দেখ—
আগুন! আগুন!! আগুন!!!
আলোহীন তমসাগ্নি ;
আগুনের জ্বালা আছে—
কিন্তু জেল্লা নেইকো,
উচ্ছল উদ্দীপনায়
দাউ দহনে
সব যা'-কিছুকে
কেমনতর আক্রমণ ক'রে চ'লেছে,
পুড়িয়ে মারছে!
পুড়ে সব ঝাঁ হ'য়ে যাচ্ছে,
তবু সবাই ভাবছে—
বেশ আছি—
বিকৃতির মুহ্যমান ভাববিহ্বলতা নিয়ে,
পুড়েই যে ম'ল গো সব!

দেখলে না?
দেখ,
তুমি যদি তা'কে এখনও
নিরোধ না কর,
এখনও যদি
নিবৃত্ত না কর,—
ধূমবিহীন
দীপ্তিবিহীন
ঐ তমসাচ্ছন্ন অগ্নি
ব্যাপ্তির লেলিহান জিহ্বা নিয়ে
অতর্কিতভাবে
সবকে আক্রমণ ক'রবে—
পৃথিবীর
যা' সব-কিছু আছে
সবকে,
পৃথিবীর
যে বেঁচে আছে
তা'কে
ও তা'দের সবকে,
জীবনীয় গৌরব ক'রে
যে চ'লছে
তা'র সবকে ;
কিছু রাখবে নাকো—
রাখবে না,
প্রবৃত্তির আচ্ছন্ন
ঐ তামসবৃত্তির
হিংসালোলুপ অন্তরে
সব যা'-কিছুকে

আঘাত ক'রে
বিভ্রান্ত ব্যতিক্রমে
সব-কিছুকে
নিরসনের পথেই
নিয়ে চ'লেছে—
জীবন্ত উন্মাদনা,
সত্তার স্বস্তি-আগ্রহ,
ধৃতি-বিধায়না—
যা'-কিছু আছে—
চুরমার ক'রে সবকে ;
তাকিয়ে দেখ—
অন্তরের ঐ ধী-চক্ষু দিয়ে—
কী বিকট ব্যাদানে
ঐ দীপ্তিহীন আগুন
তোমাদের প্রত্যেককে
আক্রমণ ক'রছে ;
যদি সামর্থ্য থাকে—
জীবনকে যদি
ভালই বেসে থাক—
দ্যুতি যদি
তোমার আরাধ্য হয়—
এখনই নিরোধ কর,
এখনই জেগে ওঠ,
তোমাদের অন্তঃকরণের
সর্ব্বশক্তি দিয়ে
নিরোধের উদ্দীপনী তৎপরতায়
ত্বারিত্যের দীপক বর্ম্মে
তা'কে নিরোধ ক'রে
জীবনের মঙ্গলঘটকে সংস্থাপিত কর,

অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠ
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমসুখপ্রিয়তা নিয়ে
তামসদীপ্ত
ঐ পুড়িয়ে-মারা আগুনগুলি
নিভে যা'ক, স'রে যা'ক,
ক্ষ'রে চ'লে যা'ক,
আর, চ'লে যা'ক—
তোমাদের প্রতিটি ব্যক্তিত্ব হ'তে
ঐ তামস-বহ্নির
প্রবৃত্তি-সম্বুদ্ধ লেলিহান জিহ্বা,—
যা' সব সময়ে
সব দিক-দিয়ে
মরণকে আলিঙ্গন ক'রতে চ'লছে ;
এখনও বলি—
ঐ দেখ,
ঐ ধী-চক্ষুর
বিস্ফারিত দৃষ্টি নিয়ে
দেখে দেখে চল,
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যের
বাস্তব প্রস্তুতি নিয়ে
দেখে চ'লতে থাক—
উদ্দীপনী উৎসর্জ্জনায়
জীবন-বিভবকে আলিঙ্গন ক'রে ;
অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠ দৃঢ় খড়্গে
ঐ সেগুলিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে
সে-সবগুলি হ'টিয়ে দাও,
আর, হটিয়ে দিয়ে
তোমরা বাঁচ, বাড়,
সম্বৰ্দ্ধিত হ'য়ে চল—

প্রদীপ্ত পরিস্রবা ধাতার
সম্বুদ্ধ ধৃতিতে ;
তুমি বাঁচ, তোমরা বাঁচ,
নিজের দেশের
ও সব দেশের
সবাইকে বাঁচিয়ে তোল,
অন্তঃকরণের অধিষ্ঠিতি
ব'লে উঠুক—
গেয়ে উঠুক—
"নারায়ণঃ পরা বেদাঃ নারায়ণঃ পরাক্ষরাঃ।
নারায়ণঃ পরা মুক্তির্নারায়ণঃ পরা গতিঃ।।"
এই বর্দ্ধনার শুভ-মন্ত্রে
স্বস্তি-স্নান ক'রে
তুমি এগিয়ে চল,
এগিয়ে চল,
এগিয়ে চল—
আরো-আরো-আরোতে—
জীবনের
অমৃত আহরণ ক'রতে। ১৬৮।

উত্তাল উদ্দীপনী ঊর্জ্জনায়
ভরপুর হ'য়ে থাক—
নিষ্ঠানিপুণ
রাগদীপ্ত উচ্ছ্বাস নিয়ে—
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের
দ্যোতন-বিভায়—
শ্রমসুখপ্রিয়তার
উল্লোল নন্দনায়,
তোমায় দেখে
সবাই বোধ করুক—
জীবন-স্পন্দন
কৃতি-মূর্চ্ছনায়
যেন আবির্ভূত হ'য়ে উঠল,
বিপথের ব্যতিক্রমকে
এড়িয়ে-হারিয়ে-নিরস্ত ক'রে
জীবনকে
অমৃত-ঊর্জ্জনায় উচ্ছল ক'রে
স্বস্তির সামগানে
প্রতিটি অন্তরকে
ভরপুর ক'রে তোল—
পরিচর্য্যী কৃতিসন্দীপনায় ;
কেউ যেন গরীব না থাকে,
কেউ যেন দুর্ব্বল না থাকে,
কেউ যেন ব্যতিক্রমদুষ্ট না থাকে,

সবাই
অস্তিত্বের সামগানে
খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে উঠুক,
আর, ঐ হাস্য ব'লে উঠুক—
জাগো,
জেগে ওঠ—
ব্যাপন-দেবতা!—
ব্রাহ্মী-বেদনা নিয়ে
বিস্তার লাভ ক'রে—
প্রীতি-উর্জ্জনায়,
ঐ তো ব্যক্তিত্ব!
ঐ তো জীবন!
ঐ তো স্বস্তি!
ঐ তো দুঃখহরা তারা!

প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী

সূচী			পৃষ্ঠা
অ			
অকম্পিত অটুট নিষ্ঠা নিয়ে	...	...	৮২
অন্যায় যে করে তা'র কথাও শোন	...	...	৫৮
অন্যের যন্ত্রণা বা বিদ্বেষের	...	...	৫৪
অবিবেকী অনুচর্য্যা অস্বস্তিরই	...	...	১২
অশিষ্ট বা অপনিষ্ঠদের অর্থ বা যে-কোন	...	...	৮৯
অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠা নিয়ে	...	...	১১৩
অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠা, বাক্‌শুদ্ধি	...	...	৭৪
আ			
আগে নিজে সংগঠিত হও	...	...	১২
আদর্শে একত্বানুধ্যায়ী হও	...	...	১৯
আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা	...	...	১৮৩
আমি যা' যা' ব'লেছি—তা' তোমরা	...	...	১৬৫
আরে পাগল! প্রতিটি ব্যষ্টিকে তা'র	...	...	১১৫
আলাপ-আলোচনা, সঙ্গ-সাহচর্য্য	...	...	৯৫
আশ্রম-শ্রমিক যা'রা—শিষ্য বা ছাত্র যা'রা	...	...	১৫১
ই			
ইষ্টনিষ্ঠ-ধৃতিমান্ কৃতিতাপস!	...	...	১০৬
ইষ্টনিষ্ঠ হও—অনুচর্য্যা-উচ্ছল হ'য়ে	...	...	১৯০
ইষ্টনিষ্ঠাহীন অনাচারদুষ্ট ধর্ম্মপ্রচারকই হো'ক	...	...	১৫৬
ইষ্ট-পুরুষোত্তম-অনুধ্যায়ী সুসঙ্গত	...	...	৩৫
ইষ্ট, সদ্‌গুরু বা সৎ-আচার্য্যের	...	...	২২
ইষ্টসান্নিধ্যেই যদি থাকতে চাও	...	...	১৩৪
ইষ্টার্থ-ই যা'র এক লক্ষ্য	...	...	১৫৬
ইষ্টার্থে যদি কেউ তোমার কাছে কিছু নেয়	...	...	১২১
ইষ্টাপূত সার্থকতায় তুমি সকলের দাস হও,	...	...	১১৯

সূচী পৃষ্ঠা

ঈ

ঈশ্বর-অনুধ্যায়িতার সহিত ২৯
ঈশ্বরবিশ্বাসী, ঊর্জ্জী অনুরাগসম্পন্ন ৮৪

উ

উৎকর্ষী জন্মনিয়ন্ত্রণ হ'চ্ছে ৩৯
উদ্বুদ্ধ ধর্ম্ম বা আদর্শপ্রাণতার ভিতর-দিয়ে ২০
উন্নত হও, কিন্তু সৎ, সুধী ও সুন্দর হও ১১

ঋ

ঋত্বিক্ই বল, অধ্বর্য্যুই বল, যাজকই বল, ... ১৬১

এ

এমনতর কোন সংহতি ক'রতে যেও না ১৭

ঐ

ঐ দেখ, ঐ দেখ, ঐ ঐ দেখ ২০৪

ক

কা'রও প্রতি যদি অন্যায়ভাবে অত্যাচার করা হয় ২১
কা'রো চাকর হ'তে যেও না ১১৯
কেউ কা'কেও উৎকৃষ্ট ক'রতে পারে না ৭০
কেউ কা'রও হো'ক তাই যদি চাও ৭০
কেন্দ্রায়িত হও, সংহতি-সম্বেগকে দৃঢ় ক'রে ফেল ১৮
কোন দলে যোগ না দিয়েও ৮১
কোন বিশেষ শক্তিকেন্দ্র থেকে ৩০

গ

গুরু বা ঈশ্বরের কাজে কোন সর্ত্ত ক'রে ১৪৮

ঘ

ঘনতমসাবৃত আকাশ-বাতাস ৭৬

সূচী ... পৃষ্ঠা

জ

জনগণ যেখানে একাদর্শমুখী নয় ৩৩
জাতিকে যদি সর্ব্বতোভাবে উন্নতই ২৭
জাতির ঐতিহ্য, প্রথা ও সংস্কারগুলি ৪১
জাতীয় সংগঠনের মূল কেন্দ্রই হ'চ্ছেন ৩৭
জীবনীয় সেবা-সন্দীপনী পরিচর্য্যায় ৫৩
জীবনের সংহতি-উপাদান যা', ... ৩২

ঠ

ঠকায় কিন্তু সাধুত্ব নেইকো ৬০
ঠিক মনে রেখো, গণসংহতিও ১৮

ত

তুমি আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে ৯৭
তুমি ইষ্টার্থপরায়ণ হও ৭৮
তুমিই হও আর তোমরাই হও ১৭৬
তুমি কোথায় কখন কেমন বৃত্তি নিয়ে ১২৫
তুমি তো ভক্ত, ভক্তিই ভালবাস তুমি ১১৬
তুমি যা'র আশ্রিত ১৩৩
তুমি যা'র বা যা'দের ৫৯
তুমি যে-কোন আয়তনের প্রতিষ্ঠাতা হ'ও না কেন ৮৭
তুমি যে হও আর যা'ই হও ৬৫
তোমরা পুরুষোত্তম-প্রীতিসূত্রে ২১
তোমরা যদি ইষ্টার্থপরায়ণ না হও ৪৬
তোমাকে ভালও হ'তে হবে ১২৪
তোমাকে যেমনতর ক'রে যা' ব'ললে ৫৫
তোমাদের একনিষ্ঠ বৈশিষ্ট্যপালী ১৮
তোমার অনুচর্য্যী আপ্যায়নায় ১২০
তোমার অন্তর্নিহিত ঝোঁক বা প্রবণতা ২৭
তোমার ইষ্টনিষ্ঠার পরিপোষক ১১১
তোমার চলন-চরিত্র, কথাবার্ত্তা ৭৭
তোমার জীবনকে যে সু-অধিকৃতিতে ২০১
তোমার ধারক-পালক যিনি ১২

সূচী পৃষ্ঠা

তোমার পরিবেশের বাধ্যবাধকতা ৯৩
তোমার প্রতি কে কতখানি প্রীতিনিষ্ঠ ১০০
তোমার বাক্য ও ব্যবহার দ্বারা ৫৫
তোমার বৈধানিক বিধানের ১৯
তোমার বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ ২৪
তোমার বৈশিষ্ট্য যে আচার-আচরণে ৬৪

দ

দরদীর মত অনুকম্পাশীল ৬১
দশে মিলে কাজ কর, তা' তো খুব ভালই ১৫
দশে মিলে যদি কাজ কর ১৫
দুনিয়ার বিশাল অঙ্কে ১০১
দেওয়া, পরিচর্য্যা ও তৃপ্তিপ্রদ ব্যবহার ৫৯
দেখ, বোঝ, কর ১১
দেখ, শোন, বোঝ ৭৩

ধ

ধৃতিমান্ হও—সত্তার শিষ্ট অনুচর্য্যায়, ... ৫৭

ন

নগর, গ্রাম বা পল্লী-সংস্থাপনে ৪০
নিঃস্বার্থ প্রীতি-পরিচর্য্যাই ৫৬
নিজের সবরকম স্বার্থপ্রত্যাশাকে অবজ্ঞা ক'রে ৭৫
নিটোলভাবে আত্মপরিচর্য্যা কর ৫৮

প

পার তো অস্তিত্বের দাবীতে দাঁড়াও ৪৩
পুরুষোত্তম যিনি, ইষ্ট যিনি, ... ১৪৫
পূরয়মাণ ইষ্টে সুকেন্দ্রিক হও, ... ২৩
পূরয়মাণ গুরুপুরুষোত্তমের জীবন ৩৪
প্রিয়পরমকে পালন-পরিচর্য্যায় ১১
প্রিয়পরমের আভাস যে ব্যক্তিত্বে বসবাস করে ১৫৬
প্রীতিবিশাসিত হও ৫৩

সূচী — পৃষ্ঠা

ব

বজ্রের মত গর্জ্জে ওঠ, ... ১০৮
বন্ধু-বান্ধব সন্তান-সন্ততি ৭১
বর্ব্বর প্রেমিক হ'তে যেও না ৬৩
বলা হ'য়েছে অনেক ১৬৪
বিবদমান কাউকে দেখলেই ৯২
বিশ্বাসঘাতক যা'রা ৯৩
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ-অনুধ্যায়িতা যেখানে এক ১১
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ, কৃষ্টি ১৬
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ-সার্থকতায় ৮৩
বোধ-বিবেক-বিধায়িত পরাক্রমী ১২
ব্যষ্টিবিধান যে নৈতিক নিয়মনে ৮৫

ভ

ভেদ বা বিভাগ প্রকৃতির সর্ব্বত্রই ২৫

ম

মানুষকে অসৎ ক'রে তুলো না ৫৭
মানুষকে বিশেষ ক'রে যা'দের ১২৮
মানুষকে সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল ৫৪
মানুষকে সাহায্য কর ৬৮
মানুষের বেদনার কথা শোন ৬১
মানুষের শারীরিক, মানসিক ১২০
মেরে কিংবা কাউকে বিক্ষুব্ধ ক'রে ৫৪

য

যখনই দেখছ—দেশ বা সমাজ ২৬
যখনই বুঝবে, তোমার লোকচর্য্যা ৬৬
যতই কর আর যা'ই কর ৭৬
যদি ইষ্টসান্নিধ্যই তোমার ভাল লাগে ১৩৭
যদি কেউ অজ্ঞতাবশতঃ ৭৩
যদি কেউ তা'র গুরু বা প্রিয়পরমের ৫৩

সূচী			পৃষ্ঠা

যা' দিয়ে সব যা'-কিছুকে ভেঙ্গে-চুরে ৪২
যা'দের সত্তার সঙ্গতির বাঁধ যেমন ৬৯
যা'র জন্য যা' ক'রবে বা ক'রছ ৬৭
যা'রা অদীক্ষিত বা তথাকথিত ৯০
যা'রা পয়সার চাহিদায় ১৩২
যা'রা শিথিলনিষ্ঠ, লিপ্সা-দোদুল্যমান ৮৫
যা'রা সদ্ভাব ও আপ্যায়না নিয়ে ১১৪
যা' হ'তে যা'র সাহায্যে ৫৯
যিনি আগ্রহ-অনুকম্পা নিয়ে ২২
যে-ঋত্বিক্‌রা নিষ্ঠা, আনুগত্য ১৬২
যে-ঋত্বিক্‌রা যজমানপালী নয়কো ১৫৭
যে-ঋত্বিকের কাছে তা'র ইষ্টদেবতা ১৫৮
যে-কোন বিষয় বা ব্যাপারকে ১৩
যে-কোন ব্যাপারেই হো'ক না কেন ৭৯
যে-কোন মানুষ যেমনতর পরিবার-পরিজনের ভিতর ৩৯
যেখানে সুকেন্দ্রিকতা নাই ১১
যেখানে সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ানুধ্যায়িতার সহিত ১৬
যে তোমাকে যেমনতর পরিচর্য্যা ৫৬
যে দেয় বা দিয়ে থাকে ১২০
যে-দ্বিজাধিকরণের অন্তর্ভুক্ত ৮০
যে নিষ্ঠানিপুণ, দরদী, শ্রমপ্রিয় ৬২
যে পুরাতন কর্ম্মী ভাল-মন্দ সব-তা'র ভিতর-দিয়ে ৮৮
যে-ব্যাপারেই হো'ক, তোমার শুভার্থী ৫৬
যে-সংঘাতে তুমি যেমনতর ভেঙ্গে প'ড়লে ৭৮

ল

লাজলাঞ্ছিত ঋত্বিক্ সে ১৫৭
লোকে দেখে—তোমারে নিষ্ঠাও আছে ১২২

শ

শহর, নগর বা পুরপরিকল্পনা ৪০
শুধু উপদেষ্টা হ'লে চ'লবে না ১৬০
শোধন-সন্দীপনা যদি তোমার অন্তরে ১২৮

সূচী পৃষ্ঠা

শোন ঋত্বিক্! আগে নিজেকে ইষ্টার্থ-অনুসেবনায় ১৭৩
শোন ঋত্বিক্! শোন অধ্বর্য্যু! শোন যাজক! ১৬৮
শোন ঋত্বিক্! শোন অধ্বর্য্যু! শোন যাজক!
উদাত্ত অনুবেদনা নিয়ে ১৭১
শোন ঋত্বিক্! শোন অধ্বর্য্যু! শোন যাজক!
শোন উদ্গাতা ১৬৭
শোন বলি—শ্রেয় যাঁ'রা, মহৎ যাঁরা ১৯৪
শ্রমফুল্ল, অর্জ্জী, তপতৎপর ৮১
শ্রেয়কে নিয়ে যে থাকে ১৪২

স

সংহতি ও সহযোগিতার মৌলিক ১৪
সক্রিয় উৎ-আহরণী প্রবৃত্তি যা'দের থাকে ১৫৯
সঙ্গতিশীল হ'য়ে ওঠ ৯৯
সৎ-জীবন লাভ ক'রতে হ'লে ১৯৮
সর্ব্বসঙ্গতির সহিত তোমরা ১৪
সাত্বত গুণ-অর্জ্জনাই যদি লাভ ক'রতে চাও ১৩৯
সাত্বত সম্বেদনাই যদি তোমার ১০৫
সাত্বতীতে প্রবুদ্ধ হও, ... ১০৪
সামর্থ্যে যদি সম্ভব হয় ১১৭
সুকেন্দ্রিক সক্রিয় তৎপরতায় ১৩
স্বার্থ ও মান যেখানে যেমন ১৪
স্বার্থগৃধ্নু হীনম্মন্যতার খাতিরে ১৭
স্বেচ্ছায় সঙ্গতিতে ফাটল ধরিও না ৭২

হ

হিন্দুই হো'ক, মুসলমানই হো'ক ৪৮

সূচীপত্র

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

১। সংহতির সম্ভাব্যতা।

২। সংহতির কথা হাস্যোদ্দীপক কোথায়?

৩। দয়ার বর্ষণ।

৪। কেমন উন্নতি আদরণীয়।

৫। দেখ, বোঝ, কর।

৬। অবিবেকী অনুচর্য্যা।

৭। পালককে প্রতিপালন কর।

৮। লোকজীবনের ধৃতিদূত।

৯। সংগঠন ক'রতে গেলে আগে নিজে সংগঠিত হও।

১০। সংগঠক হবার আগে নিজে সংগঠিত হও।

১১। সংগঠন ও সংগঠক।

১২। যেমন স্বার্থ ও মান দলও তেমনতর।

১৩। সংহতি ও সহযোগিতার তুক।

১৪। ইষ্টানুগতি নিয়ে দুইজনও যদি সংহত হও।

১৫। দশে মিলে ক'রতে হ'লে।

১৬। দশে মিলে করা সার্থক হয় কখন?

১৭। সংহতি ও সংগঠন হেঁয়ালি কোথায়?

১৮। প্রথম অরিষ্ট-লক্ষণ।

১৯। হামবড়াইয়ের প্ররোচনায় সংহতি সৃষ্টি ক'রতে যেও না।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

২০। ধর্ম্ম ও ইষ্টানুগত্য শ্লথ হয় এমনতর সংহতি ক'রো না।

২১। গণ-সংহতি ও সম্বর্দ্ধনার মৌলিক উপাদান।

২২। কেন্দ্রস্বার্থকে অনুসন্ধান কর, সার্থক হবে।

২৩। সংহতি দৃঢ় হয় কিসে?

২৪। আত্মস্বার্থকে উপেক্ষা ক'রে আদর্শ-স্বার্থপরায়ণ হও।

২৫। সুকেন্দ্রিকতাই সংহতির জননী।

২৬। শান্তির বসবাস কোথায়?

২৭। ইষ্টার্থে সংহত পরিবেশের নমুনা।

২৮। পুরুষোত্তম-প্রীতি-সূত্রে সংহিত হ'য়ে ওঠ—অনন্তের অভিযাত্রী হ'য়ে।

২৯। করুণাই যদি চাও, করুণাময়ের পরিচর্য্যা কর।

৩০। ইষ্টের স্বস্তিবিধান-ব্রতই তোমাকে গ্রহদোষমুক্ত ক'রতে পারবে।

৩১। হৃদ্য পারস্পরিকতায় তোমাদের উদ্দেশ্য, কর্ম্ম ও চরিত্র যেন এক আদর্শকেই পরিপূরণ করে।

৩২। মানুষের সংহতি ও সম্বর্দ্ধনাকে ক্ষুণ্ণ ক'রতে যেও না।

৩৩। পূরয়মাণ আদর্শে ভেদবুদ্ধি আরোপ না ক'রে তন্মুখী চলনাই সংহতির তুক।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

৩৪। দেশ বা সমাজকে একায়িত ক'রে তোল, অন্তর-দেবতা হাস্যোদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠবেন।

৩৫। জাতিকে যদি সর্ব্বতোভাবে উন্নতই ক'রে তুলতে চাও।

৩৬। জাতি-গঠনের মূলমন্ত্র।

৩৭। সমবেত সম্বর্দ্ধনার বিবর্ত্তনী অভিযানে মোক্তা নিয়ন্ত্রণী তুক।

৩৮। শক্তি-সরবরাহ-কেন্দ্র ও যানবাহন-নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা কেমন হবে?

৩৯। ধর্ম্মকে সহজ ও স্বতঃ ক'রে তোল মানুষের জীবনে,—সংহতি আসবে।

৪০। জনগণ যেখানে একাদর্শমুখী নয়।

৪১। পারস্পরিক সংহতি স্বতঃ ক'রে তুলতে হ'লে।

৪২। মহৎকে অবজ্ঞা ক'রে সংহতি আনতে যেও না।

৪৩। জাতীয় সংগঠনের মূলকেন্দ্র ও স্বভাব-ঋত্বিক্ কে?

৪৪। জাতিগঠনের মুখ্য ভিত্তি।

৪৫। সন্তান-সন্ততি সহ পরিবার গঠনে পরিবেশ।

৪৬। পুরপরিকল্পনার কয়টি প্রতিপূরক।

৪৭। নগর, গ্রাম বা পল্লী-সংস্থাপনে।

৪৮। জাতীয় জীবনের সংহতিতে ঐতিহ্য, প্রথা ও সংস্কার।

৪৯। যা' দিয়ে ভেঙ্গে গ'ড়বে, তা'কে ভাঙতে যেও না।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

৫০। সাত্বত তপ-উদ্ভাসিত হও ও ক'রে তোল।

৫১। সার্থক সংগঠনে কী চাই?

৫২। সংগঠনে ঈশ্বর, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি।

৫৩। ভাগ্যদেবী স্মিত কোথায়।

৫৪। সেবাপটু না হ'য়ে প্রিয়পরমকে ভালবাসা যায় না।

৫৫। প্রাজ্ঞ ও শিষ্ট জীবন।

৫৬। প্রিয়-অনুবর্ত্তিতা কোথায়?

৫৭। বড় হ'তে হ'লে।

৫৮। তোমার পরিবেশের উপরেই তোমার সম্বর্দ্ধনা নির্ভর করে।

৫৯। তোমার বাক্য ও ব্যবহার দ্বারা কা'রও উদ্বেগের সৃষ্টি ক'রতে যেও না।

৬০। সঙ্গতি দানা বাঁধে না কখন?

৬১। তোমার প্রতি কে কতটা দরদী?

৬২। তোমার শুভার্থীদের ব্যগ্রতায় তোমার করণীয়।

৬৩। প্রাপ্তির আধান।

৬৪। স্বস্তির পন্থা।

৬৫। মানুষকে অসৎ না ক'রে সুস্থ ক'রে তুলো।

৬৬। বেদনা, অবজ্ঞা ও বিকৃতিকে নিরাকরণ কর।

৬৭। নিজে পটু হ'য়ে অন্যকেও পটু কর।

৬৮। যা'দের স্বস্তিপরিচর্য্যার জন্য তুমি ব্যস্ত।

৬৯। প্রাপ্তির মূঢ়ভাব।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

৭০। এমন দাও যেন দেওয়ার প্রবৃত্তি উস্‌কে ওঠে।
৭১। দিয়ে যেন ঠক্‌তে না হয়।
৭২। বেদনাহতের প্রতি তুমি।
৭৩। ঐক্য আসবে কখন?
৭৪। মানুষের ভালবাসা পেতে হ'লে।
৭৫। প্রণয়ভঙ্গিমাপূর্ণ অনুচলনে কৃতার্থ হবে কখন?
৭৬। সেবায় বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর রেখো।
৭৭। বিপন্নের প্রতি তুমি!
৭৮। জীবনের শুভদীপনা।
৭৯। কা'রও জন্য কিছু করতে হ'লে।
৮০। তোমার দান যেন গ্রহীতাকে প্রত্যাশাব্যথিত না করে।
৮১। সত্তার সঙ্গতি অনুপাতিক পরিচর্য্যা কর।
৮২। মানুষের ইষ্টপ্রীণনী শ্রদ্ধা না থাকলে তা'কে উন্নত করা যায় না।
৮৩। পারস্পরিক সংহতি আনতে গেলে আগে নিজে সর্ব্বতোভাবে সংহত হ'য়ে ওঠ।
৮৪। তোমার প্রতি অনুগতদের টোকা দিয়ে দেখো।
৮৫। বিচ্ছেদের পূর্ব্বরাগ।
৮৬। অমরজীবন বিকিরণায়।
৮৭। যদি কেউ বিপথে চলে, তা'কে ত্যাগ ক'রো না।
৮৮। লোকচর্য্যার উপযুক্ত পাত্র।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

৮৯। জন ও গণের সুকেন্দ্রিক একায়নী তুক।
৯০। লোকহৃদয় যদি আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিতে সুসংহত হ'য়ে না ওঠে।
৯১। দুনিয়ার অশিষ্ট অবস্থাতে তুমি শিষ্ট থেকো।
৯২। নিশ্ছিদ্র-জীবনের অধিকারী হও।
৯৩। সংঘাতে ভেঙ্গে পড়া মানে।
৯৪। লোক-সংগ্রহ সার্থক কখন?
৯৫। সংহতি-রচনার অমোঘ উপায়।
৯৬। ঈশ্বর বা তদর্থপূরণী মহান্‌দিগকে অস্বীকার ক'রে সংগঠন ক'রতে চায় যা'রা, তা'রা সর্ব্বনাশেরই স্রষ্টা।
৯৭। কোন দলে যোগ না দিয়েও সকলকে বন্ধু-সম্পর্কান্বিত ক'রে তোলে যে—।
৯৮। রাষ্ট্রীয় শাসন-মঞ্চেরও প্রয়োজন না থাকতে পারে কখন?
৯৯। ইষ্টের পরিচর্য্যা ক'রতে আসার অধিকার কখন হয় তোমার?
১০০। মানুষের জীয়ন্ত প্রাণপ্রতীক হ'য়ে ওঠ।
১০১। সঙ্ঘ নিয়ে বসবাস ক'রতে হ'লে দ্বাদশ আদিত্যের প্রয়োজন।
১০২। সঙ্ঘকর্ম্মী নির্ব্বাচনে।
১০৩। ব্যষ্টি-বিধান ও সমষ্টি-বিধানের নৈতিক নিয়মন।
১০৪। শিক্ষা, শাসন, শিল্প ও সেবায়তন সংগঠনে চাতুর্ব্বর্ণ্য।
১০৫। পুরাতন কর্ম্মীর প্রতি তুমি।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

১০৬। অশিষ্টকে শিষ্ট ও সুষ্ঠু ক'রতে হ'লে।
১০৭। সর্ব্বতোভাবে ইষ্টনিষ্ঠ না হ'লে কেউ আচার্য্য বা ঋত্বিকের উপযোগী হয় না।
১০৮। বিবদমান যা'রা, তা'দের প্রীতিসংস্থ ক'রতে হ'লে।
১০৯। পরিবেশের দোলায় দুলে যেও না।
১১০। বিশ্বাসঘাতক না হ'য়ে মানুষ হও।
১১১। কর্ম্মী-নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ।
১১২। লোকরাখালের করণীয়।
১১৩। প্রকৃত ভিক্ষু।
১১৪। কা'রও প্রতি আস্থা-সংস্থাপনে।
১১৫। সব ব্যষ্টি-সমষ্টির অমৃত উৎসারণা।
১১৬। সপরিবেশ অনন্তজীবনের অধিকারী হও।
১১৭। লোকসংহতির সূত্র-সঙ্কেত।
১১৮। কৃতিতাপসের স্মরণীয়।
১১৯। স্বস্তির অমৃত বর্ষণ।
১২০। সহচারীদের সাথে তুমি।
১২১। লোকভজী হও।
১২২। যদি বিফল মনোরথ হ'তে না চাও।
১২৩। সেবায় সংহতির উদ্দাম।
১২৪। প্রভুর সেবা।
১২৫। ঋত্বিকী-।
১২৬। দাস হও কিন্তু অর্থের লোভে নয়।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

১২৭। চাকর ও সেবক।
১২৮। দেওয়ার উৎসকে ভারাক্রান্ত ক'রো না।
১২৯। কোন্ অবদান গ্রহণ তোমার পক্ষে জীবনীয়?
১৩০। চাও, কিন্তু অন্যকে কষ্টে ফেলে নয়।
১৩১। ইষ্টার্থে কেউ কিছু দিলে নিজের জন্য গ্রহণ ক'রো না তা'।
১৩২। ভাঁওতাবাজ সাধু।
১৩৩। আশিস্‌মণ্ডিত ব্যক্তিত্ব।
১৩৪। ব্যক্তিত্বের নিরখ-পরখে।
১৩৫। শ্রদ্ধাবানদের শুধ্‌রে নিতে সাহায্য কর।
১৩৬। যদি শুদ্ধ হ'তে ও ক'রতে চাও।
১৩৭। অর্থ বা স্বার্থের চাহিদায় গুরুজনের সেবা ক্ষণস্থায়ী।
১৩৮। আশ্রয়দাতার প্রতি তুমি।
১৩৯। ইষ্টের গলগ্রহ হ'য়ো না, তাঁকে গলবিগ্রহ ক'রে নাও।
১৪০। ইষ্টপরিকর হ'তে হ'লে।
১৪১। ইষ্টানুচর্য্যীর পালনীয়।
১৪২। শ্রেয়-অনুচর্য্যীদের চারটি পালনীয় টোট্‌কা।
১৪৩। যদি তুমি ইষ্টের পরিকর হ'য়ে থাক।
১৪৪। সর্ত্ত নিয়ে ইষ্টকর্ম্ম ক'রতে যেও না।
১৪৫। আশ্রমকর্ম্মীর শপথ।
১৪৬। ঋত্বিকতা বসবাস করে কোথায়?

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

১৪৭। কোন্ ধর্ম্মপ্রচারক অনুসরণীয় নয়।
১৪৮। জীবনযজ্ঞের পরম হোতা।
১৪৯। লাজলাঞ্ছিত ঋত্বিক্।
১৫০। ঋত্বিক্-পদবাচ্য নয় কে?
১৫১। ঋত্বিকের কাপুরুষতা।
১৫২। উদাহরণী-আবেগের লক্ষণ।
১৫৩। আগে উদাহরণ হও, তবে উপদেষ্টা হ'তে পারবে?
১৫৪। অর্ঘনীয় ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু বা যাজক।
১৫৫। ব্যর্থ ঋত্বিক্।
১৫৬। তাঁ'র চাহিদা।
১৫৭। সতর্কবাণী।
১৫৮। যজমান-চর্য্যা।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

১৫৯। পারস্পরিক সেবা।
১৬০। অমৃত-পরিবেষণে ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু ও যাজক।
১৬১। ঋত্বিকের প্রতি।
১৬২। তপ-অরুণিমা।
১৬৩। ঋত্বিক্-দেবতা ও তা'র গোষ্ঠী।
১৬৪। সপ্ত-ব্যাহৃতি।
১৬৫। শ্রেয়, মহৎ বা বিদ্বৎমণ্ডলীর বিপদে পরস্পরের করণীয়।
১৬৬। সৎ উপদেষ্টা হওয়ার তুক।
১৬৭। জীবনকে সু-অধিকৃতিতে আপূরিত ক'রে তুলতে হ'লে।
১৬৮। ধৃতি-বিধ্বংসী অগ্নি থেকে সবাইকে বাঁচাও।

শব্দার্থ-সূচী

শব্দ, বাণী-সংখ্যা, শব্দার্থ

১। অধিগমনী আগ্রহ—৪১ = অধিগত (আয়ত্ত) করবার আগ্রহ।

২। অধিষ্ঠিতি—১৬৮ = অধিষ্ঠান, আশ্রয়।

৩। অনুকম্পী—৩৮ = অনুকম্পাযুক্ত ; অনুকম্পা = "To resonate with the feelings of others" (অপরের ভাবের অনুসরণে সমভাবে অনুরণিত হওয়া)—শ্রীশ্রীঠাকুর।

৪। অনুক্রমণা—৩৬ = গতি, চলন!

৫। অনুক্রিয়—২৮ = অনুসরণপূর্ব্বক ক্রিয়াশীল।

৬। অনুধায়নী—৩৬ = অনুধাবন বা পর্য্যালোচনা ক'রে চলে যা'।

৭। অনুধ্যায়িতা—১ = অনুচিন্তনযুক্ত চলন।

৮। অনুনয়ন—২৯ = কোন-কিছু অনুযায়ী নিয়ে চলা।

৯। অনুবন্ধনা—৪৩ = বন্ধন, সংযোগ।

১০। অনুবর্ত্তনা—১৭ = অনুসরণপূর্ব্বক চলতে থাকা।

১১। অনুবীক্ষী—১৯ = সম্যক-দর্শনসমন্বিত।

১২। অনুবেদনা—১৪ = অনুসরণপূর্ব্বক লব্ধ জ্ঞান।

১৩। অনুবেদনী—৩৬ = অনুসরণী-প্রজ্ঞাযুক্ত।

১৪। অনুশ্রয়ী—৫১ = আশ্রয়যুক্ত।

১৫। অনুসেবনা—১৬১ = অনুসরণপূর্ব্বক সেবা।

১৬। অন্তরাস—১৭ = Interest, আগ্রহ।

১৭। অপনিষ্ঠ—১০৬ = অপকৃষ্টে বা নিকৃষ্টে নিষ্ঠাযুক্ত।

১৮। অভিদীপনা—২৫ = কোন বিশেষ অভিমুখের দীপ্তি।

১৯। অভিধা—১১৯ = সংজ্ঞা।

২০। অভিসারণা—১৬৬ = চলন, গমন।

২১। অমৃতনিষ্যন্দী—১২৯ = অমৃত ক্ষরণ করে যা'।

২২। অর্থনা—৪৯ = Meaningful go, অর্থসমন্বিত চলন।

২৩। অস্মিতা—২৫ = 'আমি আছি' এই ভাব।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা, শব্দার্থ

২৪। আকূত—১৭ = আকৃতিযুক্ত, অতিশয় আগ্রহ-সমন্বিত।

২৫। আপূরণী—৩২ = সর্ব্বতোভাবে পূরণ ক'রে চলে যা'।

২৬। আপ্যায়না—১২২ = সম্যকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া বা করা।

২৭। ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টতা—১৬২ = এদিক থেকে ভ্রষ্ট, ওদিক থেকে নষ্ট ; ব্যাপক বিপর্যয়।

২৮। ইষ্টায়নী—১৬৩ = ইষ্টের বা মঙ্গলের পথে নিয়ে চলে যা'।

২৯। ইষ্টার্থদীপন—২৭ = ইষ্টের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনকে দীপ্ত ক'রে তোলে যা'।

৩০। ইষ্টীতপা—৩৫ = ইষ্টের তপস্যা নিয়ে চলে যা'রা।

৩১। উচ্ছলা—৫০ = উচ্ছলতা, চারিদিকে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়া।

৩২। উজ্জয়িনী—১৫৫ = জয়শীল।

৩৩। উৎ-আহরণী প্রবৃত্তি—১৫২ = উৎকৃষ্টের (শ্রেষ্ঠের) জন্য আহরণ করার ঝোঁক।

৩৪। উৎক্রমণী—৪১ = উন্নতি-অভিমুখে চলে যা'।

৩৫। উৎসর্জ্জিত—২৯ = বিস্তারের পথে প্রস্তুত (চলৎশীল)।

৩৬। উৎসারণা—২৫ = উন্নতি-অভিমুখী চলন।

৩৭। উৎসৃজনা—১১৬ = উন্নতিমুখী সৃষ্টি।

৩৮। উদ্‌গাতা—১৫৮ = উন্নতির পথের কথা বলে বা গান করে যে।

৩৯। উদ্বর্ত্তনা—১০১ = উন্নতির পথে চলতে থাকা।

৪০। উদ্বেজনা—১৩০ = উদ্বেগ।

৪১। উদ্বেলক—৪৩ = উদ্বেল ক'রে তোলে যে।

৪২। উদ্বেলনা—৯১ = উদ্বেল হ'য়ে ওঠা বা ক'রে তোলা।

৪৩। উল্লম্ফী অভিযান—৩৮ = লাফ দিয়ে বেড়ে চলে যে-অভিযান।

৪৪। ঊর্জ্জনা—৮৬ = বল ও প্রাণন-সম্বেগ।

৪৫। ঊর্জ্জী—৫০ = শক্তিশালী, প্রাণবান।

৪৬। ঋত—১৫৮ = "সত্তাসম্বর্দ্ধনী ক্রমচলন"।—শ্রীশ্রীঠাকুর।

৪৭। ঐধ-তরঙ্গ—১১৯ = ইথারের ঢেউ।

৪৮। কণ্ডূতি—৯ = চুলকানি।

৪৯। কবন্ধকিল্বিষী—৯৬ = কবন্ধ রাক্ষসের পাপযুক্ত। কবন্ধ = মস্তকহীন দেহবিশিষ্ট রাক্ষসবিশেষ।

৫০। করুণাস্রবা—২৯ = করুণা ক্ষরিত হয় যেখান থেকে।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা, শব্দার্থ

৫১। কুশলকৌশলী—১৩৬ = মঙ্গলজনকভাবে কর্ম্মনিপুণ।

৫২। কৃতি—* = কর্ম্ম, কর্ম্মসম্বেগ।

৫৩। কৃতিসম্বেগ—১৪ = কর্ম্মসম্পাদনের সক্রিয় আবেগ।

৫৪। ক্লেশসুখপ্রিয়তা—* = কষ্টটাই যখন সুখের হয়, সেটাকে ভাল লাগা।

৫৫। গণযন্তা—৩৭ = জনগণের নিয়মনকর্ত্তা।

৫৬। চর্য্যা—২৩ = আচরণ, চলন, সেবা।

৫৭। চৌকষ—১৩৯ = চারদিকে দেখে চলার দক্ষতা আছে যা'র।

৫৮। জাগ্রতি—১৪২ = জাগরণ।

৫৯। জাপ্য—১৪৫ = গুপ্ত, লুক্কায়িত।

৬০। জিত-আয়ু—১৬১ = আয়ুর সীমাকে জয় করেছে যে।

৬১। জৈবী-সংস্থিতি—১৩ = জীবন, জীবদেহের গঠন, biological make-up.

৬২। তৎপর তাৎপর্য্য—১৬৬ = সচেষ্ট কর্ম্মত্বারিত্য, swift activeness.

৬৩। তর্পণা—৪৮ = তৃপ্ত ক'রে তোলা।

৬৪। তলছা—৯০ = তলে-তলে চলে যা'।

৬৫। তৃপণা—৬৪ = তৃপ্তি।

৬৬। দয়ী—১১৭ = দয়াল, রক্ষণশীল।

৬৭। দয়ীপুরুষ—১১৭ = দয়ালদেশের অধিপতি, পরমপাতা।

৬৮। দান্ত—১২১ = সংযমী, নিয়ন্ত্রিত।

৬৯। দারিদ্র্যব্যাধি—১২১ = দারিদ্র্য যেখানে ব্যাধিস্বরূপ, pauperism.

৭০। দীপনা—৪৩ = দীপ্তি।

৭১। দুরত্যয়া—১০৭ = দুস্তর, দুরতিক্রম্য।

৭২। দুষ্কৃতী—১৫৮ = দুষ্কর্ম্মকারী।

৭৩। দোধুক্ষিত—(দেবভিক্ষা) = ক্লেশপীড়িত।

৭৪। দ্বিজাধিকরণ—৯৬ = সম্প্রদায়, religious community.

৭৫। দ্যোতন—৭২ = দীপ্তিমান, উজ্জ্বল।

৭৬। দ্যোতনা—৩৪ = দীপ্তি, প্রকাশ।

৭৭। ধর্ষী—৫২ = ধর্ষণকারী, পীড়নকারী।

৭৮। ধুক্ষাদুষ্ট—১৫৯ = পীড়িত, ক্লিষ্ট।

৭৯। ধুক্ষিত—১৬০ = পীড়িত, কষ্টপ্রাপ্ত।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা, শব্দার্থ

৮০। ধৃতি—৭ = ধারণপোষণের আকূতি।

৮১। নন্দনা—৫০ = আনন্দদায়ক বা তৃপ্তিকর চলন।

৮২। নষ্টী—৯৬ = নষ্ট করার বুদ্ধি আছে যেখানে।

৮৩। নিয়মন—৩৫ = নিয়ন্ত্রণ, বিন্যাস।

৮৪। নিয়োজনা—১০৩ = কর্ম্মে নিয়োগ-করণ।

৮৫। নিরতি—৭৪ = অতিশয় অনুরক্তি।

৮৬। নির্ম্মম—৫১ = 'মম' (আমার) এই বোধ-শূন্য।

৮৭। পটী-তাৎপর্য্য—৪৭ = যে-তৎপরতায় পটুত্ব (সংহতি) আছে।

৮৮। পরিকরী—১৪০ = সবদিকে লক্ষ্য রেখে সেবা করে যে সে পরিকর, তার কর্ম্ম।

৮৯। পরিচলন—৪২ = বিশেষ চলন।

৯০। পরিনিবিষ্ট—১০১ = গভীর মনোযোগের সহিত রত, অনুরক্ত।

৯১। পরিবীক্ষণা—১০৩ = সম্পূর্ণ এবং সমীচীন দর্শন।

৯২। পরিবেদনা—৮৩ = সর্ব্বতোমুখী চলন।

৯৩। পরিভৃতি—১৫৭ = পরিপোষণ।

৯৪। পরিষেবণা—৩৬ = সর্ব্বতোভাবে সেবা করা।

৯৫। পরিস্রবা—১৬৮ = পরিস্রুত বা ক্ষরিত হওয়ার উৎস।

৯৬। পরিস্রাবী—১২১ = ক্ষরণ করায় যা'।

৯৭। পরিস্রোতা—৩ = স্রোতযুক্ত, প্রবহমান।

৯৮। পাবক—১৬১ = পবিত্রকারী।

৯৯। পারস্পরিকতা—১৫৯ = একে অন্যের জন্য হওয়া এবং করা, Inter-interestedness.

১০০। পারিজাত—১৬৩ = পারগতা হইতে জাত ; That which comes out of ability.

১০১। পূরণ-প্রসাদী—৩১ = পরিপূরিত ও বর্দ্ধিত হওয়ার প্রসাদসম্পন্ন।

১০২। প্রত্যয়-প্রবোধনা—১৬৫ = বিশ্বাসের জাগরণ।

১০৩। প্রাণন-রঞ্জনা—৫০ = প্রাণের জোয়ার সৃষ্টি ক'রে রাঙ্গিয়ে তোলা।

১০৪। প্রাপণা—১৬২ = প্রাপ্তি।

১০৫। প্রীতিভা—১৬৫ = প্রীতির ভাতি (শোভা)।

১০৬। বিচ্ছেদ-বিধায়িনী—১১৭ = বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে যা'।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা, শব্দার্থ

১০৭। বিধাতা—৫১ = বিহিতভাবে ধারণপোষণ করেন যিনি।

১০৮। বিধায়িত—৮ = বিধানে পরিণত, ব্যবস্থিত।

১০৯। বিনায়না—৯ = বিহিত পথে নিয়ে যাওয়া, নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য-বিধান।

১১০। বিন্যাস-বিভক্তি—১৩৪ = যথাযথ ভাগের মধ্য দিয়ে বিন্যস্ত হওয়া।

১১১। বিভাসন—৫৭ = উদ্ভাসিত (আলোকিত) হওয়া।

১১২। বিভূতি—৩০ = বিশেষভাবে বা বিহিত পথে হ'য়ে ওঠার ক্রিয়া।

১১৩। বিভূষণা—১৬৬ = বিভূষিত (অলঙ্কৃত)-করণ।

১১৪। বিভৃত—৫০ = পরিপূরিত ও পরিপোষিত।

১১৫। বিষুবরেখা—১৩৩ = বিস্তৃত হ'য়ে পড়ার রেখা।

১১৬। বীক্ষণা—১৬২ = দর্শন।

১১৭। বীচিদীপনা—১৬ = ক্ষুদ্রতরঙ্গ-সদৃশ দীপ্তি।

১১৮। বেদনা—৭৯ = জ্ঞান, বোধ।

১১৯। বৈশালী—১১৯ = বিরাট বিস্তৃত চলন।

১২০। বোধ-দ্যোতন—৩০ = বোধের দ্যুতি বা প্রকাশ।

১২১। বোধনা—১৫৭ = বোধের জাগরণ।

১২২। বোধায়নী—২২ = বোধের পথে নিয়ে চলে যা'।

১২৩। ব্যাপ্তি-শুভাঞ্জনী—১১২ = ব্যাপ্তির শুভ সজ্জা আছে যেখানে।

১২৪। ব্যাহতি—১০৯ = ব্যাঘাত, বাধা।

১২৫। ব্রাহ্মী-বেদনা—* = বিস্তৃতির (বিরাটের) জ্ঞান।

১২৬। ভজন-পরিচর্য্যা—১৬৪ = ভক্তি, অনুরাগ ও সেবার চলন।

১২৭। ভাক্ত-অভিনিবেশী—১৫৭ = কপট ধার্ম্মিক অথবা ভণ্ড ভক্তের অভিনিবেশ (একাগ্রতা)-সম্পন্ন।

১২৮। ভাববৃত্তি—১৩৪ = "হ'তে থাকার সম্বেগ"। —শ্রীশ্রীঠাকুর।

১২৯। ভেশ—১৩২ = ভেক।

১৩০। মান্ত্রী—১৩ = মন্ত্রসদৃশ।

১৩১। মিতি-চলন—১৬২ = পরিমাপিত (মাপা) চলন, measured go.

১৩২। মিস্‌মার—১৬৬ = ধ্বংস।

১৩৩। মূর্চ্ছনা—* = অভিব্যক্তি, মূর্ত্তি।

১৩৪। মোক্তা—১১৪ = মোটামুটী।

১৩৫। যুত—১৫৯ = যুক্ত, সংযুক্ত।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা, শব্দার্থ

১৩৬। যোগাযোগ—৫১ = যুক্ত হওয়ার আবেগ।

১৩৭। রূপান্তরীণ—৫২ = অন্য রূপ প্রাপ্ত।

১৩৮। লোকপালী—১৬৩ = লোককে পালন ক'রে চলে যা'।

১৩৯। লোকভজী—১২১ = লোকের সেবা করে যে।

১৪০। লোকহিতী—৪২ = লোকের হিতসাধন করে যে।

১৪১। শরজাল—১৪৫ = একসঙ্গে নিক্ষিপ্ত অসংখ্য তীর।

১৪২। শাতনদীপনা—৩৪ = শয়তানের (ধ্বংসের) দীপ্তি, Satanic glow.

১৪৩। শুভ-জৃম্ভণী—২৩ = শুভকে (কল্যাণকে) বিকশিত ক'রে তোলে যা'।

১৪৪। শোধন-সন্দীপনা—১৩৬ = পরিশুদ্ধ করার সমীচীন দীপ্তি বা আগ্রহ।

১৪৫। শ্রমসুখপ্রিয়তা—১১০ = প্রিয়জনের জন্য শ্রম ক'রে যে সুখবোধ হয় সেটা ভাল লাগা।

১৪৬। শ্রেয়চেতী—১৯ = কল্যাণ-সম্পর্কে চেতন।

১৪৭। সংস্থ—২৬ = সম্যক প্রকারে স্থিত।

১৪৮। সংহিত—২৮ = সম্মিলিত, সম্যকপ্রকারে বিধৃত।

১৪৯। সংহিতি—৩৬ = সম্যক ধারণ, সংযোগ।

১৫০। সঞ্চারণা—১৫১ = সঞ্চারিত করা, imparting.

১৫১। সদনুভাবিতা—৪৮ = জীবন-বৃদ্ধির পথে হ'য়ে (গজিয়ে) ওঠার চলন।

১৫২। সদাচার—১৮ = বাঁচাবাড়ার আচার, সুস্থ থাকার আচরণ।

১৫৩। সদ্দীক্ষ—২৬ = সৎ-দীক্ষাসমন্বিত।

১৫৪। সন্দীপনা—২৯ = সম্যকপ্রকারে দীপ্ত ক'রে তোলার ক্রিয়া।

১৫৫। সন্ধিক্ষু—১৪১ = সন্ধানকারী।

১৫৬। সন্ধিত—২৮ = সমন্বয়ী।

১৫৭। সন্বিদ্ধ—১৬০ = সম্যকপ্রকারে বিদ্ধ, আহত।

১৫৮। সন্বীক্ষণী—১০৩ = সম্যক-দর্শনযুক্ত।

১৫৯। সম্বৃদ্ধ—৩০ = সম্যকপ্রকারে বর্দ্ধিত।

১৬০। সম্বৃদ্ধি—৬৫ = সর্ব্বতোমুখী বর্দ্ধন।

১৬১। সম্বেদনা—৩৬ = সমীচীন বোধ ও জ্ঞান।

১৬২। সম্বোধনা—১৩৪ = সমীচীন এবং বাস্তবে ক্রিয়াশীল বোধ।

১৬৩। সাগরিকার ডাক—৯০ = সাগরে অবস্থিত জাদুকরী ডাইনীর আহ্বান।

১৬৪। সাত্বত—২৯ = সত্তাসম্বন্ধীয়, জীবনীয়।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা, শব্দার্থ

১৬৫। সামনর্ত্তন—১১৯ = শান্ত পরিবেশে গীত সামগানের মত সুন্দর ছন্দময় চলন।

১৬৬। সিক্ত তাৎপর্য্য—৮১ = যা' মনপ্রাণ ভিজিয়ে দেয় এমন তৎপরতা।

১৬৭। সিদ্ধযাজী—১৬৪ = যাজনক্রিয়ায় যে সিদ্ধ।

১৬৮। সুচলন—১৬২ = সুষ্ঠু ও কল্যাণকর চলন।

১৬৯। সুপদ—৯৭ = ভাল অবস্থা।

১৭০। সুপন্ন—৭৭ = সুন্দর ও সুখকর অবস্থা-প্রাপ্ত।

১৭১। সুবিধায়না—৫১ = সুষ্ঠু এবং বিহিত ধারণপোষণের পথ।

১৭২। সুবীক্ষণী—৫৫ = সম্যক-দর্শনযুক্ত।

১৭৩। স্পর্দ্ধী—১১১ = স্পর্দ্ধাযুক্ত।

১৭৪। স্বধা—৪৩ = স্ব-কে অর্থাৎ সত্তাকে যা' ধারণ করে।

১৭৫। স্মৃতিবাহী চেতনা—১৬১ = যে-চেতনা স্মৃতিকে বহন ক'রে নিয়ে চলে, মরণেও যা' বিনষ্ট হয় না।

১৭৬। স্রোতল—১১০ = স্রোতযুক্ত।

১৭৭। হোমদীপনী তাৎপর্য্য—৫০ = হোমের প্রদীপ্ত অগ্নির মত দীপ্তকারী তৎপরতা।

১৭৮। হোমদীপ্ত—৫৩ = হোমাগ্নির ন্যায় দীপ্ত।

১৭৯। হ্লাদন-নন্দনা—১৩৬ = আনন্দের ব্যাপ্তি।

ধৃতি-বিধায়না ১ম খণ্ড থেকে আরম্ভ ক'রে পরমদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার প্রত্যেকটিরই উপসংহারে ঐ গ্রন্থের বাণীস্থিত বিশেষ-বিশেষ শব্দের অর্থ তাঁরই আদেশক্রমে সংযোজিত ক'রে দেওয়া হয়েছে। এগুলি প্রচলিত অভিধানগত অর্থ নয়। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং যে-শব্দের যেমন অর্থ নির্ণয় করেছেন তাইই বিধৃত আছে। প্রতিটি অর্থই ধাতু-আশ্রয়ী। প্রথম প্রকাশের সময় ব্যস্ততার জন্য শব্দার্থ কয়েকটি মাত্রই সন্নিবেশিত হয়। কিন্তু বইগুলির দ্বিতীয় মুদ্রণের সময় পাঠকবৃন্দের বোধ-সৌকর্য্যার্থে আরো ভাল ক'রে দেখেশুনে শব্দার্থের সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। আশা করি, যুগপুরুষোত্তমের বাণীরাজির পঠন-পাঠন ও সম্যক বোধের পথে শব্দার্থগুলি সাহায্য করবে।

নিবেদক
শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়